বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬

তথ্য কমিশন

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১৫, ৮১৮১২১০, ৮১৮১২১৩, ফ্যাক্স: ৯১১০৬৩৮
ই-মেইল: cic@infocom.gov.bd, ওয়েব সাইট: www.infocom.gov.bd

তথ্য কমিশন
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬

পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা ঃ তথ্য কমিশন

সহযোগিতা ঃ কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ

প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০১৭

প্রচ্ছদ ঃ শ্যামল চন্দ্র মন্ডল
ইউনাইটেড আইটি বাংলাদেশ

তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সূচিপত্রের সারণী	iii-iv
	মুখবন্ধ	v-vi
	মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ২০১৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন	vii-ix
	বর্তমান প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ	xi
	সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনারবৃন্দ ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ	xiii
	বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	xv
অধ্যায় ১ ঃ	**আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন**	**১-১২**
অধ্যায় ২ ঃ	**তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা**	**১৩-১৭**
২.১	তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি	১৪
২.২	তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন, জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি	১৪
২.৩	সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা	১৫
অধ্যায় ৩ ঃ	**তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি**	**১৮-৫৮**
৩.১	জন অবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ	১৯
৩.২	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	২২
৩.৩	তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)	২৫
৩.৪	তথ্য মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বর	২৬
৩.৫	জেলা ও অন্যান্য পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ	২৬
৩.৬	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	৩০
৩.৭	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বিপরীতে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র	৩২
৩.৮	তথ্য কমিশনের নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন	৩২
৩.৯	অনলাইন ট্রাকিং সিস্টেম	৩৩
৩.১০	তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন	৩৩
৩.১১	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে মিডিয়ার ভূমিকা	৩৪
৩.১২	তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক রোডম্যাপ	৩৪
৩.১৩	তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রকাশনা বিতরণ	৩৪
৩.১৪	তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা	৩৫
৩.১৫	তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ওয়ার্কিং গ্রুপ ও জেলা পর্যায়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন	৩৬
৩.১৬	তথ্য কমিশন ও বেসরকারি সংগঠনসমূহের যৌথ কর্মকাণ্ড	৩৮

অধ্যায় ৪ ঃ	**তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম**	৫৯-৬৪
অধ্যায় ৫ ঃ	**তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি**	৬৫-১১৮
৫.১	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা	৬৬
৫.২	সরবরাহকৃত ও না দেয়া তথ্যের সংখ্যা	৬৬
৫.৩	আপীলের সংখ্যা ও নিষ্পত্তি	৬৭
৫.৪	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	৬৭
৫.৫	তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	৬৮
৫.৬	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি	৬৮
৫.৭	তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি	৬৮
৫.৮	তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ	৬৮
৫.৯	২০১৬ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ	৭০
৫.১০	একই আবেদনকারী কর্তৃক একের অধিক অভিযোগ দায়ের	৮৭
৫.১১	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০ টি মন্ত্রণালয়	১০৬
৫.১২	দেশের সকল জেলায় প্রাপ্ত আবেদনগুলোর বিভাগওয়ারী তথ্যাদি	১০৭
৫.১৩	সর্বাধিক আবেদন প্রাপ্ত ১০ টি জেলা	১০৮
৫.১৪	এনজিওসমূহে প্রাপ্ত আবেদন	১০৯
৫.১৫	তথ্য কমিশন ঃ কেস স্টাডি	১১০
৫.১৬	বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ ৪.১৬.১ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ ৪.১৬.২ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ ৪.১৬.৩ বেসরকারি সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ	১১৫
৫.১৭	তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব	১১৬
৫.১৮	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ	১১৬
৫.১৯	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশ	১১৭
৫.২০	উপসংহার	১১৮
অধ্যায় ৬ ঃ	**পরিশিষ্টসমূহ**	১১৯-১৫৪
ক.	তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	১২০
খ.	তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট	১২১
গ.	তথ্য কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তপত্র	১২২
ঘ.	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি	১৩২
ঙ.	শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ	১৪৪
চ.	শুনানীর জন্য গৃহীত নয় অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ	১৪৭
ছ.	তথ্য অধিকার বিষয়ক ফরমসমূহ	১৪৯

মুখবন্ধ

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস গত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ যথাযোগ্য মর্যাদায় সারা দেশে পালন করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ঢাকায় ওসমানী মিলনায়তনে এই উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত আলোচনা সভায় মাননীয় তথ্য মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এম পি বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

মানব উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশ এখন এগিয়ে। দেশে তথ্য অধিকার মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত একটি উন্নয়ন নির্দেশিকা। তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা হলে রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। এই মহৎ লক্ষ্যকে বাস্তবরূপ দেবার জন্য সরকার তথ্য অধিকার আইন ব্যাপকভাবে ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে মৌখিকভাবে তথ্য চেয়ে জনগণ তথ্য পাচ্ছে। ফোন করে কিংবা আবেদন না করেও সেবা সংক্রান্ত তথ্য নিচ্ছে। এর ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানে নিয়ম মেনে তথ্যের জন্য আবেদন করে তথ্য প্রদানের কাজটি সীমিত হয়ে পড়েছে। যদিও সার্বিক তথ্য আদান প্রদানের সংখ্যা ও পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখন বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন যে, তথ্যের অধিকার সর্বসাধারণ কীভাবে প্রয়োগ করবে। দেশের মানুষ যদি এই আইনের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে যে, যে কোন সরকারি এবং বেসরকারি অফিস থেকে সকল ধরনের কার্যক্রম, সেবাসমূহ, সুযোগ-সুবিধা, যা ঘটেছে, ঘটে যাচ্ছে কিংবা পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে যে কোন নাগরিকের জানার অধিকার আছে, তাহলে সে তার জানার অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হবে।

জনগণ তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় তাদের কাঙ্ক্ষিত আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে এগিয়ে এসেছে। তথ্য কমিশন জনগণের এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। তবে এক্ষেত্রে দেশের সমস্ত শ্রেণি-পেশার মানুষকে একসাথে এগুতে হবে। এই প্রসঙ্গে, আমরা মানুষকে জানানোর কাজে সহায়তা করি। আরো করতে চাই।

সাংবিধানিকভাবে জনগণ রাষ্ট্রের মালিক হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত আইন না থাকার কারণে সাধারণ নাগরিকের পক্ষে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের খোঁজ খবর নেবার সুযোগ ছিল সীমিত। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে সমাজের সবল-দুর্বল সকল নাগরিকের জন্য তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য আদান-প্রদানের এই আগ্রহের পরিমান সুবিশেষভাবে বর্ধিত করার সুযোগ রয়েছে। সর্বসাধারণকে এই আগ্রহে উৎসাহিত করতে পারলে প্রায় সকল অফিসের কার্যক্রমে জবাবদিহি সৃষ্টি হবে এবং দুর্নীতি হ্রাস পাবে উল্লেখযোগ্যভাবে।

তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুসারে আইন পাসের অব্যবহিত পরেই তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তথ্য কমিশন নাগরিকের তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এই আইনের যথাযথ সুফল পেতে হলে তথ্য চাহিদাকারী ও তথ্য প্রদানকারী উভয় পক্ষকে সচেতন করে তুলতে হবে। অর্থাৎ একদিকে নাগরিককে যেমন আইনের মর্ম উপলব্ধি করতে হবে, একইসাথে তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকেও আইনটি সম্পর্কে পূর্ণ

ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। আমরা তথ্য কমিশনে অভিযোগের শুনানির অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা এই আইন সম্পর্কে প্রায়শই পরিপূর্ণ অবগত নন। ফলে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বিরাট অর্জনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার দিকে। এই লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম একটি লক্ষ্য অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা। সরকারি তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হলে আমাদের এই লক্ষ্য অর্জিত হয়।

পূর্বের বছরগুলোর ন্যায় এবারও তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুযায়ী তথ্য কমিশন তার সার্বিক কর্মকাণ্ড ও অর্জন নিয়ে ২০১৬ সনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এ প্রতিবেদন প্রকাশে যারা মূল্যবান তথ্যাদি, সুচিন্তিত পরামর্শ ও গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করতে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে কমিশনের পক্ষ থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়াও তথ্য কমিশনের দু'জন সম্মানিত কমিশনারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারি এ প্রতিবেদন তৈরিতে শ্রম ও মেধা দিয়ে সহায়তা করেছেন। আমি তাঁদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করি এ প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে জনগণ তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, সীমাবদ্ধতা ও অর্জন সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারবে এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমান
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এর নিকট প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫ পেশ করেন ১৯ মে ২০১৬।

প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এর সাথে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করেন ১৯ মে ২০১৬।

প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান, তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এবং তথ্য কমিশনার অধ্যাপিকা ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এর সাথে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করেন।

বঙ্গভবন, ১৯ মে, ২০১৬

বর্তমানে কর্মরত প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারবৃন্দ

অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান
প্রধান তথ্য কমিশনার

অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে ০৭/০২/২০১৬ তারিখে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন

নেপাল চন্দ্র সরকার
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার ২০১৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর যোগদান করে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

অধ্যাপক ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ
তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশনার হিসেবে অধ্যাপক ডঃ খুরশীদা বেগম সাঈদ ২০১৪ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর যোগদান করে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনারবৃন্দ

এম আজিজুর রহমান
০২ জুলাই, ২০০৯ হতে ১০ জানুয়ারি, ২০১০

মোহাম্মদ জমির
৩১ মার্চ, ২০১০ হতে ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১২

মোহাম্মদ ফারুক
১১ অক্টোবর, ২০১২ হতে ০৯ জানুয়ারি, ২০১৬

সাবেক তথ্য কমিশনারবৃন্দ

মোহাম্মদ আবু তাহের
০২ জুলাই, ২০০৯ হতে ০১ জুলাই, ২০১৪

অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম
০৫ জুলাই, ২০০৯ হতে ০৪ জুলাই, ২০১৪

বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য। তথ্য অধিকারকে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি বা বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট ও পরিচালিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব বলে বিবেচনা করা হয়। আর তথ্য অধিকারের মাধ্যমে এর সবগুলো নিশ্চিত করা গেলে দেশ হতে দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এরূপ একটি ধারণা থেকে ২০০৯ সালে সরকার তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে। আইন পাশ করার পরপরই আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এর কমিশনার ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ/পদায়ন করেছে। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি হ্রাস করার একটি আন্তরিক সদিচ্ছা ও বাসনা থেকে সরকার এ সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশে বিরাজমান তথ্য অধিকারের সুফল পেতে জনগণকে এ আইনটি সম্পর্কে জানতে হবে; এর প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে হবে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে এগিয়ে আসতে হবে।

জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাই এই আইনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তথ্য অধিকার আইনের বিধান অনুসারে এ আইনটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার আইন পাশ করার পরপরই তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এর কমিশনার ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ/পদায়ন করেছে। সরকারের এই আন্তরিক সদিচ্ছা ও সাহসী উদ্যোগ দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব তথ্য কমিশনের হলেও সমাজের অন্যান্য অংশ তথা বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, উচ্চ আদালত এবং সর্বোপরি সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। এ আইনী বাধ্যবাধকতা থেকে বিগত বছরের ন্যায় এবারও তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, এ আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদ্‌সংক্রান্ত আপীল ও নিস্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, আইনটি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। এতদ্‌ব্যতীত, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড , অর্জিত সাফল্যসমূহ, তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা, সেমিনার, আলোচনা, প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা, সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোকে গৃহীত কর্মকাণ্ড প্রভৃতিও এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এর মাধ্যমে দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও তথ্য কমিশনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনসাধারণের মাঝে স্বচ্ছ ধারণা ফুটে উঠছে।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনসাধারণকে তথ্য প্রদানের সাধারণ বিধান হলো প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য প্রদানের জন্য নিয়োজিত থাকবেন যিনি জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনের বিধান ও ব্যতিক্রমসমূহ অনুসরণপূর্বক কাঙ্ক্ষিত তথ্য নির্ধারিত ফি গ্রহণপূর্বক সরবরাহ করবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হতে অনধিক ২০ (বিশ) বা ক্ষেত্রমত ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল এবং সেক্ষেত্রেও সংক্ষুব্ধ হলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। তথ্য কমিশন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমন জারী ও শুনানী গ্রহণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক অভিযোগ নিস্পত্তি করে থাকে। তবে জনগণের অনুরোধে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রতিটি দপ্তর যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্য সংরক্ষণ করবে এবং তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ছাড়াও স্ব-প্রণোদিতভাবে তাদের কর্মকাণ্ড জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করবে। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নানা কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনে দেওয়ানী আদালতের মত তথ্য কমিশন কোন ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির করার জন্য সমন জারী এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত সাক্ষ্য প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করতে বাধ্য করার আদেশ দিতে পারবে। দোষী প্রমাণিত হলে তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জরিমানা করতে পারবে, তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করতে পারবে এবং উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের আদেশও দিতে পারবে।

২০১৬ সনে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনাঃ

১. বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৫।
২. নিউজ লেটার।
৩. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষের জন্য নির্দেশিকা।
৪. তথ্য অধিকার: কতিপয় গবেষণা।
৫. নারী মুক্তি ও বাংলাদেশ: আইন-বিধি কর্মযোগ এবং তথ্য অধিকার।
৬. আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা
৭. ২০১৭ সনের বর্ষপঞ্জি।

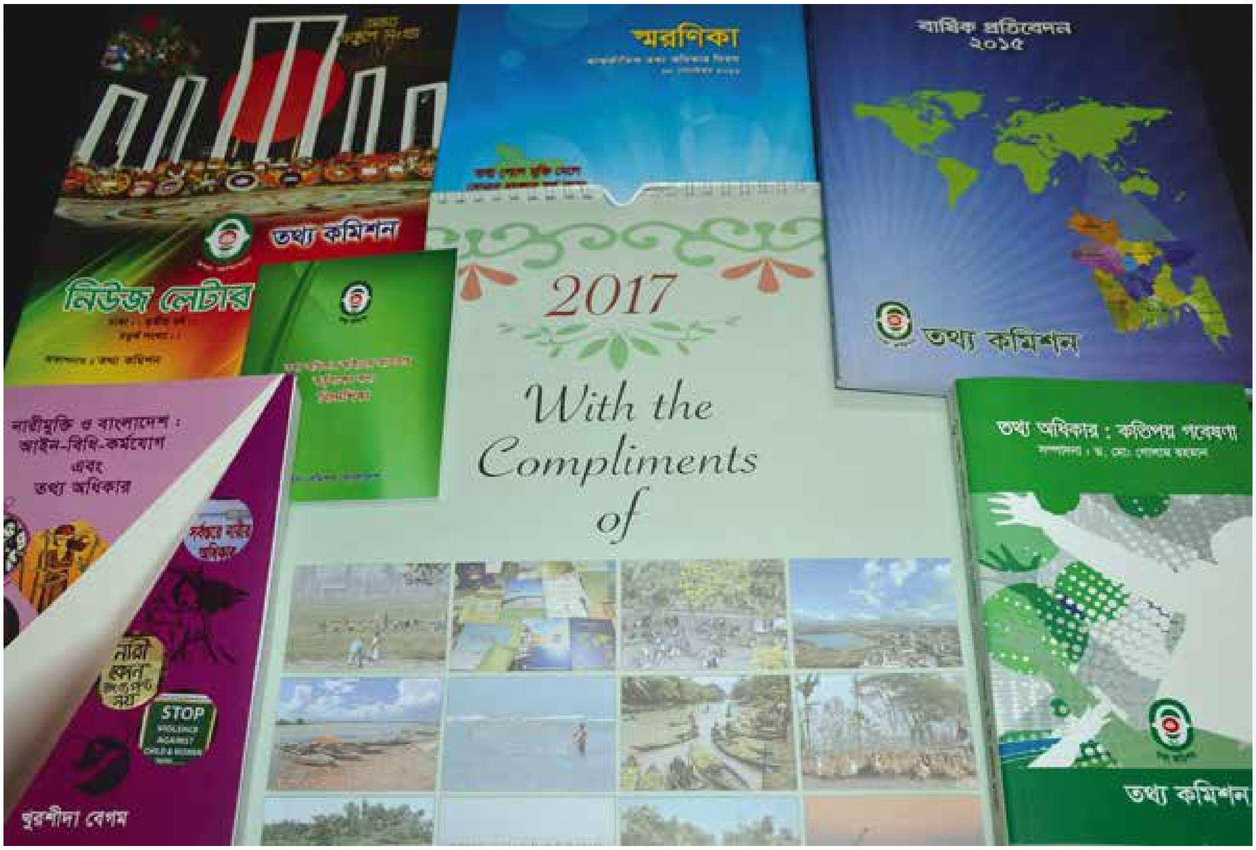

আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে কমিশন কর্তৃক জারীকৃত বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ

১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ইংরেজী পাঠ "The Right to Information Act, 2009"।
২. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯।
৩. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর সংশোধনী।
৪. তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০।
৫. তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০।
৬. তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০১১।
৭. তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১।
৮. তথ্য অধিকার ম্যানুয়াল, ২০১২।
৯. তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্তসমূহ সম্বলিত বই (০৪ টি ভলিউম)।
১০. তথ্য কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৩,২০১৪ এবং ২০১৫।

১১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর পকেট সংস্করণ।
১২. তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও সিদ্ধান্ত সমূহের ইংরেজি সংস্করণ।
১৩. মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও জনঅবহিতকরণ সভায় প্রাপ্ত প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত বই (০২টি ভলিউম)।
১৪. তথ্য অধিকার সহায়িকা, ২০১৪।
১৫. তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত নিউজ লেটার।
১৬. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I প্রকল্পের সহায়তায় স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের নির্দেশিকা প্রণয়ন।
১৭. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশিকা।
১৮. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদনকারীদের জন্য নির্দেশিকা।
১৯. Bangladesh: Reflection on the Right to information Act, 2009.
২০. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা: বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা ও মিঠা পানির সম্পদ রক্ষায় তথ্য অধিকার আইনের প্রাসঙ্গিকতা সংক্রান্ত ডকুমেন্টারি।
২১. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষের জন্য নির্দেশিকা।
২২. তথ্য অধিকার: কতিপয় গবেষণা।
২৩. নারী মুক্তি ও বাংলাদেশ: আইন-বিধি কর্মযোগ এবং তথ্য অধিকার।
২৪. আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা।
২৫. ২০১৭ সনের বর্ষপঞ্জি।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

- দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়েব সাইট খোলা হয়েছে।
- অধিকাংশ জেলার তথ্য বাতায়নে তথ্য অধিকার আইন সন্নিবেশিত হয়েছে।
- ওয়েব সাইটে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী স্ব-উদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তথা মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সংস্থাসমূহ 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করেছে।
- বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য ৬৪টি জেলায় জেলা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে।
- বেসরকারি সংস্থাসমূহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনগণকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে থাকেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্যবন্ধু তৈরি, কর্মসূচির অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রমকে যুক্ত করা, গণনাটক ও কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সারা দেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন পরিস্থিতি, এ আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদন ও তথ্য প্রদানের সংখ্যা, এতদ্‌সংক্রান্ত আপীল ও নিষ্পত্তির সংখ্যা, তথ্য প্রদানের জন্য আদায়কৃত মূল্য, তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ ও তার ফলাফল, আইনটি বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ সম্পর্কে সরকারি-বেসরকারি সকল কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য চাওয়া হয়। প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুসারে সারা দেশে যেসব বিষয়ে তথ্যের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পাওয়া গেছে সে বিষয়সমূহের মধ্যে ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি রেজিস্ট্রেশন, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা, সরকারি চাকরি, প্রশাসন ও জনশৃঙ্খলা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, সমাজসেবা ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রকল্পসমূহ, নিয়োগ পরীক্ষা, ভর্তি পরীক্ষা, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

তথ্য অধিকার আইনের নির্ধারিত ফরমেট ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা ৬,৩৬৯ টি। তন্মধ্যে সরকারি কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৬,১৭২ টি এবং এনজিওগুলোতে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সংখ্যা ১৯৭ টি। সরকারি দপ্তরে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ৯৬.৯১% এবং

বেসরকারি দপ্তরে দাখিলকৃত তথ্যপ্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ৩.০৯%। দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত ৬,৩৬৯ টি আবেদনের মধ্যে ৬,০৮২ টির তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে যা মোট আবেদনের ৯৫.৫০%। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ২৫৩ টি (৩.৯৭%), ৩৪টি (০.৫৩%) প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৬ সালে তথ্য কমিশনে সর্বমোট ৫৩৯ টি অভিযোগ দাখিল করা হলে কমিশনের বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ৩৬৪ টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ২৯৬ টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, ৬৩ টি অভিযোগ উভয় পক্ষের শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ৫টি অভিযোগ রীট মামলার প্রেক্ষিতে স্থগিত রয়েছে। উল্লেখ্য, কমিশনের সভায় শুনানীর পূবেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ১৮টি অভিযোগ এবং একই রকম অভিযোগের প্রেক্ষিতে পূর্বের সিদ্ধান্ত অভিযোগকারিকে অবগত করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ০৩টি অভিযোগ। শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়নি এরূপ ১১৮ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার কারণ অর্থাৎ আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ২০ টি অভিযোগ অভিযোগকারীর একক শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ১২ টি অভিযোগ গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক শুনানীর জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ০১টি অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে এবং ০৩টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

তথ্য কমিশন ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বেতন-ভাতা ও অন্যান্য মঞ্জুরি বাবদ বরাদ্দপ্রাপ্ত ৭২৪.৪০ লক্ষ (সাত কোটি চব্বিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার মধ্যে ২০১৬ সালের জুলাই হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রথম ছয় মাস সর্বমোট ২৬৯.১২ লক্ষ (দুই কোটি উনসত্তর লক্ষ বারহাজার) টাকা ব্যয় করেছে।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমনঃ

- তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারায় প্রত্যেক তথ্য প্রদানকারী ইউনিট তথা প্রত্যেক অফিসে একজন করে তথ্য প্রদানকারী দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। অনেক সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে এখন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি যা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বদলী হলে তদস্থলে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে তথ্য কমিশনকে অবহিত না করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা গিয়েছে।
- স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক বেশ কিছু কাজ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতোমধ্যেই সম্পাদিত হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত অধিদপ্তরগুলোতে প্রচুর তথ্যসহ নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েবসাইটগুলোতে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৬ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যেমন সংস্থার পটভূমি ও কার্যাবলী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবন্টন, অনুসরিত আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, অধিকাংশ নাগরিক সনদ, অধিকাংশ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। কিন্তু ওয়েবসাইটগুলো নিয়মিত হালনাগাদকরণে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। সর্বোপরি অধিকাংশ মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করলেও অধীনস্ত অধিকাংশ অধিদপ্তরগুলো তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।
- তথ্য অধিকার আইন জারীর মাধ্যমে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার বিধান করা হলেও জনগণ এই আইনটি সম্পর্কে ও আইনের বিধান সম্পর্কে খুব কম ধারণা রাখেন। আইনের চর্চা খুবই কম। ২০১৬ সনে সারা দেশে মাত্র ৬,৩৬৯ টি তথ্যের আবেদন দাখিল হয়েছে। গত আট বছরে মোট ৮২,৪১২ টি তথ্যের আবেদন দাখিল হয়েছে যা দেশের জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, দেশের জনগণ এই আইনটি সম্পর্কে ও আইনের বিধান সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত হতে পারেননি বা যারা জানতে পেরেছেন তাদের অধিকাংশই আইনটি ব্যবহার করছেন না। কাজেই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জনগণকে এই আইনটি সম্পর্কে সচেতন করে আইনটি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।

- বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর পরিদর্শনে দেখা গিয়েছে যে, খুবই অল্প সংখ্যক নিয়োজিত দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের নাম, পদবীসহ তথ্যাদি অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করেছেন। অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের অফিসে বা কাছাকাছি কোথাও উক্ত তথ্যাদি প্রদর্শন করেননি। এটি তথ্য আবেদনকারীগণের জন্য কিছুটা হলেও সমস্যা সৃষ্টি করে কার কাছে তথ্যের আবেদন দাখিল করতে হবে বা কার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এটি বের করতে। এটি তথ্যের আবেদন দাখিল পরিহার করার বা যতটুকু সম্ভব নিম্নতম পর্যায়ে রাখার প্রচেষ্টা হিসেবে দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের অনীহার মনোভাব নির্দেশ করে।
- বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন স্তরে নথি সংরক্ষণের সক্ষমতা ক্রমশঃ উপর থেকে নীচের দিকে কমে এসেছে। অবশ্য, তথ্য/নথি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সকল অফিসে সমান নয়। তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষিত না হলে তা চাহিদার ভিত্তিতে বা স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তদুপরি ডিজিটাল নথি সংরক্ষণ ও তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনার্থে কার্যক্রম গ্রহণ জরুরী।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের অস্পষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইনের বিধানবলীর সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী না আনায় দীর্ঘদিন অনুসরিত আইন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে কিছুটা হলেও প্রতিবন্ধকতা/ভীতি সৃষ্টি করছে। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য প্রদানে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। এজন্য স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা জরুরী হয়ে পড়েছে।
- তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষের করণীয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য এবং প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুতের নিমিত্ত সরকারি অফিসে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায় কর্তৃপক্ষগুলো তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী স্ব-প্রণোদিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং চাহিদার ভিত্তিতে তথ্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে অসুবিধার সন্মুখীন হচ্ছে।
- আপীল কর্মকর্তা চিহ্নিতকরণে জটিলতা পরিলক্ষিত হয়েছে।
- তথ্য প্রদানের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগের অভাব।
- সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মীদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে যথাযথ উদ্যোগের অভাব।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্তৃপক্ষের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকা।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দপ্তরে লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশ

- তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ সম্পন্ন করা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান।
- Suo-moto disclosure এর পরিমাণ ও পরিধি আরো বৃদ্ধি করা, ইনডেক্স ও ক্যাটালগ অনুসারে তথ্য সংরক্ষণ ও সংগৃহিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা এবং সকল মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ নিশ্চিতকরণ।
- ওয়েবসাইট প্রতিনিয়ত হালনাগাদকরণ।
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও তথ্য প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি।
- Video Conference Based Hearing এর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- স্ব-উদ্যোগে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ।
- প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সিটিজেন চার্টার সেবা প্রদানের সময়সীমা ও ব্যর্থতায় প্রতিকার লাভের উপায়সহ প্রস্তুত করা ও এবং প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ।

- বেসরকারি দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্তকরণ।
- দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশন সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সদস্যদের পদমর্যাদা একই রকম হওয়া বাঞ্ছনীয় বিধায় সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।
- তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন।
- সর্বোপরি তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্ত বিভিন্ন জারি/সারি গান, নাটক, ডকুমেন্টরী ফিল্ম তৈরী এবং দেশের বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারগুলোতে ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।
- তথ্য কমিশনে দাখিলকৃত অভিযোগের সংখ্যা প্রতিবছরই ক্রমশ: বৃদ্ধি পাওয়ায় এতদসংক্রান্ত রেজিষ্ট্রার, উপ-রেজিষ্ট্রার, সহকারী রেজিষ্ট্রার ও বেঞ্চ অফিসারসহ সাপোর্টিং জনবলের জন্য পদসৃজন ইত্যাদি।

উপসংহার

সরকারের আন্তরিকতা সত্ত্বেও তথ্য অধিকার আইনের কতিপয় সীমাবদ্ধতা, জনসাধারণের বড় অংশের অসচেতনতা, আইনটি প্রচারে অপর্যাপ্ততা, আইন বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা, আইন ব্যবহারে পরামর্শমূলক ও উৎসাহমূলক কর্মকাণ্ডের অনুপস্থিতি এবং তথ্য কমিশনের সীমিত জনবল ইত্যাদি তথ্য অধিকার আইন সফল বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা মর্মে চিহ্নিত হয়েছে। এসকল সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের পথে তথ্য কমিশনের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। আশা করা যায়, সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা ও অংশগ্রহণে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে।

অধ্যায় - ১

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন

অধ্যায়-১

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন

২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। নবম জাতীয় সংসদে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' অনুমোদিত হওয়ার পরিপেক্ষিতে বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসটির গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য কমিশন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ২৮ সেপ্টেম্বর আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬' উদ্‌যাপন করে। এ উপলক্ষে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তথ্যমন্ত্রী, প্রধান তথ্য কমিশনার ও মাননীয় তথ্য সচিবের বাণী প্রকাশিত হয়েছে। দিবসটি উদ্‌যাপনে ০৬ টি জাতীয় পত্রিকা যথাক্রমে দৈনিক প্রথম আলো, ইত্তেফাক, বাংলাদেশ প্রতিদিন, আমাদের অর্থনীতি, সমকাল ও দি ডেইলি স্টার পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। তথ্য অধিকার দিবসের লিফলেট ও পোস্টার তৈরি করে জেলা ও উপজেলায় বিতরণ করা হয়েছে। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তথ্য কমিশন ও বিভিন্ন এনজিওদের সমন্বয়ে ঢাকায় ও জেলা প্রশাসকদের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‌্যালি ও আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক আলোচনা, গান ও নাটিকা প্রচার করা হয়। ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান সড়কের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সড়কদ্বীপ দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৮ সেপ্টেম্বর শাহবাগ জাতীয় জাদুঘর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মোড় হয়ে পুনরায় শাহবাগ জাতীয় জাদুঘর পর্যন্ত র‌্যালি এবং র‌্যালি শেষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো: আবদুল হামিদ উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি, তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মরতুজা আহমদ এবং শাহীন আনাম,সভাপতি, তথ্য অধিকার ফোরাম। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মো: গোলাম রহমান।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন
মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো: আবদুল হামিদ

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এর ভাষণ।

স্থান: ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন।
তারিখ ঃ ১৩ আশ্বিন ১৪২৩ বঃ / ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ
সময় ঃ বিকাল ২.৩০

আসসালামু আলাইকুম।
মাননীয় তথ্য মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি.
সম্মানিত প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান,
তথ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মরতুজা আহমদ,
সম্মানিত তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার ও
প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ,
তথ্য অধিকার ফোরামের সম্মানিত আহ্বায়ক জনাব শাহিন আনাম,
আমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ
গণমাধ্যমের সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং
উপস্থিত সুধীমন্ডলী,

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৬ উপলক্ষে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশে এবারের প্রতিপাদ্য ‘তথ্য পেলে মুক্তি মেলে-সোনার বাংলার স্বপ্ন ফলে’ অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফসল। রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চিয়তা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য অধিকার আইন জারীর মূল লক্ষ্য হলো সরকারি-বেসরকারি সকল কর্তৃপক্ষের দপ্তরসমূহের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে আমি আজ তথ্য কমিশনসহ সকল অংশীজনের প্রতি তথ্য অধিকার আইনের এই লক্ষ্যসমূহ অর্জন এবং জাতির পিতার স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয়ে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানাই।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

বিশ্বব্যাপী সব রাষ্ট্রকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, যা প্রতিটি দেশের জন্যই অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সরকার তথ্য অধিকার আইন করেছে এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নে আন্তরিক প্রয়াস চালাচ্ছে। জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে এই আইন পাস একটি যুগান্তকারী ঘটনা যা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছাকে প্রতিফলিত করে। অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, তা আদায় করে নিতে হয়। তাই তথ্য প্রাপ্তিতে জনগণকে তাদের অধিকার আদায়ে স্বচেষ্ট হতে হবে। অধিকার প্রতিষ্ঠা মানুষকে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ করে তুলে। জন ডি রকফেলর জুনিয়র এর ভাষায়: ‘আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক অধিকারের মধ্যে নিহিত রয়েছে একটি দায়িত্ব, প্রত্যেক সুযোগ-সুবিধার মধ্যে একটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা; প্রত্যেক স্বত্বাধিকারের মধ্যে একটা কর্তব্য’।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সাধারণ জনগণের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রয়োগ, তথ্যকে ক্যাটালগ ও ইনডেক্স অনুযায়ী সংরক্ষণ, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রদানের মানসিকতা সৃষ্টি করা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাকে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা দান, তথ্য অধিকার আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছা ইত্যাদি। এছাড়া আমাদের সমাজে দীর্ঘকাল থেকেই গোপনীয়তার একটি সংস্কৃতি চলে আসছে। ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ দাপ্তরিক গোপনীয়তার আইনে দীক্ষিত।

অন্যদিকে সরকারি-বেসরকারি অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ ধারণা করেন যে, প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা, অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির খবর সাধারণ জনগণ জানতে পারলে প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ন হতে পারে। তাই সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানের সংস্কৃতি গড়ে তোলা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দেশ ও জনগণের কল্যাণে আমাদেরকে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

আমাদের তথ্য অধিকার আইনে সর্বোচ্চ তথ্য প্রকাশ এবং সর্বনিম্ন গোপনীয়তার নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এখানে জনগণের জানার অধিকারকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে এই আইনটিকে তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত সকল আইনের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭-এ নির্দিষ্ট কিছু তথ্য সুরক্ষার যে বিধান রয়েছে সেখানেও এ সকল তথ্য প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়নি, বরং বলা হয়েছে 'কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়'। অর্থাৎ জনস্বার্থ বিবেচনায় এ সকল তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করা যাবে। এটি এই আইনের মূল স্পিরিটকে আমাদের সামনে আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, জনগণের ক্ষমতায়ণ এবং সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছারই প্রতিফলন। তবে তথ্য অধিকার আইনের সুফল তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে আইন ও তথ্য কমিশন সম্পর্কে জনগণকে ব্যাপকভাবে সচেতন করতে হবে। দেশের আপামর জনগোষ্ঠী এ আইনের সহায়তা নিয়ে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহতকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুগুণে উজ্জ্বল হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯(১) অনুচ্ছেদে নাগরিকের চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৩৯(২)(ক) এর মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। তদুপরি সংবিধানের ৭(১) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। আর তথ্যের অবাধ প্রবাহ-ই জনগণকে প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতায়িত করতে পারে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক্স্বাধীনতা নাগরিকগণের মৌলিক

অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক্‌স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বিবেচনায় তথ্য অধিকার আইন সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্বীকৃত।

সরকার অবাধ তথ্য প্রবাহের নীতিতে বিশ্বাসী। তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার অন্যতম মাধ্যম হল স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। তথ্য অধিকার আইন এবং এই আইনের আলোকে জারিকৃত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রবিধানমালায় স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বে একইসাথে তথ্য প্রকাশ এবং তথ্য সংরক্ষণ একটি কার্যকর উপায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে তথ্য অধিকার আইন অনুসরণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিও ও কমিউনিটি রেডিও এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও বিদেশী উন্নয়ন অংশীদার তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে সহায়তা করছে।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সরকার প্রশাসনিক সংস্কার ও প্রশাসনকে আরো গণমুখী করে তুলতে সর্বোপরি জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এই শুদ্ধাচার কৌশলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো তথ্য অধিকার। তথ্য অধিকার ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর বাস্তবায়ন আমাদের 'রূপকল্প ২০২১' অর্জনের একটি অন্যতম হাতিয়ার। ইতোমধ্যে আমরা এমডিজি (Millennium Development Goal) এর অধিকাংশ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমাদেরকে এমডিজি এর অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal) অর্জনে কাজ করতে হবে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ গণতন্ত্র ও সুশাসনের চালিকাশক্তি। তথ্যের প্রবাহের সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। যে কোন রাষ্ট্রে তথ্য যত সহজলভ্য, তার উন্নয়নের মানও ততো বেশী। অন্যদিকে দুর্নীতির সাথে অনুন্নয়নের যোগসূত্র রয়েছে। জনকল্যাণে তথ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রযন্ত্রে দুর্নীতির মাত্রাকেও ক্রমান্নয়ে হ্রাস করে। এর ফলে সাধারণ জনগণই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়। তথ্য জানা আর না জানা অনেকটা আলো আঁধারের মতো। আলো যেমন মানুষকে কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ দেখায়, তেমনি তথ্য মানুষকে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সমাজ থেকে দুর্নীতি ও অনাচার দূর করার পথ দেখায়। পক্ষান্তরে আঁধার মানুষকে অমঙ্গলের পথে নিয়ে যায় এবং তথ্যের অপর্যাপ্ততা সমাজে দুর্নীতির প্রসার ঘটায়। তাই আমি প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী, গণমাধ্যম কর্মী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও বুদ্ধিজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে সমন্বিত প্রয়াস চালানোর উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

গত ৭ বছরে তথ্য কমিশন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুশাসনের অন্যতম নিয়ামক জনগণ ও সরকারের মধ্যে আস্থার পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করতে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। তথ্য জানা ও পাওয়ার পথ সহজতর হোক, জনগণ এর সুফল পাক, সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হোক, এ প্রত্যাশা করি।

পরিশেষে আপনাদের সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেইসাথে 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৬' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৬ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় তথ্য মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু, এমপি

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমান

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মরতুজা আহমদ

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৬ উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে প্রেস কনফারেন্স কনছেন মাননীয় তথ্য মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু। এই সময় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মো: গোলাম রহমান, তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মরতুজা আহমদ, মাননীয় তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার এবং অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত টক শো। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত পোস্টার।

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬

বিশেষ ক্রোড়পত্র

বাণী

বাণী

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০১৬
তথ্য কমিশনের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতা

বাণী

বাণী

বাণী

'আমরা, জনগণ' - বাংলাদেশের মালিক

প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ

বাণী

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ক্রোড়পত্র।

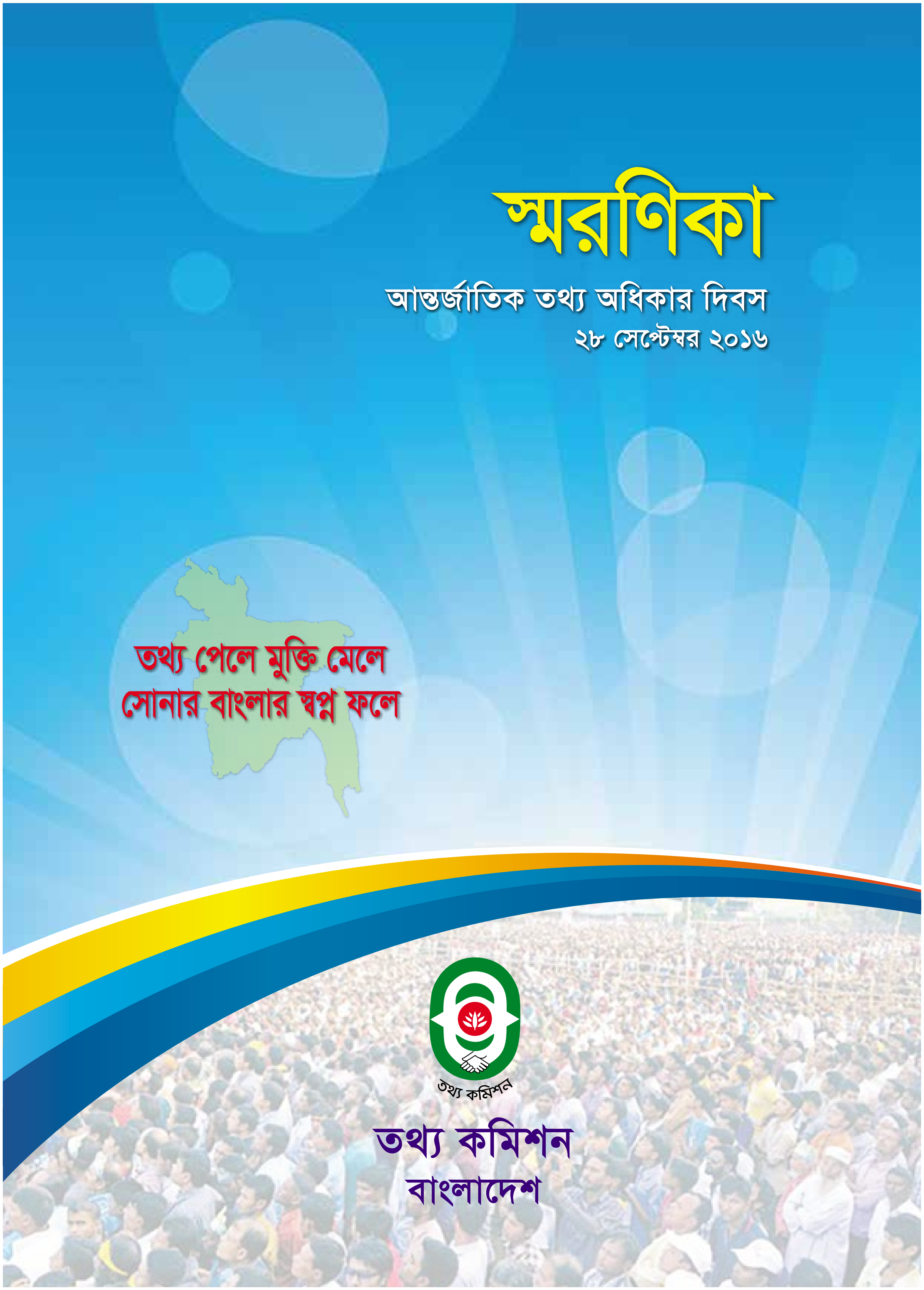

আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা।

অধ্যায় - ২

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

অধ্যায়-২

তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা

২.১. তথ্য অধিকার আইনের পটভূমি

রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে প্রেস কমিশনের সুপারিশ ও ২০০২ সালে আইন কমিশনের কার্যপত্রের সূত্র ধরে বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের দাবী জোরদার হতে থাকে। সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া প্রভৃতি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এরই ধারাবাহিকতায় আইন কমিশন বিভিন্ন দেশের আইন পর্যালোচনা করে ২০০৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া সরকারের নিকট পেশ করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান তথ্য অধিকার আইনসমূহ পর্যালোচনা করে এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে মতামত নিয়ে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করা হয়। সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' জারি করা হয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সরকার 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৮' কে আইনে পরিণত করার উদ্যোগ নেয় এবং ৯ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশনে যে কয়টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয় তার মধ্যে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অন্যতম। উক্ত অধিবেশনে ২৯ মার্চ, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে এ আইনটিতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং ৬ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১১(১) উপ-ধারার বিধান মতে আইন জারির ৯০ দিনের মধ্যে গত ১ জুলাই, ২০০৯ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার ও ২ জন তথ্য কমিশনার তন্মধ্যে একজন মহিলা সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠন করা হয়।

২.২. তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন, জমি বরাদ্দ ও নিজস্ব ভবন নির্মাণের অগ্রগতি

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের তিনটি কক্ষে কমিশনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন শেরে বাংলা নগরস্থ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত প্রত্নতত্ত্ব ভবনের ৩য় তলায় একটি ফ্লোর ভাড়া ভিত্তিতে নিয়ে তথ্য কমিশনের অফিস স্থাপন করা হয়। বর্তমানে উক্ত ভবনেই কমিশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

ক) জমি বরাদ্দ ঃ ২০১০ সালে তথ্য কমিশনের অনুকূলে নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা এর এফ-১৭ডি নং প্লটের ০.৩৫ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। গত ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ভবনের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।

খ) জমির মূল্য পরিশোধ ঃ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমির মূল্য ৬,৩৬,৩৬,৩৬৩/৬৩ (ছয় কোটি ছত্রিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার তিনশত তেষট্টি টাকা এবং তেষট্টি পয়সা) টাকা নির্ধারণ করা হয়। ২০১০-১১ অর্থ বছরের বরাদ্দ হতে ৬৩,৬৩,৬৩৭/-(তেষট্টি লক্ষ তেষট্টি হাজার ছয়শত সাইত্রিশ) টাকা এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫,৭২,৭৩,০০০/- (পাঁচ কোটি বাহাত্তর লক্ষ তিয়াত্তর হাজার) টাকা পরিশোধ করা হয়। পরবর্তীতে জমির দখল বুঝে নেয়া হয়েছে এবং জমিতে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া জমির রেজিস্ট্রেশন এবং নামজারি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

গ) ভবন নির্মাণের সর্বশেষ অগ্রগতি ঃ

(১) স্থাপত্য নকশা ঃ স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক তথ্য কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের নিমিত্ত স্থাপত্য নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা তথ্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

(২) ডিপিপি'র প্রাক্কলন ঃ অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী ইতোমধ্যে ডিপিপি'র খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীন প্রকল্প যাচাই কমিটির ১৩/০৭/২০১৬ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি অনুমোদন করা হয়েছে। তথ্য মন্ত্রণালয় হতে ডিপিপিটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া অর্থ বিভাগের জনবল নির্ধারণ কমিটির গত ২০/১০/২০১৬ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের জনবলের অনুমোদন পাওয়া গেছে। ১৪/১২/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশোধিত ডিপিপি তথ্য কমিশনে প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৯,০৭,৮৩,০০০/-(উনআশি কোটি সাত লক্ষ তিরাশি হাজার) টাকা।

২.৩. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবলের বর্তমান অবস্থা

২০০৯ সালেই তথ্য কমিশনের ৭৬ জন জনবলসমৃদ্ধ টিওএণ্ডই অনুমোদন করা হয়। তৎপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে তথ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং তম-পেস-২/সাংবাদিক-১/২০০৫(অংশ-২)/৭৮৭ তারিখ ২৭.০৭.২০১০ এর মাধ্যমে তথ্য কমিশনের জন্য ৭৬ টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়। তথ্য কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) চাকরি বিধিমালা, ২০১১ অনুমোদিত হয়ে গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর গত ফেব্রুয়ারি, ২০১১ মাসে তথ্য কমিশন কর্তৃক দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারি নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ অনুসরণক্রমে কমিশনে ৩১ জন কর্মচারি নিয়োগ করা হয়েছিল। তন্মধ্যে ০৮ জন কর্মচারি চাকরি হতে ইস্তফা প্রদান করেন এবং ০২ জন যোগদান না করায় ২১ জন কর্মচারি কর্মরত ছিল। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে ০৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ০২ জন কর্মচারি যোগদান না করায় কর্মকর্তা কর্মচারির সংখ্যা ছিল ২৭ জন। ২০১৪ সালে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে মোট ১৩ জন কর্মচারি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এমএলএসএস ০৭ জন, নাইটগার্ড ০২ জন, পিয়ন ০১ জন, ড্রাইভার ০১ জন ও ক্লিনার ০২ জন। তন্মধ্যে ০১ জন ড্রাইভার ও ০১ জন পিয়ন চাকরি হতে ইস্তফা প্রদান করেছেন। ২০১৫ সালে ১০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৬ সালে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে মোট ০৯ জন কর্মচারি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এমএলএসএস ০৬ জন, নাইটগার্ড ০২ জন ও পিয়ন ০১ জন। উল্লেখ্য, তথ্য কমিশনে মোট ১৩ (তের) জন নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারি কর্মরত আছেন। তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো **পরিশিষ্ট 'ক'** তে প্রদর্শিত হলো।

বর্তমানে তথ্য কমিশনে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ কর্মরত রয়েছেন :

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	অফিস	আবাসিক	মোবাইল
১	অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান প্রধান তথ্য কমিশনার	১০১	৯১৪০৩১৩ ৯১১৩৯০০ (পিএ)		০১৮২৩-২১০৭০১ cic@infocom.gov.bd
২	জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার তথ্য কমিশনার	১০২	৯১১০৭৫৫ ৮১৮১২২১ (পিএ)		০১৭৮৭-৬৬১৩৩৪ (অফি) ০১৭১৫-০৩৪৯৮৭ (ব্যক্তি) ic1@infocom.gov.bd, nepal.sarker@gmail.com
৩	অধ্যাপিকা ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ তথ্য কমিশনার	১০৩	৯১১০৬৭৫ ৮১৮১২২০ (পিএ)		০১৭৮৭-৬৬১৩৩৫ (অফি) ০১৭১৯-৯৩৩৬৯৫ (ব্যক্তি) khurshidaju@yahoo.com
৪	জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান সচিব	১০৪	৯১১১৫৯০	৯৮৫৮২২৩	০১৭৮৭-৬৬৪৫২৭ secretary@infocom.gov.bd
৫	জনাব মোঃ মুহিবুল হোসেইন পরিচালক (প্রশাসন)	১০৫	৮১৮১২২২	৮০৩৫৩৯৫	০১৭১৬-৩৬৫১৯৪ muhibulhossain@gmail.com
৬	জনাব ভূইয়া মোঃ আতাউর রহমান পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)	১০৬	৮১৮১২১৫		০১৭১১-৬৬৭৮১৫ director.rpt@inficom.gov.bd
৭	ড. মোঃ আঃ হাকিম উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	১০৮	৮১৮১২১৩		০১৭৩১-৩৬০৩৭৭ lagshoi2007@gmail.com
৮	নুরুন নাহার উপ-পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ)	১০৭	৮১৮১২১০		০১৭১২-০৮৬১৯৫ nnahar1972@yahoo.com
৯	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	১১৫	৮১৮১২১৯	-	০১৭১০৬৮৫৯৮৭ doinfocom@gmail.com, manik09823@yahoo.com
১০	জনাব হেলাল আহমেদ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	১১৭	৮১৮১২১৬	-	০১৭১৮-৭৮৩৫৮৮ helal0171878@yahoo.com

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	অফিস	আবাসিক	মোবাইল
১১	জনাব শাহাদাৎ হোসেইন সহকারী পরিচালক (হিসাব ও বাজেট)	১১৩		-	০১৭২২-৪৬৪৯৮৬ sh-phy-du@yahoo.com
১২	ওয়াদিয়া শাবাব সহকারী পরিচালক (প্রচার ও প্রকাশনা)	১০৯		-	০১৭২৬-২৬১৫৮৫ shabab.du@gmail.com
১৩	রাবেয়া হেনা গবেষণা কর্মকর্তা			-	০১৭২২-০৬৪৮৮০ hena.ju@gmail.com
১৪	জনাব লিটন কুমার প্রামাণিক জনসংযোগ কর্মকর্তা	১১৯	৯১৩৭৩৩২	-	০১৭১০-৪৩৭২৬৬ pro@infocom.gov.bd
১৫	জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম সহকারী প্রোগ্রামার	১২২		-	০১৭৫০-০০৮২৬৫ tariqulislam3791@gmail.com
১৬	জনাব মোঃ গোলাম কিবরিয়া ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২০	-	–	০১৭২৩-৫০১৮৭০ md.kibria70@gmail.com
১৭	লাবণী সরকার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২১	–	–	০১৯২৯-৫১৩০৫১ labonyruic@gmail.com
১৮	মুন্না রাণী শর্মা ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	–	-	–	০১৯২৯-৩৫৩৪৬৪
১৯	জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা	১১৬	-	-	০১৯১৬-৬৭৮৫২৮ ismail82lax@yahoo.com
২০	আসমা আক্তার লাইব্রেরীয়ান	১২৩	–	৯৮৩৩৬১৯	০১৭৭৭-৩২৯৭৮১ asmalibdu@gmail.com
২১	জনাব মোঃ কহিনুর ইসলাম হিসাব রক্ষক	১১৮	-	-	১৭১৭-০৯৯১৮৮, ০১৭৪০-৯০১৯৬৭ mkislam1982@gmail.com
২২	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান কম্পিউটার অপারেটর	–	–	–	০১৭১০-১৮৭৬৬৪ mizanstat05@gmail.com
২৩	জনাব মোঃ জাবির বিন আহসান অফিস সুপার	১১৪	৯১৩৭৪৪৯	–	০১৭১৭-৪২৩৪৬৭ zabirbinahsan@gmail.com
২৪	জনাব আবু রায়হান পিএ টু সিআইসি				০১৭১৭-১৪৩৮০৩ aburaihan.abu@gmail.com
২৫	জনাব মোহাম্মদ সাইদুজ্জামান খান বেঞ্চ সহকারী	-	-	-	০১৭৫৫-৬৫০০১৫ m.saiduzzaman.khan@gmail.com
২৬	শারমিন সুলতানা উচ্চমান সহকারী			–	০১৯১৩-০৫১৬৪৬
২৭	জনাব মোঃ মামুন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	-	-	-	০১৭৩৭-৯৬৮৬৩১ mamun.icb@gmail.com it@infocom.gov.bd
২৮	মৌ-রানী বিশ্বাস ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	-	-	-	০১৯২৭-৬৮১২৩১ mourupa@yahoo.com
২৯	জনাব মোহাম্মদ সোহেল রানা সহকারী হিসাব রক্ষক	-	-	-	০১৯২২-১৬৪৪৭৫ sohelrana0706@gmail.com
৩০	জনাব মনজুরুল হাসান কাজল অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	-	-	-	০১৭২৯৯০৮৫৮৫, ০১৬৭৬২০০৯০৪ mhasankazal@gmail.com
৩১	জনাব নজরুল ইসলাম পিএ কাম কম্পিউটার অপারেটর	-	-	-	০১৬৮১-৭৫৩০৯১ nazrulinfo89@gmail.com
৩২	জনাব সুজিত মোদক অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	-	-	-	০১৭১০-২৫৬৪৩৯ Sujit.modak3@gmail.com
৩৩	জাকিয়া সুলতানা লাখি অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	-	-	-	০১৬৮২-০৩৩৬৯০
৩৪	মোঃ সাইদুর রহমান গাড়ীচালক	-	-	-	০১৯১৩-৪৬২৯১৯
৩৫	মোঃ সালাউদ্দিন গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭১৮-১৫৩৪৪২
৩৬	মোঃ জালাল শেখ গাড়ীচালক	-	-	-	০১৯২৩-২১৬৪৭০

ক্র.নং	নাম ও পদবী	ইন্টারকম	অফিস	আবাসিক	মোবাইল
৩৭	মোঃ আবুল কালাম গাড়ীচালক (সিআইসি)	-	-	-	০১৯১৮-১৫৩৪৪২, ০১৭১৮-১৫৩৪৪২
৩৮	জীহান প্রামাণিক গাড়ীচালক	-	-	-	০১৭৬০-৬৮১৫৪০, ০১৯১২-৭৫২৬০৯
৩৯	মোঃ আবু হানিফ গাড়ীচালক	-	-	-	
৪০	মোঃ মোক্তার হোসেন ডেসপাস রাইডার	-	-	-	০১৮১৮-৬৫৬১৩০
৪১	মোঃ রুবেল শেখ প্রসেস সার্ভার	–	–	–	০১৭৭৭৩২৯৭৮২
৪২	মোঃ জামিল হোসেন জমাদার	১২৪	–	–	০১৯৩৪-৩২৪১৭৪
৪৩	মোঃ মাহাবুবুর রহমান অর্ডারলি	–	–	–	০১৫৫২-৪৪৭০১০
৪৪	জনাব জয় ঘোষ পিয়ন	–	–	–	০১৭২৬-২২৪২২৬
৪৫	জনাব রনি ঘোষ অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭২৬-২২৪২২৬
৪৬	জনাব আঙ্গুরী খাতুন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৭২-১৭৫৩৭৬
৪৭	জনাব মোঃ খায়রুল ইসলাম অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৫৮-৪৫৪৪৯৮
৪৮	জনাব মোঃ ইমন হোসেন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯৪৭-৭২৪৭১৮
৪৯	জনাব মারুফ খান অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৬০-৪৩৩৯৯০
৫০	জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৭৪-৩৭৬৪১৫
৫১	মোছাঃ মর্জিনা খাতুন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৯২২-৪২৮৮১৩
৫২	মোঃ সুমন হোসেন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭২৮-০৫৯১০৫
৫৩	মোঃ সুলতানুল ইসলাম অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৪০-৯৪৬৯৯১
৫৪	মোঃ দেলোয়ার হোসেন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৮১৮-২০৪৮২৩
৫৫	মোঃ জসীম উদ্দিন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৫৬-২৯৪৪৯৯
৫৬	মোঃ হেলাল উদ্দিন অফিস সহায়ক	–	–	–	০১৭৩৮-৮১০৪৬১
৫৭	জনাব মোঃ মাহবুবর রহমান নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭৮৩-১৩৪০৭২
৫৮	জনাব মোঃ নাফিজুল ইসলাম নৈশ প্রহরী	–	–	–	০১৭৬৫-২৩০০৪০
৫৯	মোঃ সায়হাম উদ্দিন নৈশ প্রহরী	–	–	–	
৬০	মোঃ শরিফুল ইসলাম (তুহিন) নৈশ প্রহরী	–	–	–	
৬১	শ্রী-রাজু ক্লিনার	–	–	–	০১৬৭৫-৪৯৪৫২৮
৬২	লতা রানী ক্লিনার	–	–	–	

অধ্যায় - ৩

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

অধ্যায়-৩

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি

৩.১ জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ

ক. জনঅবহিতকরণ সভা

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে দেশের ৬৪ টি জেলায় জনঅবহিতকরণ সভা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ২০১৬ সনের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যেসব জেলার সকল উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো হলো ঃ ভোলা জেলার লালমোহন, চরফ্যাশন, বোরহানউদ্দিন, ভোলা সদর, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী, ঝিনাইগাতী, শ্রীবর্দী, শেরপুর সদর, নকলা, মাগুরা জেলার মাগুরা সদর, শ্রীপুর, শালিখা, মহম্মদপুর, গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী, মোকছেদপুর, কোটালীপাড়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ সদর, লালমনিরহাট জেলার লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী, পাটগ্রাম, হাতিবান্ধা, কালীগঞ্জ, পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড় সদর, তেঁতুলিয়া, আটোয়ারী, বোদা, দেবীগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল, হরিপুর, রাজবাড়ী জেলার পাংশা, রাজবাড়ী সদর, কালুখালী, গোয়ালন্দ, বালিয়াকান্দি, নীলফামারী জেলার নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ, ডিমলা, ডোমার, হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর, চুনারুঘাট, আজমেরীগঞ্জ, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ, বাহুবল, নবীগঞ্জ, মাধবপুর, লাখাই, সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ, রায়গঞ্জ, তাড়াশ, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, কাজীপুর, বেলকুচি, চৌহালী, বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম, থানচি, নাইক্ষংছড়ি, রুমা, বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রংপুর জেলার রংপুর সদর, গঙ্গাচড়া, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, কাউনিয়া, পীরগাছা, পাবনা জেলার পাবনা সদর, ঈশ্বরদী, সুজানগর, আটঘরিয়া, বেড়া, সাথিয়া, ভাঙ্গুড়া, চাটমোহর, ফরিদপুর, খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি সদর, মাটিরাঙ্গা, গুইমারা, রামগড়, দীঘিনালা, পানছড়ি, মানিকছড়ি, লক্ষীছড়ি, মহালছড়ি, নেত্রকোণা জেলার নেত্রকোণা সদর, আটপাড়া, কেন্দুয়া, মদন, খালিয়াজুরী, দূর্গাপুর, কলমাকান্দা, মোহনগঞ্জ, বারহাট্টা, পূর্বধলা উপজেলায় জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খ. প্রশিক্ষণ

যেসব জেলার সকল উপজেলায় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো হলোঃ ভোলা জেলার লালমোহন, চরফ্যাশন, বোরহানউদ্দিন, ভোলা সদর, শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী, ঝিনাইগাতী, শ্রীবর্দী, শেরপুর সদর, নকলা, মাগুরা জেলার মাগুরা সদর, শ্রীপুর, শালিখা, মহম্মদপুর, গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী, মোকছেদপুর, কোটালীপাড়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ সদর, লালমনিরহাট জেলার লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী, পাটগ্রাম, হাতিবান্ধা, কালীগঞ্জ, পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড় সদর, তেঁতুলিয়া, আটোয়ারী, বোদা, দেবীগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল, হরিপুর, রাজবাড়ী জেলার পাংশা, রাজবাড়ী সদর, কালুখালী, গোয়ালন্দ, বালিয়াকান্দি, নীলফামারী জেলার নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ, ডিমলা, ডোমার, হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর, চুনারুঘাট, আজমেরীগঞ্জ, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ, বাহুবল, নবীগঞ্জ, মাধবপুর, লাখাই, সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ, রায়গঞ্জ, তাড়াশ, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, কাজীপুর, বেলকুচি, চৌহালী, বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম, থানচি, নাইক্ষংছড়ি, রুমা, বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রংপুর জেলার রংপুর সদর, গঙ্গাচড়া, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, কাউনিয়া, পীরগাছা, পাবনা জেলার পাবনা সদর, ঈশ্বরদী, সুজানগর, আটঘরিয়া, বেড়া, সাথিয়া, ভাঙ্গুড়া, চাটমোহর, ফরিদপুর, খাগড়াছড়ি জেলার খাগড়াছড়ি সদর, মাটিরাঙ্গা, গুইমারা, রামগড়, দীঘিনালা, পানছড়ি, মানিকছড়ি, লক্ষীছড়ি, মহালছড়ি, নেত্রকোণা জেলার নেত্রকোণা সদর, আটপাড়া, কেন্দুয়া, মদন, খালিয়াজুরী, দূর্গাপুর, কলমাকান্দা, মোহনগঞ্জ, বারহাট্টা, পূর্বধলা উপজেলা।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনঅবহিতকরণ সভা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনঅবহিতকরণ সভা

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনঅবহিতকরণ সভা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনঅবহিতকরণ সভা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনঅবহিতকরণ সভা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

৩.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি হওয়ার পর হতে তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার জন্য পত্র দেওয়া হয়। বিভিন্ন ফোরামে আলোচনায় এবং সরকারি/আধাসরকারি পত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে তাগিদ প্রদান করা হয়। প্রধান তথ্য কমিশনারের পক্ষ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবরে ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়। তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত হিসাব অনুসারে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত সরকারি দপ্তরে ১৭,২৪৪ জন ও বেসরকারি সংস্থায় ৬,৮৫৯ জন সহ সর্বমোট নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ২৪,১০৩ জন। সমগ্র দেশ থেকে প্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.infocom.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে এবং হালনাগাদ করা হচ্ছে।

তথ্য কমিশনের ডাটাবেজ অনুযায়ী বছরওয়ারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যা

সাল	সরকারি	এনজিও	মোট সংখ্যা
২০১০	৪৬১৬	১১৩৪	৫৭৫০
২০১১	৩২২২	১৩৩৮	৪৫৬০
২০১২	২২৪৬	৬১৩	২৮৫৯
২০১৩	৪৫২৯	৫৮৩	৫১১২
২০১৪	১৭৭৪	১০১	১৮৭৫
২০১৫	২৭৫	৩০৮৮	৩৩৬৩
২০১৬	৫৮২	০২	৫৮৪
সর্বমোট সংখ্যা	১৭,২৪৪ জন	৬,৮৫৯ জন	২৪,১০৩ জন

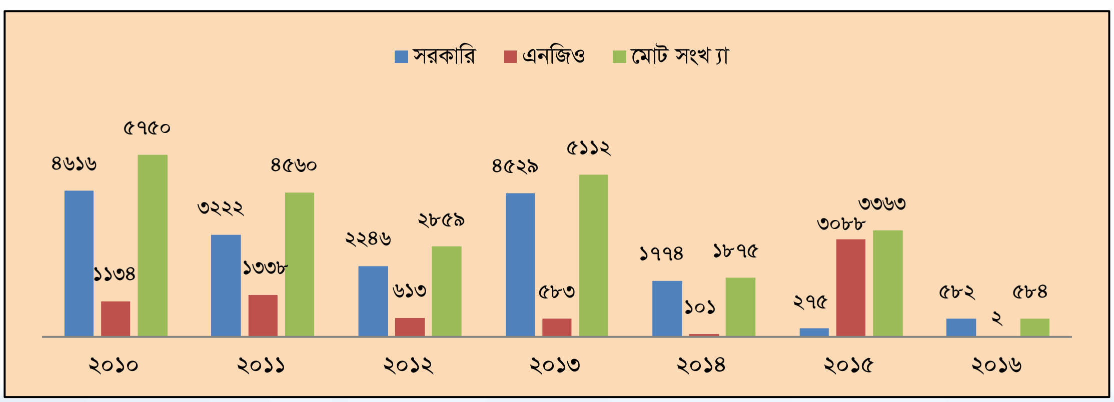

➪ ২০১০ সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা

সরকারি	৪৬১৬
এনজিও	১১৩৪
মোট	৫৭৫০

➪ ২০১১ সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা

সরকারি	৩২২২
এনজিও	১৩৩৮
মোট	৪৫৬০

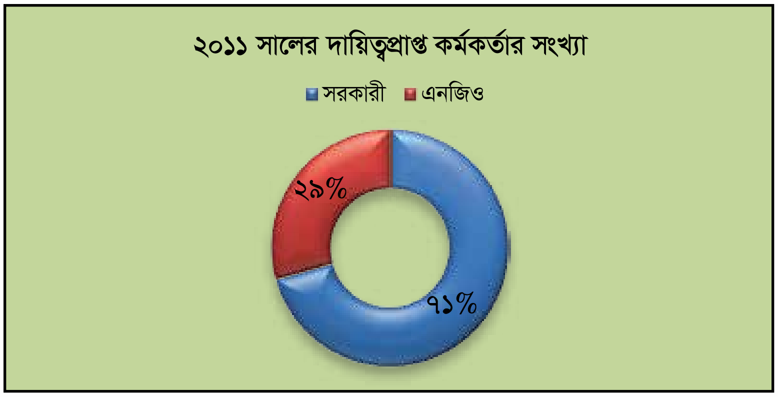

➪ ২০১২ সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা

সরকারি	২২৪৬
এনজিও	৬১৩
মোট	২৮৫৯

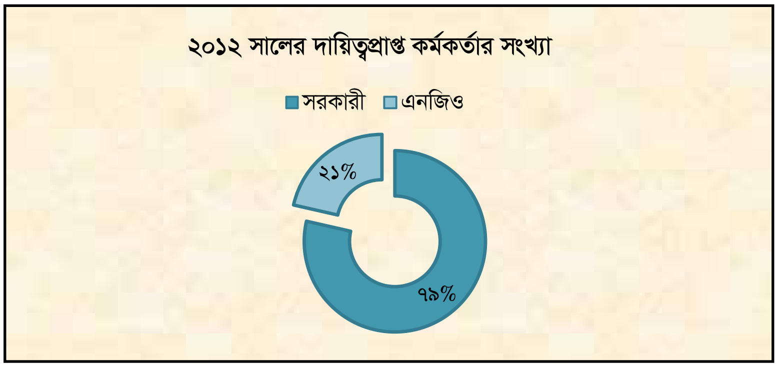

➯ **২০১৩ সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা**

সরকারি	৪৫২৯
এনজিও	৫৮৩
মোট	৫১১২

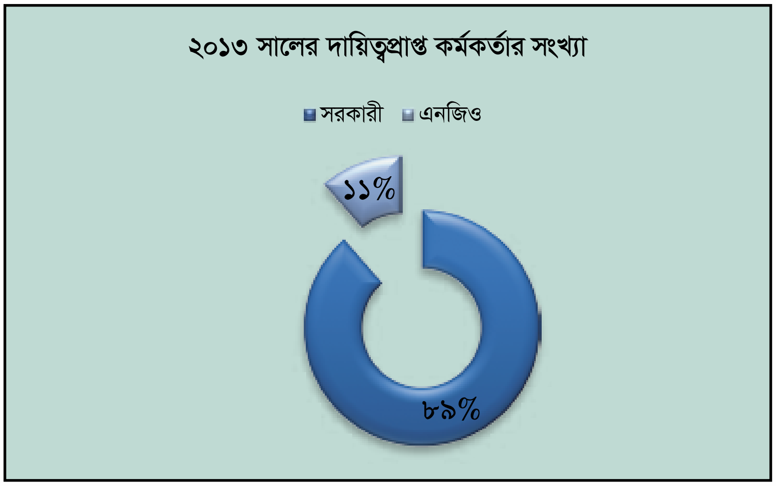

➯ **২০১৪ সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা**

সরকারি	১৭৭৪
এনজিও	১০১
মোট	১৮৭৫

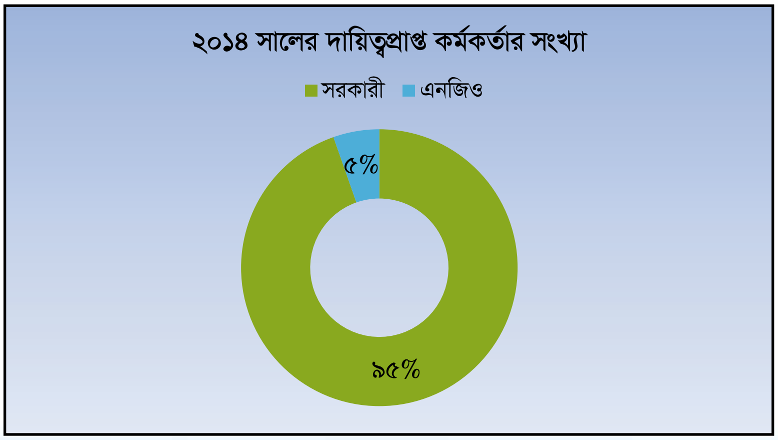

➪ ২০১৫ সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা

সরকারি	২৭৫
এনজিও	৩০৮৮
মোট	৩৩৬৩

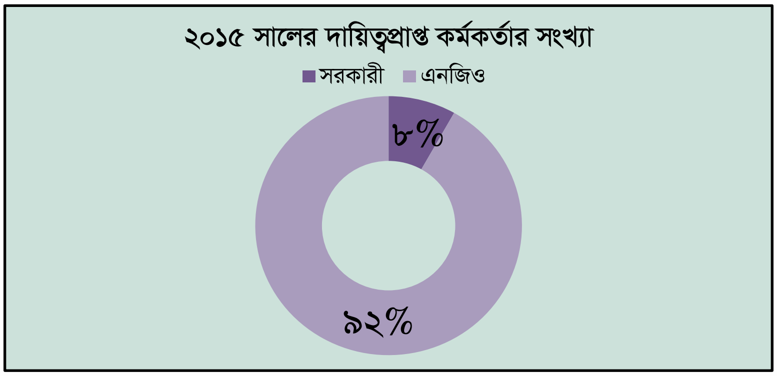

➪ ২০১৬ সালে নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা

সরকারি	৫৮২
এনজিও	০২
মোট	৫৮৪

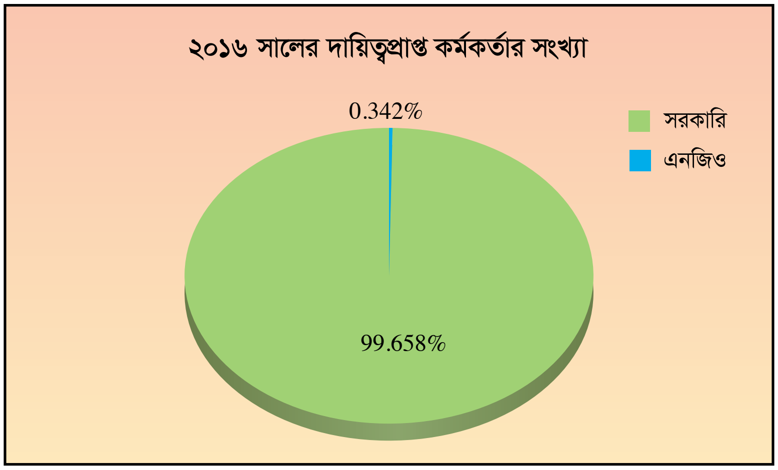

৩.৩ তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নাম ও পদবী	যোগাযোগের ঠিকানা	আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) এর নাম ও পদবী	যোগাযোগের ঠিকানা
মোঃ সালাহ উদ্দিন সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) তথ্য কমিশন	ফোনঃ ০২-৮১৮১২১৯ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ০১৭১০-৬৮৫৯৮৭ ই-মেইলঃ doinfocom@gmail.com	মোঃ রফিকুজ্জামান সচিব তথ্য কমিশন	ফোনঃ ০২-৯১১১৫৯০ ফ্যাক্সঃ ০২-৯১১০৬৩৮ মোবাইলঃ ০১৭১১-১১২২৫৭ ই-মেইলঃ secretary@infocom.gov.bd

তথ্য কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ২০১৬ সালে মোট ৫৩ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে ৪৯ টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে, ৪ টি (০২টি তথ্যমূল্য পরিশোধ না করায় এবং অবশিষ্ট ০২টি বাংলাদেশী নাগরিক কি

না সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে না পারায়) তথ্য প্রদান করা হয়নি। ০৩ টি আপীল আবেদন দায়ের হয়েছে এবং সকল আপীল আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে। তথ্য মূল্য বাবদ আদায় হয়েছে ১,৯০৩/- টাকা যা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।

৩.৪ তথ্য মূল্য সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের কোড নম্বর ঃ

১	-	৩	৩	০	১	-	০	০	০	১	-	১	৮	০	৭

৩.৫ জেলা ও অন্যান্য পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ

তথ্য কমিশন সমগ্র দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করে চলেছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং তথ্য কমিশনের উদ্যোগে তথ্য কমিশনে এসব প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। রংপুর বিভাগের আটটি জেলার ৪৩৪ জন, সিলেট বিভাগের চারটি জেলার ২৬১ জন, ঝিনাইদহ জেলায় ১৬৫ জন, সাতক্ষীরা জেলায় ২০৪ জন, খুলনা জেলায় ১০২ জন, নোয়াখালী জেলায় ৮৮ জন, পাবনা জেলায় ১৭৩ জন, জামালপুর জেলায় ১২৮ জন, নাটোর জেলায় ৮৯ জন, কুমিল্লা জেলায় ৩৯৮ জন, বগুড়া জেলায় ১৩১ জন, কক্সবাজার জেলায় ১৫৫ জন, টাঙ্গাইল জেলায় ৩৪৪ জন, রাঙ্গামাটি জেলায় ৮৬ জন, রাজশাহী জেলায় ১৮৩ জন, জয়পুরহাট জেলায় ৭১ জন, ঝালকাঠি জেলায় ১১৪ জন, পিরোজপুর জেলায় ১৪৮ জন, নওগাঁ জেলায় ১০১ জন, শরিয়তপুর জেলায় ৬২ জন, মাদারীপুর জেলায় ৯৮ জন, বাগেরহাট জেলায় ১০৯ জন, লক্ষ্মীপুর জেলায় ১০৪, চাঁদপুর জেলায় ৯৫ জন, চট্টগ্রাম জেলায় ১৪১ জন, সিরাজগঞ্জ জেলায় ১২৫ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য কমিশনে ২০১০ সালে ১৫২ জন এবং ২০১১ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৫২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বদলিজনিত কারণে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে তথ্য কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরূপ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই ২০১৩ সাল থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং শিক্ষক, সাংবাদিক, মসজিদের ইমামগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৩ সালে জেলা পর্যায়ে ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৭১ জন, পঞ্চগড় জেলায় ১৮০ জন, মৌলভীবাজার জেলায় ২০১ জন, সুনামগঞ্জ জেলায় ২০২ জন, খাগড়াছড়ি জেলায় ১০০ জন, বরগুনা জেলায় ৭৯ জন, পটুয়াখালী জেলায় ৮৩ জন, ঢাকা জেলায় ১৯১ জন, গোপালগঞ্জ জেলায় ১০১ জন, ভোলা জেলায় ১৩১ জন, গাজীপুর জেলায় ১০০ জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ১৩২ জন সর্বমোট ১৬৭১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৩ সালে উপজেলা পর্যায়ে ফেনী জেলার ফেনী সদর, ফুলগাজি, দাগনভূঁইয়া উপজেলায় ২২৯ জন, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলায় ১০৯ জন ও মির্জাপুর উপজেলায় ১৮১ জন, নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় ১৬০ জন ও রায়পুরা উপজেলায় ২৫৭ জন, ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলায় ১৫৩ জন, কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলায় ১৬০ জন ও হবিগঞ্জ জেলার হবিগঞ্জ সদর উপজেলায় ১৬২ জন সর্বমোট ১৪১১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া, ২০১৩ সালে তথ্য মন্ত্রণালয়ের ৫২ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ৫৫ জন কর্মকর্তা, রাজউক এর ৫৯ জন কর্মকর্তা, ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯৪ জন শিক্ষক, সাব-এডিটর ১৩২ জন, ঢাকা রিপোর্টারস ইউনিটি কর্তৃক আয়োজিত ৪৫৮ জন সাংবাদিক, ২০১৩ সালে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, রাজশাহী, পুলিশ স্টাফ কলেজ, ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল, সিআইডি, ঢাকা এর সর্বমোট ৩৫৫ জন্য পুলিশ কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০১৪ সালে জেলা পর্যায়ে কুমিল্লা জেলায় (২য় ফেজ) ৬৬৫ জন, হবিগঞ্জ জেলায় (২য় ফেজ) ১৪৯ জন, সিলেট জেলায় (২য় ফেজ) ১২৮ জন, বরিশাল জেলায় ৩৮৯ জন, কক্সবাজার জেলায় (২য় ফেজ) ১৭২ জন, যশোর জেলায় ৪০১ জন,

চট্টগ্রাম জেলায় (২য় ফেজ) ৬৭ জন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১৯৫ জন, মেহেরপুর জেলায় ১৫০ জন, বান্দরবান জেলায় ১১৫ জন, মাগুরা জেলায় ২৪৪ জন, নড়াইল জেলায় ১৬২ জন, নেত্রকোণা জেলায় ৩১১ জন, ময়মনসিংহ জেলায় ৩৮৭ জন, কিশোরগঞ্জ জেলায় ৩৫৫ জন, শেরপুর জেলায় ৩০৫ জন, ফরিদপুর জেলায় ২১২ জন, মুন্সিগঞ্জ জেলায় ২৭০ জন, মানিকগঞ্জ জেলায় ২২৩ জন, রাজবাড়ী জেলায় ১৮২ জন, নারায়ণগঞ্জ জেলায় ৮৪ জন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় ৮৭ জন, কুষ্টিয়া জেলায় ৯৭ জনসহ সর্বমোট ৫৩৫০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৪ সালে উপজেলা পর্যায়ে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহ্জাদপুর উপজেলায় ৩১৩ জন, ফেনী জেলার পরশুরাম, সোনাগাজী, ছাগলনাইয়া উপজেলায় ১৯৪ জন, লালমনিরহাট জেলা সদরে ১২৮ জন, লালমনিরহাট সদর উপজেলায় ১৩৯ জন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলা হাট উপজেলায় ৭৬ জন, শিবগঞ্জ উপজেলায় ১৬৪ জন, বান্দরবান সদর উপজেলায় ৪৯ জন, চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় ১৯৩ জনসহ সর্বমোট ১২৫৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৪ সালে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ৯০ জন, ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬৮ জন শিক্ষক, সাব-এডিটর ২২১ জন, ঢাকা রিপোর্টারস ইউনিটি কর্তৃক আয়োজিত ৪৮৬ জন সাংবাদিক, বাসস সংবাদদাতাদের ৫৯ জন, অনলাইন সাংবাদিক ২৩ জন, ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলের ৪৮ জনসহ সর্বমোট ৯৯৫ জনকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২০১৫ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১১০ জন, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০ জন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ ৫৮ জন, নরসিংদি জেলায় ৯০ জন, গাজীপুর জেলার সাংবদিকদের প্রশিক্ষণ ১১৭ জন, টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে ধনবাড়ীতে ৫৮ জন, ঘাটাইলে ৬০জন, কালীহাতীতে ৫৩ জন, মির্জাপুরে ৬০ জন, দেলদুয়ারে ৫২ জন, সদরে ৫৪ জন, নাগরপুরে ৫৭ জন, গোপালপুরে ৫৬ জন, ভূয়াপুরে ৫৭ জন, মাধুপুরে ৬০ জন, বাসাইলে ৫৬ জন, সখিপুরে ৫৪ জন, ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলায় ৬৭ জন, তজুমদ্দিনে ৬৫ জন, মনপুরায় ২৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এ সাংবাদিকবৃন্দের প্রশিক্ষণ ২২২ জন, সাব ইন্সপেক্টরগণের প্রশিক্ষণ (ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল) ২৬৪ জন, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নীলক্ষেত এ উপ-সহকারি ভূমি কর্মকর্তা ও উপ-সহকারি সেটেলমেন্ট অফিসারদের প্রশিক্ষণ ২৬৬ জন, জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট, মহাখালীতে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনানা কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ ১৪১ জন। উল্লেখ্য, এ সকল প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ উদ্যেগে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করেন এবং উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে তথ্য কমিশন হতে রিসোর্স পার্সনগণ অংশগ্রহণ করেন।

২০১৬ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের ৪০ জন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ৫১ জন, জনতা ব্যাংক লিঃ ২৫ জন, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মকর্তা ৩০ জন, বাপেক্স এর কর্মকর্তাবৃন্দ ১১৩ জন, আইএমইডি এর ৭০ জন কর্মকর্তাবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ভোলা জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে লালমোহন উপজেলা ৫৩ জন, চরফ্যাশন উপজেলা ৪৯ জন, বোরহানউদ্দিন উপজেলা ৫৭ জন, ভোলা সদর উপজেলা ৫১ জন, শেরপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে নালিতাবাড়ী উপজেলা ৪৯ জন, ঝিনাইগাতী উপজেলা ৫৩ জন, শ্রীবর্দী উপজেলা ৫১ জন, শেরপুর সদর উপজেলা ৫৬ জন, নকলা উপজেলা ৫০ জন, মাগুরা জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে মাগুরা সদর উপজেলা ৬০ জন, শ্রীপুর উপজেলা ৫৯ জন, শালিখা উপজেলা ৫৬ জন, মহম্মদপুর উপজেলা ৪৩ জন, গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে কাশিয়ানী উপজেলা ৪৯ জন, মোকছেদপুর উপজেলা ৫৬ জন, কোটালীপাড়া উপজেলা ৫৩ জন, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা ৫১ জন, গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা ৫০ জন, লালমনিরহাট জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে লালমনিরহাট সদর উপজেলা ৫৫ জন, আদিতমারী উপজেলা ৫২ জন, পাটগ্রাম উপজেলা ৪৩ জন, হাতিবান্ধা উপজেলা ৪৩ জন, কালীগঞ্জ উপজেলা ৬০ জন, পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন উপজেলায় যথাক্রমে পঞ্চগড় সদর উপজেলা ৫৬ জন, তেঁতুলিয়া উপজেলা ৫৬ জন, আটোয়ারী উপজেলা ৫৮ জন, বোদা উপজেলা ৫১ জন, দেবীগঞ্জ উপজেলা ৫৬ জন, ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা ৬০ জন, বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা ৫৯ জন, পীরগঞ্জ উপজেলা ৬০ জন, রাণীশংকৈল উপজেলা ৫৯ জন, হরিপুর উপজেলা ৫৭ জন, রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে

পাংশা উপজেলা ৬০ জন, রাজবাড়ী সদর উপজেলা ৬০ জন, কালুখালী উপজেলা ৫৭ জন, গোয়ালন্দ উপজেলা ৫৮ জন, বালিয়াকান্দি উপজেলা ৫৭ জন, নীলফামারী জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে নীলফামারী সদর উপজেলা ৫৬ জন, সৈয়দপুর উপজেলা ৫১ জন, জলঢাকা উপজেলা ৫২ জন, কিশোরগঞ্জ উপজেলা ৫৩ জন, ডিমলা উপজেলা ৪৮ জন, ডোমার উপজেলা ৫১ জন, হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে হবিগঞ্জ সদর উপজেলা ৪৭ জন, চুনারুঘাট উপজেলা ৪৫ জন, আজমেরীগঞ্জ উপজেলা ৩২ জন, বানিয়াচং উপজেলা ৫৪, বাহুবল উপজেলা ৬০ জন, নবীগঞ্জ উপজেলা ৫৬ জন, মাধবপুর উপজেলা ৫৬ জন, লাখাই উপজেলা ৫৬ জন, সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা ৫৬ জন, কামারখন্দ উপজেলা ৫৭ জন, রায়গঞ্জ উপজেলা ৫০ জন, তাড়াশ উপজেলা ৫৯ জন, শাহজাদপুর উপজেলা ৬০ জন, উল্লাপাড়া উপজেলা ৫৫ জন, কাজীপুর উপজেলা ৫৬ জন, বেলকুচি উপজেলা ৬০ জন, চৌহালী উপজেলা ৫৬ জন, বান্দরবান জেলার জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে লামা উপজেলা ৬০ জন, আলীকদম উপজেলা ৪৭ জন, থানচি উপজেলা ৫৪ জন, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা ৪৪ জন, রুমা উপজেলা ৫১ জন, সদর উপজেলা ৪৯ জন, রোয়াংছড়ি উপজেলা ৪৪ জন, রংপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে রংপুর সদর উপজেলা ৫৬ জন, গঙ্গাচড়া উপজেলা ৪৬ জন, তারাগঞ্জ উপজেলা ৫০ জন, বদরগঞ্জ উপজেলা ৪৩ জন, মিঠাপুকুর উপজেলা ৬০ জন, পীরগঞ্জ উপজেলা ৪৫ জন, কাউনিয়া উপজেলা ৬০ জন, পীরগাছা উপজেলা ৫৮ জন, পাবনা জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে পাবনা সদর উপজেলা ৬০ জন, ঈশ্বরদী উপজেলা ৫৮ জন, সুজানগর উপজেলা ৬০ জন, আটঘরিয়া উপজেলা ৬০ জন, বেড়া উপজেলা ৫৫ জন, সাথিয়া উপজেলা ৬০ জন, ভাঙ্গুড়া উপজেলা ৫৬ জন, চাটমোহর উপজেলা ৫৯ জন, ফরিদপুর উপজেলা ৬০ জন, খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ৪৭ জন, মাটিরাঙ্গা উপজেলা ৬০ জন, গুইমারা উপজেলা ৪৯ জন, রামগড় উপজেলা ৪৩ জন, দীঘিনালা উপজেলা ৫৪ জন, পানছড়ি উপজেলা ৫০ জন, মানিকছড়ি উপজেলা ৪৩ জন, লক্ষীছড়ি উপজেলা ৩৪ জন, মহালছড়ি উপজেলা ৪৪ জন, নেত্রকোণা জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে নেত্রকোণা সদর উপজেলা ৫৪ জন, আটপাড়া উপজেলা ৫৫ জন, কেন্দুয়া উপজেলা ৫৭ জন, মদন উপজেলা ৪৭ জন, খালিয়াজুরী উপজেলা ৪১ জন, দূর্গাপুর উপজেলা ৪৩ জন, কলমাকান্দা উপজেলা ৫৩ জন, মোহনগঞ্জ উপজেলা ৫৬ জন, বারহাট্টা উপজেলা ৫৩ জন, পূর্বধলা উপজেলা ৫০ জন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এ ২৮ জন সাংবাদিকবৃন্দের ওয়াইজেএফবি এর ২৬ জন সাংবাদিকদের ও নারী ২০ জন সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নারী সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে মত বিনিময় সভা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগে অনুষ্ঠিত সেমিনার

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা

৩.৬ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি:

ক্র: নং	সাল	প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা	মন্তব্য
১	২০১০	১৫২	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ
২	২০১১	২০৯৪	মন্ত্রণালয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৩	২০১২	২০৬৭	জেলা ও উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৪	২০১৩	৪২৮৭	জেলা পর্যায়ে ১৬৭১ জন, উপজেলা পর্যায়ে ১৪১১ জন, মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১৬৬ জন, ঢাকা মহানগরীর শিক্ষক-৯৪ জন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে-৪৫৮ জন, প্রিধানবিতে-১৩২ জন সাব-এডিটরস, পুলিশ ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল ৩৫৫ জন
৫	২০১৪	৭৬০১	জেলা পর্যায়ে ৫৩৫০ জন, উপজেলা পর্যায়ে ১২৫৬ জন, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ-৯০ জন, শিক্ষক-৬৮ জন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে-৪৮৬ জন, সাব-এডিটরস-২২১ জন, বাসস জেলা সংবাদদাতা-৫৯ জন, অনলাইন সাংবাদিক-২৩ জন, ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুলের ৪৮ জন
৬	২০১৫	২৬১৩	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১১০ জন, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০ জন, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ ৫৮ জন, নরসিংদি জেলায় ৯০ জন, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এ সাংবাদিকবৃন্দের প্রশিক্ষণ ২২২ জন, গাজীপুর জেলার সাংবদিকদের প্রশিক্ষণ ১১৭ জন, সাব ইন্সপেক্টরগণের প্রশিক্ষণ(ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল) ২৬৪ জন, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নীলক্ষেত এ উপ-সহকারি ভূমি কর্মকর্তা ও উপ-সহকারি সেটেলমেন্ট অফিসারদের প্রশিক্ষণ ২৬৬ জন, জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট, মহাখালীতে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ ১৪১ জন, মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ সমন্বয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ৮১ জন, জেলার কর্মকর্তাবৃন্দ সমন্বয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ৩৩১ জন, টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে ধনবাড়ীতে ৫৮ জন, ঘাটাইলে ৬০জন, কালীহাতীতে ৫৩ জন, মির্জাপুরে ৬০ জন, দেলদুয়ারে ৫২ জন, সদরে ৫৪ জন, নাগরপুরে ৫৭ জন, গোপালপুরে ৫৬ জন, ভূয়াপুরে ৫৭ জন, মাধুপুরে ৬০ জন, বাসাইলে ৫৬ জন, শখিপুরে ৫৪ জন, ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলায় ৬৭ জন, তজুমদ্দিনে ৬৫ জন, মনপুরায় ২৪ জন

ক্র: নং	সাল	প্রশিক্ষণকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সংখ্যা	মন্তব্য
৭	২০১৬	৫৯২০	২০১৬ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরের ৪০ জন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ৫১ জন, জনতা ব্যাংক লিঃ ২৫ জন, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মকর্তা ৩০ জন, বাপেক্স এর কর্মকর্তাবৃন্দ ১১৩ জন, আইএমইডি এর কর্মকর্তাবৃন্দ ৭০ জন। ভোলা জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- লালমোহন ৫৩ জন, চরফ্যাশন ৪৯ জন, বোরহানউদ্দিন ৫৭ জন, ভোলা সদর ৫১ জন, শেরপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- নালিতাবাড়ী ৪৯ জন, ঝিনাইগাতী ৫৩ জন, শ্রীবর্দী ৫১ জন, শেরপুর সদর ৫৬ জন, নকলা ৫০ জন, মাগুরা জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- মাগুরা সদর ৬০ জন, শ্রীপুর ৫৯ জন, শালিখা ৫৬ জন, মহম্মদপুর ৪৩ জন, গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- কাশিয়ানী ৪৯ জন, মোকছেদপুর ৫৬ জন, কোটালীপাড়া ৫৩ জন, টুঙ্গিপাড়া ৫১ জন, গোপালগঞ্জ সদর ৫০ জন, লালমনিরহাট জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- সদর, লালমনিরহাট ৫৫ জন, আদিতমারী ৫২ জন, পাটগ্রাম ৪৩ জন, হাতিবান্ধা ৪৩ জন, কালীগঞ্জ ৬০ জন, পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পঞ্চগড় সদর ৫৬ জন, তেঁতুলিয়া, ৫৬ জন, আটোয়ারী ৫৮ জন, বোদা ৫১ জন, দেবীগঞ্জ ৫৬ জন, ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- ঠাকুরগাঁও সদর ৬০ জন, বালিয়াডাঙ্গী ৫৯ জন, পীরগঞ্জ ৬০ জন, রাণীশংকৈল ৫৯জন, হরিপুর ৫৭জন, রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- পাংশা ৬০ জন, রাজবাড়ী সদর ৬০ জন, কালুখালী ৫৭ জন, গোয়ালন্দ ৫৮ জন, বালিয়াকান্দি ৫৭ জন, নীলফামারী জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- নীলফামারী সদর ৫৬ জন,সৈয়দপুর ৫১ জন, জলঢাকা ৫২ জন, কিশোরগঞ্জ ৫৩ জন, ডিমলা ৪৮ জন, ডোমার ৫১ জন, হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- হবিগঞ্জ সদর ৪৭ জন, চুনারুঘাট ৪৫ জন, আজমেরীগঞ্জ ৩২ জন, বানিয়াচং ৫৪, বাহুবল ৬০ জন, নবীগঞ্জ ৫৬ জন, মাধবপুর ৫৬ জন, লাখাই ৫৬ জন, সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- সিরাজগঞ্জ সদর ৫৬ জন, কামারখন্দ ৫৭ জন, রায়গঞ্জ ৫০ জন, তাড়াশ ৫৯ জন, শাহজাদপুর ৬০ জন, উল্লাপাড়া ৫৫ জন, কাজীপুর ৫৬ জন, বেলকুচি ৬০ জন, চৌহালী ৫৬ জন, বান্দরবান জেলার জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- লামা ৬০ জন, আলীকদম ৪৭ জন, থানচি ৫৪ জন, নাইক্ষ্যংছড়ি ৪৪ জন, রুমা ৫১ জন, সদর ৪৯ জন, রোয়াংছড়ি ৪৪ জন, রংপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- সদর, রংপুর, ৫৬ জন, গঙ্গাচড়া ৪৬ জন, তারাগঞ্জ ৫০ জন, বদরগঞ্জ ৪৩ জন, মিঠাপুকুর ৬০ জন, পীরগঞ্জ ৪৫ জন, কাউনিয়া ৬০ জন, পীরগাছা ৫৮ জন, পাবনা জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- সদর, পাবনা ৬০ জন, ঈশ্বরদী ৫৮ জন, সুজানগর ৬০ জন, আটঘরিয়া ৬০ জন, বেড়া ৫৫ জন, সাথিয়া ৬০ জন, ভাঙ্গুড়া ৫৬ জন, চাটমোহর ৫৯ জন, ফরিদপুর ৬০ জন, খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- সদর,খাগড়াছড়ি ৪৭ জন, মাটিরাঙ্গা ৬০ জন, গুইমারা ৪৯ জন, রামগড় ৪৩ জন, দীঘিনালা ৫৪ জন, পানছড়ি ৫০ জন, মানিকছড়ি ৪৩ জন, লক্ষীছড়ি ৩৪ জন, মহালছড়ি ৪৪ জন, নেত্রকোণা জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- সদর, নেত্রকোণা ৫৪ জন, আটপাড়া ৫৫ জন, কেন্দুয়া ৫৭ জন, মদন ৪৭ জন, খালিয়াজুরী ৪১ জন, দূর্গাপুর ৪৩ জন, কলমাকান্দা ৫৩ জন, মোহনগঞ্জ ৫৬ জন, বারহাট্টা ৫৩ জন, পূর্বধলা ৫০ জন। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এ সাংবাদিকবৃন্দের প্রশিক্ষণ ২৮ জন, তথ্য কমিশনে ওয়াইজেএফবি সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ২৬ জন, নারী সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ২০ জন।
		২৪,৭৩৪ জন	সর্বমোট ২৪,৭৩৪ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মকর্তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন।

৩.৭ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্য কর্মর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের চিত্র :

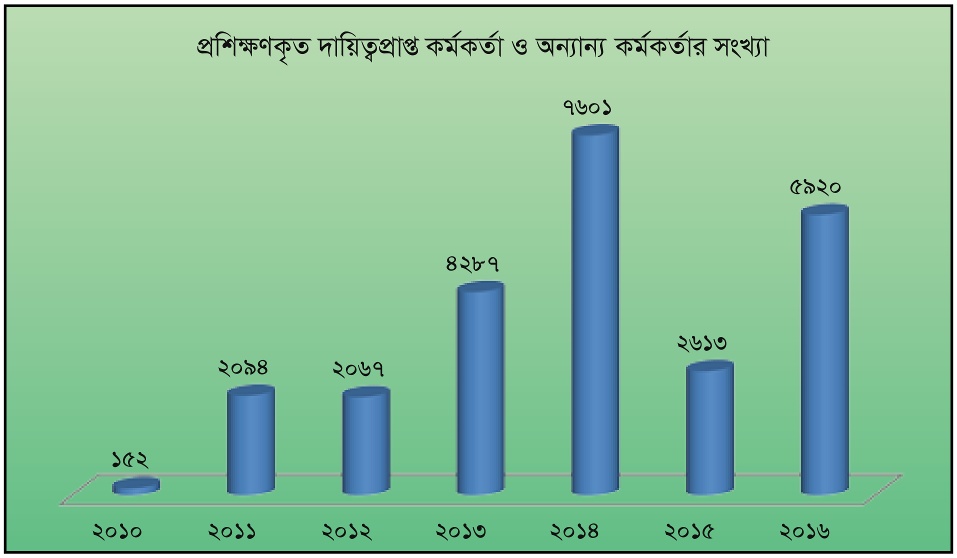

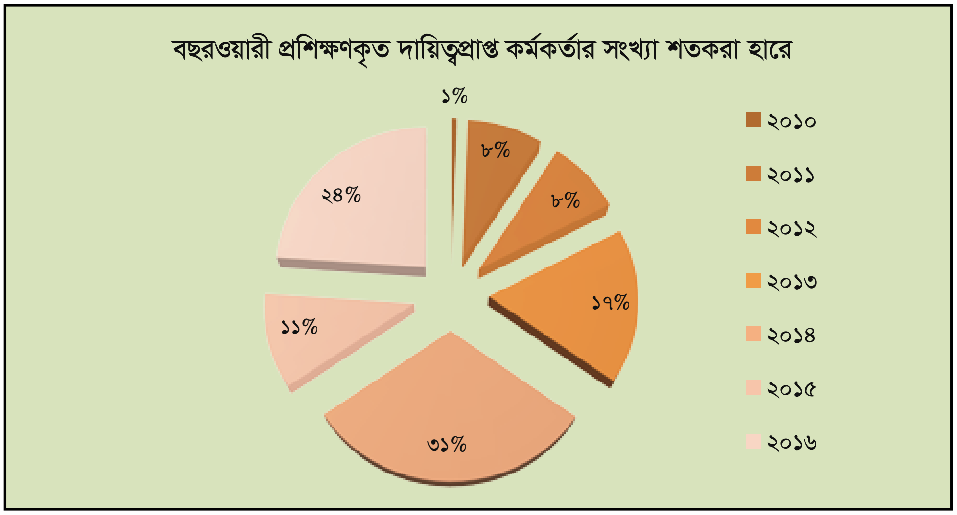

মোট প্রশিক্ষণকৃত ২৪,৭৩৪ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহ অন্যান্য কর্মর্তার মধ্যে ২০১০ সালে ০.৬২%, ২০১১ সালে ৮.৪৭%, ২০১২ সালে ৮.৩৬%, ২০১৩ সালে ১৭.৩৩%, ২০১৪ সালে ৩০.৭৩%, ২০১৫ সালে ১০.৫৬% ও ২০১৬ সালে ২৩.৯৩% দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তা চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

৩.৮ তথ্য কমিশনের নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন

দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং নিজস্ব ওয়েবসাইট পরিচালনার জন্য তথ্য কমিশন ২৬,৯৭,২০০/- (ছাব্বিশ লক্ষসাতানব্বই হাজার দুইশত) টাকা ব্যয়ে নিজস্ব সার্ভার স্টেশন স্থাপন করেছে। ডিসেম্বর, ২০১১সালে দুই হাজার গিগাবাইট এর অধিক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এ সার্ভার স্টেশনটির স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

ইউএসএইড ও প্রগতির সহযোগিতায় তথ্য কমিশনের তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নের প্রকল্প সম্পন্ন হয়। এতে তথ্য কমিশনের বিদ্যমান যন্ত্রাংশের সাথে আরও ১টি সার্ভার, ২টি নেটওয়ার্ক সুইচ, ১টি রাউটার+ ফায়ারওয়াল, ১টি অনলাইন ইউপিএস, ১টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, ২টি কম্পিউটার, ১টি Black & White Multifunctional Common Printer, ১টি Network Color Printer ও কমিশনের বিভিন্ন কক্ষে সুগঠিত Inter Network স্থাপনে ৪৬টি (Node) সংযোগস্থল স্থাপন করা হয়। ফলে কমিশনের কম্পিউটার ব্যবহারকারীগণ File Sharing, File Security, Computer Security, Centrally Computer Virus Protection I File Backup এর সুবিধাসহ সার্ভার থেকে কেন্দ্রীয় ভাবে সকল কম্পিউটার ও তথ্যের সুরক্ষা পাচ্ছে যা কমিশনের কার্যক্রমকে আরও যুগোপযোগী ও বেগবান করেছে।

তাছাড়া তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীগণের জন্য কমিশনের নিজস্ব ওয়েব সাইট (www.infocom.gov.bd) এর অনুকূলে ৩৮ টি ই-মেইল একাউন্ট চালু করা হয় যা কমিশনের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য করেছে। অধিকন্তু এই প্রকল্পে তথ্য কমিশনের একটি নতুন সমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়।

৩.৯ অনলাইন ট্র্যাকিং সিস্টেমঃ

তথ্য কমিশন ও ডি-নেট এর মধ্যকার সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী উভয়ের যৌথ উদ্যোগে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে প্রতিটি আবেদন, আপীল ও অভিযোগের চিত্র তাৎক্ষণিক পরিবীক্ষণ করা যায় এবং নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও সমন্বয় করা যায় এমন একটি অনলাইনভিত্তিক RTI Tracking System তৈরি করা হচ্ছে। সিস্টেমটি চূড়ান্ত হলে তথ্য কমিশনের Domain এর সাথে Hosting করা হবে এবং নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ব্যবহারের সার্বিক দিক এবং পদ্ধতিসমূহকে আরও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ডিনেট, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর আর্থিক সহায়তা এবং তথ্য কমিশনের সার্বিক সহযোগিতায় একটি মোবাইল ফোন অ্যাপ্লিকেশনও তৈরি করা হচ্ছে। একইভাবে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি চূড়ান্ত উপস্থাপনা শেষে জনগণের জন্য প্রচার করা হবে।

৩.১০ তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৯ অক্টোবর ২০১০ এ তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইট (www.infocom.gov.bd) শুভ উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (A2i) প্রকল্প ও গ্রামীণ ফোনের সহযোগিতায় তথ্য কমিশন উক্ত ওয়েবসাইট নির্মাণ করে।

উক্ত ওয়েবসাইটে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত সারা দেশ হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের ২৪,১০৩ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা ও তথ্য আপলোড করা হয়েছে। উক্ত তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ওয়েবসাইটটিতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, কমিশনের কার্যাবলী, সিদ্ধান্তপত্র, বার্ষিক প্রতিবেদন, নিউজ লেটার, বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রতিবেদন, আপ-কামিং ইভেন্ট, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তব্য, আপীল প্রক্রিয়া, গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে এবং তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনের পদ্ধতি সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কমিশন নিজস্ব সার্ভার স্থাপন করে ওয়েব সাইটটি আরো উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণকে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে গড়ে ৫৮ ব্যক্তি প্রতিদিন তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট পরিদর্শন করছেন। এ সম্পর্কিত একটি চার্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিটের পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট 'খ' তে দেখানো হলো।

৩.১১ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে মিডিয়ার ভূমিকা

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলো বিশেষতঃ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া উদারতার সাথেই তাদের দায়িত্বপালন করে যাচ্ছে। যখনই কোনো অনুষ্ঠান বা কর্মসূচির প্রেস কাভারেজের জন্য জাতীয় দৈনিকসমূহ, অনলাইন পত্রিকা, নিউজ এজেন্সী, টিভি ও রেডিও চ্যানেলসমূহকে তথ্য কমিশন থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তখনই তারা সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানের বস্তুনিষ্ঠ প্রচারণা করে যাচ্ছে। ফলে জনগণ পত্রিকা, টিভি ও ইন্টারনেট দেখে কিংবা রেডিও শুনে এ আইন সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন। ফলে তারা তথ্য জানার অধিকার প্রয়োগ করে নিজেদের ক্ষমতায়িত করতে শুরু করেছেন। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় তথ্য অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, ফিচার, বড় নিউজ, তথ্য কমিশনে নিষ্পত্তিকৃত গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলোর খবর পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হলে জনগণ তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে আরো এগিয়ে আসবেন বলে তথ্য কমিশন মনে করে।

তথ্য অধিকার আইন প্রচার ও প্রসারের জন্য উল্লেখযোগ্য মিডিয়াসমূহ পিআইবি, বিএসএস, ইউএনবি, দৈনিক ইত্তেফাক, কালের কণ্ঠ, প্রথমআলো, যুগান্তর, সমকাল, দৈনিক জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, আমাদের সময়, সংবাদ, ডেইলি সান, ডেইলি স্টার, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বাংলানিউজ ২৪ ডটকম, বিডিনিউজ ২৪ ডটকম, বাংলাদেশ বেতার, রেডিওটুডে, এবিসিরেডিও, রেডিও সুন্দরবনসহ বেশকিছু কমিউনিটি রেডিও।

এছাড়া, বিভিন্ন টিভি চ্যানেল প্রতিবেদন ও তথ্য কমিশনারগণের সাক্ষাৎকার প্রচার করেও এ আইনের প্রচারে অবদান রেখে চলেছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার বিষয়ক কতিপয় টিভিস্ক্রল প্রচার করছে। এজন্য তথ্য কমিশন সংশ্লিষ্ট সকল মিডিয়াকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

৩.১২ তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক রোডম্যাপ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নকল্পে তথ্য কমিশন ২০১৭ সালের জন্য রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে। রোডম্যাপ অনুসারে তথ্য কমিশন সারা দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ; উপজেলা পর্যায়ে জনঅবহিতকরণ সভা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ; অভিযোগ নিষ্পত্তি; জনবল নিয়োগ, স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ, এসএমএস প্রেরণ, ভয়েস এসএমএস প্রেরণ, টেলিভিশনে স্ক্রল পদর্শন, তথ্য অধিকার বিষয়ক ডকুমেন্টারি/টিভিসি/টিভি ফিলার/নাটিকা প্রচার, ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ, নিউজলেটার প্রকাশ, তথ্য অধিকার বিষয়ক অন্যান্য প্রকাশনা প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য তথ্য কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৩.১৩ তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রকাশনা বিতরণ

তথ্য কমিশনের উদ্যোগে সারা দেশে মন্ত্রণালয় হতে উপজেলা পর্যন্ত সরকারি দপ্তরসমূহে তথ্য অধিকার আইন ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকাশনা বিতরণ করা হয়। ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন জাতীয় সংসদ সদস্যগণের জন্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/জেলা/উপজেলায় এবং সংবাদ পত্র/নিউজ এজেন্সি, টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিও/কমিউনিটিরেডিও সমূহের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফরম, আপীল আবেদন ফরম, অভিযোগ দায়েরের ফরম বিতরণের জন্য দেশের সকল জেলায়, মন্ত্রণালয়ে এবং বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট প্রেরণ করা হয়।

২০১৫ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক কর্মকর্তাবৃন্দের,বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এ সাংবাদিকবৃন্দের, সাব ইন্সপেক্টরগণের প্রশিক্ষণ (ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল), ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নীলক্ষেত এ উপ-সহকারি ভূমি কর্মকর্তা ও উপ-সহকারি সেটেলমেন্ট অফিসারদের, জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট, মহাখালীতে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাগণের, মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ সমন্বয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, জেলার কর্মকর্তাবৃন্দ সমন্বয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, গাজীপুর জেলার সাংবদিকদের এবং নরসিংদি জেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে ধনবাড়ী, ঘাটাইল, কালীহাতী, মির্জাপুর, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল সদর, নাগরপুর, গোপালপুর, ভূয়াপুর, মাধুপুর, বাসাইল, শখিপুর, ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলায়, তজুমদ্দিনে ও মনপুরায় প্রশিক্ষণ প্রদান ও জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সহায়িকা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আবেদনকারীদের জন্য নির্দেশিকা বিতরণ করা হয়।

২০১৬ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), জনতা ব্যাংক লিঃ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাপেক্স, আইএমইডি, ভোলা জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে-লালমোহন, চরফ্যাশন, বোরহানউদ্দিন, ভোলা সদর, শেরপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- নালিতাবাড়ী, ঝিনাইগাতী, শ্রীবর্দী, শেরপুর সদর, নকলা, মাগুরা জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- মাগুরা সদর, শ্রীপুর, শালিখা, মহম্মদপুর, গোপালগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- কাশিয়ানী, মোকছেদপুর, কোটালীপাড়া, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ সদর, লালমনিরহাট জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- সদর, লালমনিরহাট, আদিতমারী, পাটগ্রাম, হাতিবান্ধা, কালীগঞ্জ, পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পঞ্চগড় সদর, তেঁতুলিয়া, আটোয়ারী, বোদা, দেবীগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাঙ্গী, পীরগঞ্জ, রাণীশংকৈল, হরিপুর, রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- পাংশা, রাজবাড়ী সদর, কালুখালী, গোয়ালন্দ, বালিয়াকান্দি, নীলফামারী জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ, ডিমলা, ডোমার, হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- হবিগঞ্জ সদর, চুনারুঘাট, আজমেরীগঞ্জ, বানিয়াচং, বাহুবল, নবীগঞ্জ, মাধবপুর, লাখাই, সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ, রায়গঞ্জ, তাড়াশ, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, কাজীপুর, বেলকুচি, চৌহালী, বান্দরবান জেলার জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- লামা, আলীকদম, থানচি, নাইক্ষংছড়ি, রুমা, সদর, রোয়াংছড়ি, রংপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- সদর, রংপুর, গঙ্গাচড়া, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, কাউনিয়া, পীরগাছা, পাবনা জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- সদর, পাবনা, ঈশ্বরদী, সুজানগর, আটঘরিয়া, বেড়া, সাথিয়া, ভাঙ্গুড়া, চাটমোহর, ফরিদপুর, খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- সদর-খাগড়াছড়ি, মাটিরাঙ্গা, গুইমারা, রামগড়, দীঘিনালা, পানছড়ি, মানিকছড়ি, লক্ষীছড়ি, মহালছড়ি, নেত্রকোণা জেলার বিভিন্ন উপজেলা যথাক্রমে- সদর, নেত্রকোণা, আটপাড়া, কেন্দুয়া, মদন, খালিয়াজুরী, দূর্গাপুর, কলমাকান্দা, মোহনগঞ্জ, বারহাট্টা, পূর্বধলা উপজেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান ও জনঅবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এ সাংবাদিকবৃন্দের প্রশিক্ষণ, তথ্য কমিশনে ওয়াইজেএফবি সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ, নারী সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনঅবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার সহায়িকা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আবেদনকারী ও কর্তৃপক্ষের জন্য নির্দেশিকা বিতরণ করা হয়।

৩.১৪ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়নে তথ্য কমিশনের ভূমিকা

আমাদের দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের ক্ষমাতায়নের জন্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জনগণ এ আইন সম্পর্কে পর্যাপ্ত সচেতন হয়ে ওঠেনি। পাশাপাশি যারা তথ্য প্রদান করবেন সে কর্তৃপক্ষের সচেতনতা ও প্রস্তুতিও কাঙ্খিত মাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি, যা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

প্রায় শত বছর যাবত দাপ্তরিক তথ্য গোপনের চর্চার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে তা থেকে সরকারি কর্মকর্তাগণের মধ্যে তথ্য গোপন রাখার একধরনের মানসিকতা তৈরী হয়েছে। তথ্য গোপন রাখার এ মানসিকতার পরিবর্তন এবং তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ভীতি ও সিদ্ধান্তহীনতা দূর করে তথ্য সরবরাহ ও প্রকাশের সংস্কৃতি চালু করতে সকল সরকারি দপ্তরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যথাযথ দিকনির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। এ উপলব্ধি থেকে তথ্য কমিশন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এমআরডিআই-এর সহযোগিতায় যৌথভাবে সরকারের পাঁচটি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয় ৫টির আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তথ্য অধিকার আইনকে আরো গণমূখী করার উদ্দেশ্যে এ নীতিমালাসহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রনয়নের জন্য তথ্য কমিশন নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে ঃ

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i প্রজেক্ট, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এবং তথ্য কমিশনের সমম্বয়ে ১৩-০৮-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এবং 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০' এর আলোকে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণীত হয়। প্রণীত নির্দেশিকাটি কমিশনের ১৯-০৫-২০১৪ তারিখের সভায় অনুমোদন করা হয়। কমিশনের সভায় অনুমোদিত হওয়ার পরে মন্ত্রণালয় ও সরকারী অফিসসমুহে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও তথ্য কমিশনের ওয়েব সাইটে নির্দেশিকাটি আপলোড করা হয়েছে এবং তথ্য অধিকার সহায়িকা এর শেষ পাতায় সংযুক্ত করা হয়েছে।
- তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত 'কর্তৃপক্ষের জন্য নির্দেশিকা'তে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন টেমপ্লেট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ও তথ্য কমিশন প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এমআরডিআই তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন সহায়িকা প্রস্তুত করেছে।

সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের ওয়েব-সাইট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের ওয়েব সাইটে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রদর্শিত হয়নি। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে মূল তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন সহায়িকা আপলোড করা হয়েছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের নিজস্ব তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা আপলোড করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য তথ্য কমিশন হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৩.১৫ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ওয়ার্কিং গ্রুপ ও জেলা পর্যায়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, তথ্য কমিশন এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন' শীর্ষক কর্মশালার (Workshop on Formulation of Right to Information Implementation plan) সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুশীলন ও কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপ একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয় :-

১. অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-আহ্বায়ক
২. অতিরিক্ত সচিব (পসওবা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-সদস্য
৩. অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৪. সচিব, তথ্য কমিশন	-সদস্য
৫. বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি	-সদস্য
৬. উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-সদস্য সচিব

- ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর কর্মপরিধি
  - ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ;
  - খ) নির্ধারিত অগ্রাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
  - গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমন্বয় সাধন;

ঘ) তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ (proactive disclosure) কার্যক্রমের বাস্তবায়নের জোরদারকরণের প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

- উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে এবং উপযুক্ত কাজের অগগতির প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে এবং
- উক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোন বিশেষজ্ঞ কিংবা এ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

২২ জুন, ২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পূর্বের গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের পুনর্গঠন করে নিম্নরূপ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে ঃ

১.	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	- আহ্বায়ক
২.	অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৩.	সচিব, তথ্য কমিশন	-সদস্য
৪.	যুগ্ম-সচিব (সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-সদস্য
৫.	বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি	-সদস্য
৬.	উপসচিব (প্রশাসনিক সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-সদস্য সচিব

পূর্বের কর্মপরিধিই পুনর্গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের কর্মপরিধি হিসেবে নির্ধারিত থাকে।

- তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গঠিত তথ্য অধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে সরকার প্রত্যেক জেলায় নিম্নরূপ একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে :

- কমিটির গঠন:

১.	জেলা প্রশাসক	- সভাপতি
২.	পুলিশ সুপার	- সদস্য
৩.	সিভিল সার্জন	- সদস্য
৪.	উপজেলা চেয়ারম্যান (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৫.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	- সদস্য
৬.	একজন অধ্যক্ষ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৮.	জেলা তথ্য কর্মকর্তা	- সদস্য
৯.	সভাপতি, জেলা প্রেস ক্লাব	- সদস্য
১০.	সভাপতি, জেলা বার অ্যাসোসিয়েশন	- সদস্য
১১.	সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	- সদস্য
১২.	দুইজন এনজিও প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৩.	একজন মহিলা প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৪.	সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি (সনাক অথবা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য, জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৫.	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	- সদস্য সচিব

- **কমিটির কার্যপরিধি:**

  (ক) তথ্য অধিকার আইন এবং এ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি;

  (খ) তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পদান;

  (গ) তথ্য অধিকার বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন;

  (ঘ) জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন বাস্তাবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়; এবং

  (ঙ) তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি, তদন্তের আয়োজন ও এ আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

- কমিটি প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং প্রয়োজনে বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

- **জেলা উপদেষ্টা কমিটির সাথে তথ্য কমিশনের মতবিনিময় সভা:**

এ পর্যন্ত খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, নোয়াখালী, নরসিংদী, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জামালপুর, ভোলা, লালমনিরহাট, রংপুর, সিলেট, লক্ষ্মীপুর, জামালপুর ও শেরপুর জেলায় তথ্য কমিশন কর্তৃক জেলা উপদেষ্টা কমিটির সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

২০১৬ সালে নিম্নোক্ত জেলাসমূহে জেলা উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত সভার কার্যবিবরণী তথ্য কমিশনে প্রেরণ করেছে।				
	জেলার নাম	জেলা উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত সভার তারিখ	জেলা উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত সভার সংখ্যা	মন্তব্য
০১	বান্দরবান	২৪-০১-২০১৬	০১ টি	
০২	নোয়াখালী	২০-০১-২০১৬, ২২-০২-২০১৬, ২৫-০৪-২০১৬, ২৪-০৫-২০১৬, ২৭-০৬-২০১৬, ১৬-১০-২০১৬	০৬ টি	
০৩	দিনাজপুর	২৮-০১-২০১৬, ২৮-০৩-২০১৬, ২৪-০৫-২০১৬	০৩ টি	
০৪	নওগাঁ	২৫-০১-২০১৬, ২২-০২-২০১৬, ২০-০৩-২০১৬, ২১-০৪-২০১৬, ১৯-০৫-২০১৬, ২০-০৬-২০১৬	০৬ টি	
০৫	লক্ষ্মীপুর	২৭-০১-২০১৬, ২২-০২-২০১৬, ২৮-০৩-২০১৬, ২৫-০৪-২০১৬, ২৪-০৫-২০১৬, ২৭-০৬-২০১৬, ২২-০৮-২০১৬	০৭ টি	
০৬	রংপুর	১৪-০১-২০১৬	০১ টি	
০৭	ফেনী	০৬-০১-২০১৬, ০৭-০৩-২০১৬	০২ টি	
০৮	বাগেরহাট	১১-০১-২০১৬, ০৮-০২-২০১৬, ১৪-০৩-২০১৬, ০৯-০৫-২০১৬, ১৩-০৬-২০১৬, ১৮-০৯-২০১৬, ১৬-১০-২০১৬	০৭ টি	
০৯	ময়মনসিংহ	১৪-০১-২০১৬, ১৫-০২-২০১৬, ১৬-০৫-২০১৬, ১৯-০৬-২০১৬, ১৬-০৮-২০১৬, ০৯-১০-২০১৬	০৬ টি	
১০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২২-০২-২০১৬, ২৫-০৪-২০১৬, ২৭-০৬-২০১৬, ২২-০৮-১৬	০৪ টি	
১১	নেত্রকোণা	১০-০২-২০১৬, ১০-০৮-২০১৬	০২ টি	
১২	পিরোজপুর	১৪-০২-২০১৬, ০৫-০৪-২০১৬	০২ টি	
১৩	চাঁদপুর	১৩-০১-২০১৬, ১১-০২-২০১৬, ১৩-০৬-২০১৬	০৩ টি	
১৪	যশোর	৩১-০১-২০১৬, ২৯-০২-২০১৬, ০২-০৩-২০১৬, ৩১-০৩-২০১৬, ২৮-০৪-২০১৬, ৩১-০৫-২০১৬	০৬ টি	
১৫	গোপালগঞ্জ	২২-০২-২০১৬	০১ টি	
১৬	খাগড়াছড়ি	১০-০৩-২০১৬, ১০-০৪-২০১৬, ১০-০৫-২০১৬, ১৪-০৮-২০১৬, ০৯-১০-২০১৬	০৫ টি	
১৭	নীলফামারী	২৫-০৪-২০১৬, ২৭-০৬-২০১৬	০২ টি	
১৮	লালমনিরহাট	২৫-০৪-২০১৬	০১ টি	
১৯	মেহেরপুর	০৯-০৫-২০১৬, ১১-০৭-২০১৬, ০১-০৮-২০১৬, ০৮-০৮-১৬	০৪ টি	
২০	মাগুরা	২৩-০৩-২০১৬, ২০-০৪-২০১৬, ২৫-০৫-২০১৬	০৩ টি	
২১	পটুয়াখালী	১১-০৪-২০১৬	০১ টি	
২২	হবিগঞ্জ	১৭-০৪-২০১৬	০১ টি	
২৩	সিরাজগঞ্জ	০৭-০১-২০১৬, ১৭-০২-২০১৬, ২৫-০৪-২০১৬, ২২-০৮-২০১৬, ১৬-১০-২০১৬	০৫ টি	
২৪	কুড়িগ্রাম	২৫-০৪-২০১৬, ২৭-০৬-২০১৬, ১৮-০৭-২০১৬, ২১-০৮-১৬	০৪ টি	
২৫	রাঙ্গামাটি	১০-০১-২০১৬, ১০-০২-২০১৬	০২ টি	
২৬	ভোলা	২৩-১০-২০১৬, ২৩-০৬-২০১৬	০২ টি	
২৭	পঞ্চগড়	২২-০৮-২০১৬	০১ টি	
২৮	চট্টগ্রাম	১২-০১-২০১৬	০১ টি	
২৯	ঠাকুরগাঁও	২৪-০২-২০১৬	০১ টি	

উল্লেখ্য, অন্যান্য জেলা থেকে জেলা উপদেষ্টা কমিটির সভার কার্যবিবরণী তথ্য কমিশনে পাওয়া যায়নি।

৩.১৬ তথ্য কমিশন ও বেসরকারি সংগঠনসমূহের যৌথ কর্মকাণ্ড ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ জারি ও তথ্য কমিশন গঠিত হওয়ার পর হতে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা তথ্য কমিশনকে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

ক. এমআরডিআই

এমআরডিআই কর্তৃক ২০১৬ সালে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রমোটিং সিটিজেনস একসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্পের কার্যক্রম

১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক বরিশাল বিভাগীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা

যুক্তি তর্ক ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে মৌলিক সত্যকে বের করে আনা বিতর্কের ধর্ম। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচলিত কার্যক্রমের ধারা থেকে বেরিয়ে এসে তরুণ সমাজের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আইনের বাস্তবায়নকে আরোও গতিশীল করা এবং এর সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে 'আমার তথ্য আমার অধিকার' শিরোনামে এমআরডিআই বরিশালে দুইদিনব্যাপী একটি বিভাগীয় বিতর্ক উৎসবের আয়োজন করে। বিতর্ক উৎসবে বরিশাল বিভাগের সকল জেলার ১৬টি স্কুল, ১২টি কলেজ এবং ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের দল অংশ নেয়।

জানাক (জাগ্রত নাগরিক কমিটি), বাংলাদেশ ডিবেট ফেডারেশন এবং বরিশাল ডিবেটিং সোসাইটি-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই বিতর্ক উৎসবের শেষে একটি সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ-এর প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান। বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ নজরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ-এর তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার, বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ নূরুল আলম, বরিশালের জেলা প্রশাসক ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান।

২. 'তথ্য অধিকার ক্যাম্প : ফলাফল ও সম্ভাবনা' শীর্ষক অবহিতকরণ সভা

এ প্রকল্পের আওতায় গত বছর যশোরের সিংহঝুলী ইউনিয়নে আয়োজিত হয়েছিলো দেশের প্রথম তথ্য অধিকার ক্যাম্প। তথ্য অধিকার ক্যাম্পের প্রভাব পুরো উপজেলার সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বয়ে এনেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এক্স-রে মেশিনটি সচল হয়েছে; পরিবর্তন এসেছে সেবার মানেও; স্কুলে সরকারি বই পেতে এখন কোন টাকা দিতে হয়না; দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছে কয়েকটি এলাকার মানুষ, গ্রামের দেয়ালে দেয়ালে লেখা রয়েছে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা এবং ভাতা পাওয়ার নিয়মাবলী।

এ পরিবর্তনের পিছনে কাজ করেছে ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের সরকারি- বেসরকারি অফিসে করা আবেদনগুলো।

ক্যাম্প পরবর্তী এসকল সফলতা তুলে ধরার লক্ষে এমআরডিআই চৌগাছা উপজেলা প্রশাসন এবং জাগ্রত নাগরিক কমিটি (জানাক) যৌথভাবে ১৩ এপ্রিল ২০১৬ যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে 'তথ্য অধিকার ক্যাম্প : ফলাফল ও সম্ভাবনা' শীর্ষক অবহিতকরণ সভার আয়োজন করে। সভায় এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান ক্যাম্পের ফলাফল ও অভিজ্ঞতার আলোকে নানা সুপারিশ তুলে ধরেন।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এন এম জিয়াউল আলম, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাবেক সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মো: নজরুল ইসলাম ও যশোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আসাদুল হক।

৩. দেয়াল লিখন পরিদর্শনে প্রধান তথ্য কমিশনার ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)

তথ্য ক্যাম্প থেকে করা আবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে চৌগাছা উপজেলার সিংহঝুলী ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের দেয়ালে লিখনের মাধ্যমে ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা এবং এ সকল ভাতা পাওয়ার নিয়মাবলী এবং ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট ও ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করা হয়েছে। সিংহঝুলী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব রেজাউর রহমান রেন্টু এ কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন।

দেয়াল লিখনের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের এই অভিনব উদ্যোগ পরিদর্শন করতে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মো: গোলাম রহমান এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এন এম জিয়াউল আলম ১৩ এপ্রিল ২০১৬ যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলার সিংহঝুলী ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁদের সাথে ছিলেন এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাবেক সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মো: নজরুল ইসলাম, যশোরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আসাদুল হক, চৌগাছা উপজেলা নির্বাহী অফিসার নার্গিস পারভীন, এমআরডিআই-এর খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়কারী মবিনুল ইসলাম মবিন জানাক চৌগাছা-এর সভাপতি এম মাহবুবুল আশরাফ ও সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান প্রমূখ।

৪. যশোরে 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। প্রতিবেদন তৈরীতে ব্যবহৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে এই আইনটি একটি নতুন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়েছে। বিষয়টির তাৎপর্য তুলে ধরে প্রেসক্লাব যশোর, জাগ্রত নাগরিক কমিটি (জানাক) ও এমআরডিআইয়ের উদ্যোগে ১৩ এপ্রিল ২০১৬ যশোর প্রেসক্লাবে এ বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশের প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রেসক্লাব যশোরের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুন। বিষয় ভিত্তিক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান।

৫. সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

যশোর জেলার সকল উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক দিনব্যাপী একটি ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। ওরিয়েন্টেশনে মোট ১৯জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯: মূলকথা; তথ্য 'প্রকাশ' এবং 'প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়' সংক্রান্ত বিষয়াবলি; তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের করণীয়; আবেদনের প্রেক্ষিতে করণীয় নির্ধারণ ইস্যুগুলো নিয়ে ওরিয়েন্টেশনে আলোচনা করা হয়।

ওরিয়েন্টেশনে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নেপাল চন্দ্র সরকার, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ; এন এম জিয়াউল আলম, সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ; মোঃ নজরুল ইসলাম, সাবেক সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং হাসিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই।

ড. মো: হুমায়ুন কবীর, জেলা প্রশাসক, যশোর অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী এবং সমাপনী সেশনে উপস্থিত ছিলেন।

৬. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা বিষয়ক প্রকাশনা

এমআরডিআই আয়োজিত বাংলাদেশে প্রথম তথ্য অধিকার আইন ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে এ বিষয়ক একটি গ্রন্থ এবং প্রকৃত ঘটনার উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে একটি ভিডিও চিত্র।

তথ্য অধিকার ক্যাম্পের প্রক্রিয়া, ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতা, অর্জন, চ্যালেঞ্জ, ফলাফল, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সুপারিশ ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এ প্রকাশনাটিতে।

ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের তথ্যের আবেদন, আপীল ও অভিযোগের পুরো প্রক্রিয়া এবং আবেদন পরবর্তী ইতিবাচক পরিবর্তন এবং সফলতার দিক তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে।

৭. আরটিআই হেল্প ডেস্ক

এমআরডিআই ফোন যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্যের আবেদনকারীকে সহায়তার জন্য একটি নির্ধারিত ফোন নম্বর (০১৭২৭-৫৪৯৬৮৬) চালু রেখেছে। এই ফোন নম্বরে যোগাযোগকারীকে তথ্যের আবেদন, আপিল ও অভিযোগ প্রক্রিয়াসহ এই সংক্রান্ত অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হয়। আবেদনের কর্তৃপক্ষ ও ইউনিট নির্ধারণ, ফরম সরবরাহ, ফরম পূরণ, প্রশ্ন নির্ধারণ, ফরম পূরণ করে ইমেইলে প্রেরণ, আবেদন জমাদানের পদ্ধতি ও তৎপরবর্তী করণীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান, আপিল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ, আপিল ফরম পূরণ, অভিযোগ প্রক্রিয়া, অভিযোগ ফরম পূরণ, অভিযোগের শুনানিতে অংশগ্রহণবিষয়ক পরামর্শ, অভিযোগ পরবর্তী তথ্য প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে করণীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদানসহ এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহায়তা এই হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

২০১৬ সালে এমআরডিআই আরটিআই হেল্প ডেস্ক থেকে মোট ১৬টি সহায়তা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রদানে সহায়তা এবং ৪টি আপিল আবেদনে সহায়তা প্রদান করা হয়।

৮. তথ্য আবেদন, আপিল ও অভিযোগ দাখিলে সরাসরি সহযোগিতা প্রদান :

প্রকল্পের কর্ম-এলাকা যশোর এবং বরিশালে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে ২০১৬ সালে মোট ১২২টি তথ্য আবেদন করা হয়।

৯. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সহযোগী সংস্থাসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে দক্ষ করে তুলতে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের উদ্যোগের অংশ হিসাবে এমআরডিআই এবং অলোক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন যৌথভাবে ২টি ব্যাচে দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থাসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অংশ নেন।

প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আন্দোলন- উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ; তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর মূলকথা; তথ্য প্রাপ্তির ব্যতিক্রমসমূহ (ধারা ৭); সেবা তথ্য ও তথ্য প্রকাশের গুরুত্ব; তথ্যের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া ও তথ্য প্রাপ্তি/প্রদান/অপারগতা প্রকাশ; আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এ সকল প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার, এমআরডিআই-এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার হামিদুল ইসলাম হিল্লোল।

১০. আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদ্‌যাপন

প্রতিবারের মতো ২০১৬-এর ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে তথ্য জানার অধিকার দিবস পালিত হয়। স্থানীয় প্রশাসনকে সাথে নিয়ে জাগ্রত নাগরিক কমিটি (জানাক) যশোর এবং বরিশাল প্রকল্প এলাকায় দুই জেলা এবং ৯টি উপজেলায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করে।

নিচে বরিশাল ও যশোর জেলা এবং এই দুই জেলার ৯টি উপজেলায় আয়োজিত কর্মসূচির তথ্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হলা :

যশোর সদর উপজেলা

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ও জেলা তথ্য অফিসের সহযোগিতায় জেলা প্রশাসন; এমআরডিআই ও জাগ্রত নাগরিক কমিটি (জানাক), যশোর সদর সম্মিলিতভাবে যশোর সদর উপজেলার আরবপুর ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে এক নাগরিক সমাবেশের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে চার শতাধিক নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আগতদের মাঝে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক পুস্তিকা এবং লিফলেট বিতরণ করা হয়

চৌগাছা উপজেলা

যশোরের চৌগাছায় আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ মিলনয়াতনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা শেষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি চৌগাছা বাজার প্রদক্ষিন করে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় উপজেলা প্রশাসন চৌগাছা, এমআরডিআই এবং জাগ্রত নাগরিক নাগরিক কমিটি এ সমাবেশের আয়োজন করে।

ঝিকরগাছা উপজেলা

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ঝিকরগাছা উপজেলা প্রশাসন, এমআরডিআই ও জাগ্রত নাগরিক কমিটি (জানাক)’র উদ্যোগে আর্ন্তজাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

কেশবপুর উপজেলা

আর্ন্তজাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৬ উপলক্ষে কেশবপুরে র‍্যালি ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

মণিরামপুর উপজেলা

মণিরামপুরে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা প্রশাসন মণিরামপুর এর সাথে সম্মিলিতভাবে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

বাঘারপাড়া উপজেলা

উপজেলা প্রশাসন বাঘারপাড়া, এমআরডিআই ও জাগ্রত নাগরিক কমিটি (জানাক) এর উদ্যাগে বাঘারপাড়া উপজেলায় র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের পরে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়।

বরিশাল জেলা:

বরিশালে বরিশাল জেলা প্রশাসন, জাগ্রত নাগরিক কমিটি (জানাক) বরিশাল সদর শাখা, এমআরডিআই, সনাক ও টিআইবির সম্মিলিত আয়োজনে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৬ পালিত হয়। এ উপলক্ষে আলোচনা সভা এবং একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, স্কাউট্স সদস্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ অংশগ্রহন করে।

আলোচনা সভায় তথ্য অধিকার বিষয়ক ভিডিও চিত্র প্রদর্শনী এবং তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। আলোচনা সভা শেষে একটি র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি বরিশাল শহরের প্রধান প্রধান সড়কসমূহ প্রদক্ষিণ করে।

গৌরনদী উপজেলাঃ

"তথ্য পেলে মুক্তি মেলে, সোনার বাংলার স্বপ্ন ফলে" শ্লোগানকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলায় র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উপজেলা প্রশাসন, জানাক, এমআরডিআই ও এইড সম্মিলিতভাবে এই কর্মসূচির আয়োজন করে।

বানারিপাড়া উপজেলাঃ

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বানারিপাড়া উপজেলা প্রশাসন, জানাক-উজিরপুর ও এমআরডিআই সম্মিলিতভাবে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। র‍্যালি চলাকালীন সময়ে জানাক সদস্যবৃন্দ লিফলেট বিতরণ করেন।

বাবুগঞ্জ উপজেলাঃ

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে বাবুগঞ্জ উপজেলায় র‍্যালি, লিফলেট বিতরণ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা প্রশাসন, জানাক-বাবুগঞ্জ ও এমআরডিআই সম্মিলিতভাবে এই কর্মসূচির আয়োজন করে।

উজিরপুর উপজেলাঃ

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে উজিরপুর উপজেলা প্রশাসন, জানাক-উজিরপুর ও এমআরডিআই সম্মিলিতভাবে র‍্যালি ও আলোচনাসভার আয়োজন করে। র‍্যালি চলাকালীন সময়ে জানাক সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণকারী ও অন্যান্যদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করেন।

জনঅবহিতকরণ কর্মসূচীঃ

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারা বছর জুড়ে যশোর ও বরিশালের ১২টি উপজেলায় নানা ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচী পালন করা হয়। এর মধ্যে ছিলো আলোচনা সভা, ভিডিও চিত্র প্রদর্শন, চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন, কৃষক সমাবেশ ও লোক সংগীতের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি।

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় আরটিআই অ্যাওয়ারনেস রেইজিং অ্যান্ড ট্রেনিং সাপোর্ট নামক প্রকল্পের কার্যক্রম

১১. স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা:

স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ পূরণ করে নাগরিকের তথ্যের চাহিদা এবং নিশ্চিত করে কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা। কর্তৃপক্ষকে স্ব-প্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশে উৎসাহিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন, প্রবিধানমালা, দেশের অন্যান্য আইন এবং সচিবালয় নির্দেশমালাতেও রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা।

স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের গুরুত্ব তুলে ধরে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও কার্যালয়সমূহের তথ্য অধিকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং জাতীয় শুদ্ধাচারের ফোকাল পয়েন্টদের জন্য ২৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। তথ্য কমিশন বাংলাদেশ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এমআরডিআই সম্মিলিতভাবে এই কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মোহাম্মদ শফিউল আলম, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এন এম জিয়াউল আলম এবং তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর সচিব সদর উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালার সেশনসমূহে সভাপতিত্ব করেন তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এর প্রধান তথ্য কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত) নেপাল চন্দ্র সরকার।

কর্মশালায় স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা এবং স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের কৌশল বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

১২. দুটি মন্ত্রণালয়ের স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন

স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন পাইলটিং কার্যক্রমের অংশ হিসাবে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এমআরডিআই মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে।

এ লক্ষ্যে এমআরডিআই মন্ত্রণালয় দুটির সচিব এবং মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রশাসনিক প্রধান, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং শুদ্ধাচার কৌশলের ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে দুটি কর্মশালার আয়োজন করে। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় দুটি স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্য একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট দুটি কমিটি গঠন করে। নির্দেশিকাটি প্রণয়নের প্রতিটি ধাপে এমআরডিআই এই কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে।

নির্দেশিকার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন হওয়ার পর মন্ত্রণালয় দুটি খসড়াটি নিরীক্ষণ ও এর উপর মতামত প্রদানের জন্য তথ্য কমিশনের প্রেরণ করে। তথ্য কমিশনের মতামত অনুসারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পর তা অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে প্রেরণ করা হয়। সচিবের অনুমোদনের মাধ্যমে স্ব-প্রণোদিত তথ্য পকাশ নির্দেশিকা জারি হয়।

১৩. তথ্য কমিশনের যোগাযোগ কৌশল তৈরি

তথ্য অধিকার আইন পাশের পর আইনটির সঠিক বাস্তবায়ন এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গঠিত হয় তথ্য কমিশন বাংলাদেশ। আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে তথ্য কমিশন তাঁর সূচনালগ্ন থেকেই নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছে। তথ্য কমিশনের কাজে সহযোগিতার জন্য কমিশনের অনুমতিক্রমে এমআরডিআই এ প্রকল্পের আওতায় একটি সার্বিক যোগাযোগ কৌশল তৈরী করে। তথ্য কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সকল প্রকার যোগাযোগ ও তথ্যের আদান-প্রদানের জন্য সুস্পষ্ট কৌশল নির্ধারণের প্রয়াসে এটি তৈরী করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক এমআরডিআই-এর প্রকাশনাসমূহ

নিউজলেটার 'তথ্য প্রকাশ'

তথ্য অধিকার আইনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আলোচনার ক্ষেত্র তৈরির লক্ষ্যে ২০১৪ সাল থেকে এমআরডিআই 'তথ্য প্রকাশ' নামে একটি বুলেটিন প্রকাশ করছে।

এ বছর তথ্য প্রকাশের দুইটি ইস্যু প্রকাশিত হয়। এসকল ইস্যুতে বিষয় বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সুচিন্তিত মতামত এবং অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রদানের মাধ্যমে এ আইনের ইতিবাচক দিক এবং চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেছেন।

সূত্রঃ 'এমআরডিআই' কর্তৃক পদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

খ. ডিনেট

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সফল বাস্তবায়নে ডিনেটের ভূমিকা:

ডিনেট বর্তমানে ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় নিবিড়ভাবে কাজ করছে। ৭টি উপজেলায় ৭০ জনের অধিক তথ্যকল্যাণী দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রাম পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর যথাযথ প্রয়োগকে আরো সহায়ক করতে, 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' এর আর্থিক সহায়তায় এবং 'তথ্য কমিশন' এর সার্বিক সহযোগিতায় ডিনেট নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে:

ক. 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বিষয়ে শিখন ভিডিও ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যকল্যাণীরা মাঠ পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে । 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' বাস্তবায়নে সাতটি উপজেলায় স্থানীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে (তথ্যকল্যাণীসহ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে এবং গত জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬, তথ্যকল্যাণীর মাধ্যমে ডিনেট ১১,২১৭ জন মানুষের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করেছে।

ক্রমিক নং	স্থান	উপকারভূগীর সংখ্যা		মোট
		পুরুষ	নারী	
১	গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা	৬০	৪০৯	৪৬৯
২	সাঘাটা, গাইবান্ধা	১১২	৫৬৬	৬৭৮
৩	সারিয়াকানিদ, বগুড়া	২২৯	১৬২৩	১৮৫২
৪	কুলাউড়া, মৌলভীবাজার	৪৩৫	১৮২০	২২৫৫
৫	পূর্বধলা, নেত্রকোণা	২০৯	৬২০	৮২৯
৬	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	২১৫	৮৩৬	১০৫১
৭	মনিরামপুর, যশোর	৫০৫	২১৩৯	২৬৪৪
৮	সিংড়া, নাটোর	২২৯	১২১০	১৪৩৯
মোট		১৯৯৪	৯২২৩	১১২১৭

খ. স্থানীয় পর্যায়ের জনগণকে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরে তথ্য জানার জন্য আবেদন করতে সহযোগিতা করে থাকে তথ্যকল্যাণীরা।

সূত্রঃ 'ডিনেট' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

গ. ব্র্যাক

ব্র্যাক বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সরকারের সহযোগী শক্তি হিসেবে শুরু থেকেই তথ্য অধিকার ফোরামের একজন সদস্য হিসেবে সক্রিয় এবং দীর্ঘদিন ধরেই ব্র্যাক তথ্য অধিকার আইনের সমর্থক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

ব্র্যাক তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদানসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, এনজিও, অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমের (প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক) সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আরো কার্যকর ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য একটি সতন্ত্র ইউনিট গঠন করে যা Partnership Strengthening Unit (PSU) নামে পরিচিত। ২০১১ সাল থেকে দেশের ৬৪টি জেলায় এই ইউনিটের অধীন কর্মরত District BRAC Representative (DBR)-গণ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাছাড়া ব্র্যাক ৪৯০টি উপজেলায় তথ্য অধিকার আইন অনুসারে উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছে। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপজেলা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর উপর নিয়মিত ওরিয়েন্টেশন প্রদান করছেন। এছাড়া ব্র্যাক প্রধান কার্যালয় আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন/প্রশিক্ষণ কোর্সে তথ্য কমিশনের প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. গোলাম রহমানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তথ্য অধিকার আইনের উপর ব্র্যাকের ৬৪ জেলায় নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, পার্টনারশিপ স্ট্রেনদেনিং ইউনিটের ঊর্ধ্বতন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করছেন এবং ব্র্যাকের পক্ষে জনাব কাজী আবু মোহাম্মাদ মোর্শেদ, পরিচালক, অ্যাডভোকেসি ফর সোশ্যাল চেঞ্জ অ্যান্ড আইসিটি সকল জেলা ও প্রধান কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ব্র্যাক ২০১৬ সালে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদনের প্রেক্ষিতে ১ জন ব্যক্তির কাছে তথ্য সরবরাহ করেছে। ব্র্যাক তার নিজস্ব ওয়েবসাইটে স্ব-প্রণোদিতভাবে সার্বক্ষণিক হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপন করছে।

ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি (সিইপি) তৃণমূল জনগণের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতা ও এর ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের ক্ষমতায়ন ও স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে "Creating Awareness on RTI Law for Community Empowerment" (CARE) প্রকল্পটি ২০১৫ সালে সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে গণনাটক ও কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে তথ্য অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সূত্রঃ 'ব্র্যাক' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

ঘ. টিআইবি

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

তথ্য কমিশনের আয়োজনে অংশগ্রহণঃ ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও ওসমানী মিলনায়তনে আলোচনা সভায় টিআইবি অংশগ্রহণ করেছে।

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ও স্টাডি সার্কেলঃ টিআইবি'র উদ্যোগে তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬ জন তরুণকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত ইয়েস গ্রুপসমূহ বিষয়ে তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে তথ্য অধিকার

আইন বিষয়ক কর্মশালা, সেমিনার ও স্টাডি সার্কেলের আয়োজন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- ইয়েস গ্রুপ- রোকেয়া হল, ইয়েস গ্রুপ- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইয়েস গ্রুপ- ইনস্টিটিউট অব সোশাল ওয়েলফেয়ার, ইয়েস গ্রুপ- শের-ই- বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইয়েস গ্রুপ- স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় তিন শতাধিক তরুণকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান এবং আইন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

এছাড়া সনাক এর ভূমি উপ-কমিটির কনভেনার ও টিআইবি'র সনাক পর্যায়ের বেশ কিছু কর্মীদের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ: বিভিন্ন সনাক অঞ্চলে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টিআইবি, সনাক ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ ধরনের কর্মশালায় মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আইনগত পটভূমি, তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি, তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাদের করণীয়, তথ্য প্রদান, আপীল ও অভিযোগ দায়েরের বিভিন্ন ধাপ সহ তথ্য কমিশনের কাঠামো, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংক্রান্ত বিস্তারিত ধারনা প্রদান করা হয়।

স্থানীয় সাংবাদিকদের তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে ধারণা প্রদান: টিআইবি এ বছর প্রায় ৭০ জন স্থানীয় সাংবাদিককে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম ফলক স্থাপন: টিআইবি ও সনাকের উদ্যোগে বিভিন্ন সনাক অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সিভিল সার্জন অফিস, উপজেলা শিক্ষা অফিস) দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাদের নাম ফলক স্থাপন করা হয়।

তথ্য মেলা: আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৩৮টি সনাক (সচেতন নাগরিক কমিটি) অঞ্চলে জেলা প্রশাসন ও তথ্য কমিশনের সহযোগিতায় দুই/তিন দিন ব্যাপী তথ্য মেলার আয়োজন করা হয়। মেলা সমূহে সরকারী ও বেসরকারী সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান স্টল স্থাপন করে তাদের সেবা সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারণকে অবহিত করে।

তথ্য মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন সনাক এলাকায় তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সম্পর্কিত টিভিসি এবং ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" নিয়ে রচিত কবিগান, বাউলগান, পটগান ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়।

আলোচনা সভা: আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৬ উপলক্ষে ৪৫টি সনাক অঞ্চলে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, তথ্য কর্মী ও সুশিল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ বিতরণ কার্যক্রম: ৪৫টি সনাক অঞ্চলে ইয়েস সদস্যদের সহযোগীতায় তথ্য অধিকার আইন, আইনের প্রায়োগিক দিক এবং বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা করা হয়। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে মোট ৭টি এআইডেস্ক পরিচালনার মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার মানুষকে তথ্য সরবরাহ করা হয়।

দিবস উপলক্ষে শিক্ষা ও যোগাযোগ উপকরণ প্রকাশ: টিআইবি ও এর ৪৫টি সনাক (সচেতন নাগরিক কমিটি) এলাকাসমূহে বিতরণের জন্য 'তথ্যই শক্তি: 'জানবো জানাবো, দুর্নীতি রুখবো' শ্লোগান নিয়ে এক ধারনাপত্রসহ ৫০ হাজার 'তথ্যই শক্তি' লিফলেট, তৈরী ও বিতরণ করা হয়েছে। সেইসাথে 'তথ্যই শক্তি: জানবো জানাবো' শ্লোগান নিয়ে ৫ হাজার পোস্টার এবং ৫০ হাজার স্টিকার তৈরি ও বিতরণ করা হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য অধিকার বিষয়ক ক্যাম্পেইন: টিআইবি'র সদস্যগণ তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক এক দিনব্যাপী কর্মসূচি পালন করে। এতে আলোচনা অনুষ্ঠানসহ গেইম শো, কার্টুন প্রদর্শনী ও শগথগ্রহণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ আয়োজনে স্কুল ও কলেজের প্রায় ৬ শতাধিক শিক্ষার্থীর পাশাপাশি শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত ইয়েস গ্রুপসমূহ র‍্যালি, স্টিকার ক্যাম্পেইন, কার্টুন প্রদর্শনী, স্টল স্থাপনসহ নানা প্রচারনার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে তথ্য অধিকার আইন ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছে।

গণনাটক: সনাক এলাকায় তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য প্রাপ্তির অধিকার বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে নাটকের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

সূত্র ঃ 'টিআইবি' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

ঙ. নিজেরা করি

কার্যক্রমের বিবরণ:

নিজেরা করি ১৯৮০ সাল থেকে গ্রামীণ দরিদ্র নারী ও পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অধিকার সংক্রান্ত তথ্য গুলি জানা, বিশ্লেষণ করা, প্রচার করা, জনমত সৃষ্টি, আবেদন, তথ্য প্রাপ্তি, তথ্য প্রয়োগ এবং অধিকার আদায়ের নিমিত্তে তথ্য অধিকার আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে এ আইন সর্বত্র ব্যবহার করে কাজ পরিচালনা করছে। ২০১৬ কর্মবছরে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

তথ্য প্রতিনিধি:

নিজেরা করির কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে ২জন সহ কর্মরত প্রতিটি উপজেলায় ১ জন করে মোট ২৯ জন (নারী: ১১, পু: ১৮) এবং জেলা পর্যায়ে মোট ১৫জন (না: ৫ জন, পু: ১০ জন) সর্বমোট ৪৪ জন (না: ১৬ জন, পু: ২৮জন) দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট রয়েছে। এই প্রতিনিধিগণ সংস্থার তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া দলীয় সদস্য/সদস্যাগণ তথ্য চেয়ে আবেদন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপকেন্দ্রের তথ্য প্রতিনিধি এবং উপকেন্দ্রের কর্মীগণ সার্বিক সহায়তা ও ফলোআপ করে থাকেন।

কর্মপরিধি:

নিজেরা করি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের ৩১টি উপকেন্দ্র, ১৪টি জেলা, ৩১টি উপজেলা, ১৪৭টি ইউনিয়নের মোট- ১১৬৮টি গ্রামে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কর্মএলাকার প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন অনুযায়ী আরটিআই ব্যবহার করে কাজ পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

ভূমিহীন সদস্যদের সচেতনতামূলক কর্মসূচী:

নিজেরা করি মাঠ পর্যায়ে সংগঠিত সদস্যদের নিয়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত করে থাকে। ২০১৬ কর্মবছরে- সদস্য পর্যায়ে ১টি, অংশগ্রহণকারী: নারী-৭+ পুরুষ-৭= মোট ১৪ জন। কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়- সদস্য পর্যায়ে ১৬টি, অংশগ্রহণকারী: নারী-২২১+ পুরুষ-১৪৯= মোট ৩৭০ জন।

তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ- কর্মশালা ছাড়াও বাস্তবায়িত সংগঠনের সম্মেলন, কমিটি সভা, বিশেষ দিবস পালন, প্রতিনিধি সভা, সমিতির সাপ্তাহিক সভায় আরটিআই যুক্ত করে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ সকল কর্মসূচীর কারণে সমিতির সদস্যদের চেতনা বেড়েছে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করে তথ্য প্রাপ্ত হয়ে তথ্য প্রয়োগ করার মাধ্যমে অনিয়ম চিহ্নিত এবং প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে। সেই সঙ্গে সঠিক নীতি প্রয়োগসহ অধিকার আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে।

কর্মী পর্যায়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচী:

নিজেরা করির কর্মএলাকায় ১৪টি অঞ্চলের মাসিক কর্মী সভায় ১৪টি কর্মশালা ও উপকেন্দ্র সমূহে ৩১টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী ছিল- নারী-১০০ জন, পুরুষ-১২৬ জন মোট ২২৬ জন। উল্লেখিত কর্মসূচীর ফলে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে নিজেরা সমৃদ্ধ হয়েছে জনমত সৃষ্টিসহ জনগণকে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতন করা সম্ভব হচ্ছে এবং মাঠের কাজে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করা সহজতর হচ্ছে।

তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে ভূমিহীন সদস্যদের আবেদন এবং তার ফলাফল:

২০০৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য অধিকার আইন পাশ করার পর জনগণের অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া পরে। নিজেরা করির সহায়তায় ভূমিহীন সংগঠন এই আইনের ইতিবাচক দিকগুলি নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। প্রথমত আইন বিষয়ে নিজেরা পরিস্কার ধারণা অর্জনের পর গ্রাম পর্যায়ে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আইন প্রচারের

কাজ শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ কর্মবছরে ভূমিহীন সংগঠন যে সকল ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে এর মধ্যে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো-

- ২০১৬ সালে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রয়োগ এর মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলায় সাঘাটা ইউনিয়নের কচুয়া হাট গ্রামে অবস্থিত কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং নিয়ম বহিঃভূর্ত অর্থ আদায় প্রতিরোধ করতে ভূমিহীন সংগঠন সক্ষম হয়। বর্তমানে ক্লিনিকের কার্যক্রম সঠিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে এবং এলাকাবাসী সরকারী সেবা-খাতের অধিকার পাচ্ছে।
- ২০১৫ সালে খুলনার পাইকগাছা, ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসএসসি পরিক্ষার ফরম ফিলাপ করার সময় বোর্ডের নির্ধারিত ফিসের বদলে অতিরিক্ত ফিস আদায় করলে আরটিআই ব্যবহার করে গৃহিত অতিরিক্ত অর্থ সংগঠন ফেরত দিতে বাধ্য করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে ভূমিহীন সংগঠন স্কুল সমূহে পর্যবেক্ষন চালায় এবং নির্ধারিত ফিস দিয়ে ফরম ফিলাপ করার জন্য জনমত সৃষ্টি করে, ফলে উল্লেখিত স্থানের স্কুলে কোন অতিরিক্ত অর্থ আদায় না করে নির্ধারিত ফিস নিয়ে ফরম ফিলাপ করার কাজ সম্পন্ন করেছে।
- টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী উপজেলায় প্রাইমারী স্কুলের বার্ষিক বরাদ্দ ব্যবহারে এর অনিয়ম চিহ্নিত করে আরটিআই ব্যবহার করে ৬৫,০০০/- ফেরত নিয়ে স্কুলের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করতে সংগঠন বাধ্য করে।
- সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় ইউনিয়ন পরিষদে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত ১% এর টাকা খরচের অনিয়ম চিহ্নিত করে আরটিআই এর মাধ্যমে তথ্য পেয়ে নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার করতে সংগঠন বাধ্য করেছে।
- ২০১৬ সালে আরটিআই এর ধারণা প্রয়োগ করে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় সরকারি বরাদ্দকৃত খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীর (১০টাকা কেজি চালের) অনিয়ম চিহ্নিত করে নিয়মবহির্ভূতভাবে বিতরণকৃত কার্ড বাতিল করে সঠিক ব্যক্তিদের মধ্যে কার্ড বিতরণ করতে সংগঠন বাধ্য করে।
- ২০১৬ সালে খাসজমি জলাশয় বন্দোবস্ত বিষয়ে আরটিআই এর মাধ্যমে আবেদন করে তথ্য প্রাপ্ত হয়ে খুলনার পাইকগাছা উপজেলায় ৩ জন বন্দোবস্ত পাবার জন্য নির্বাচিত, ২জন নতুন তালিকা ভুক্ত হয়েছে এবং সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় ভূমি পেয়েছে ১৯জন।

নিজেরা করির মাঠ পর্যায়ে এ ধরনের আরো অনেক অর্জন সম্ভব হয়েছে।

২০১৬ সালে নিজেরা করির সংগঠিত সদস্য তথ্য অধিকার বিষয়ে আবেদন, আপীল এবং অভিযোগ যা করেছে তা নিম্নরূপ।

কার্যক্রমের পরিসংখ্যান:

সাল	তথ্য প্রাপ্তির আবেদনকারী		মোট আবেদনের সংখ্যা	আবেদনে তথ্য প্রাপ্তি	আপিল	অভিযোগ	সদস্য নয় কিন্তু সদস্যদের কাজের ফলে উৎসাহিত হয়ে আবেদন করেছে যারা
	নারী	পুরুষ					
২০১৬	৩৮	৪২	৮০	৭২ প্রক্রিয়াধীন আছে-৬	২ আপিলে তথ্য পায়নি	২ অভিযোগের পর তথ্য পেয়েছে	শুভাকাঙ্খী ৭জন পুরুষ বিষয় ইউপি তহবিলে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত ১% অর্থের পরিমাণ, খরচের খাত ও পরিমাণ ৪টি। এলজিএসপি এর কাজে মোট বরাদ্দ, ব্যয়ের খাত ও খরচের পরিমাণ-১টি। উপবৃত্তি প্রাপ্তদের নামের তালিকা-১টি। কৃষি খাসজমি বিষয়ে-১টি আবেদনে তথ্য পেয়েছে।
মোট	৩৮	৪২	৮০	৭২	২	২	৭

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়:

- বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তির নিয়মাবলী ও নামের তালিকা আবেদন- ২টি- তথ্য প্রাপ্তি-২টি।
- বাল্য বিয়ে বন্ধে সরকারি পদক্ষেপের পর ফলাফল কি- আবেদন- ১টি, তথ্য পেয়েছে- ১টি।

- নির্যাতিত নারীদের জন্য সরকারি অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পদ্ধতি ও পদক্ষেপ-আবেদন ১টি, তথ্য পেয়েছে- ১টি।
- দলিতদের সরকারি ভাতা প্রদান পদ্ধতি- আবেদন ১টি, তথ্য পেয়েছে- ১টি।
- জন্ম নিবন্ধনের নিয়মাবলী আবেদন ১টি, তথ্য পেয়েছে- ১টি।
- মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের সেবাপ্রাপ্তির নিয়ম আবেদন ১টি, তথ্য পেয়েছে- ১টি।
- ইউপি এর তহবিলে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত ১% অর্থের পরিমাণ, খরচের খাত ও পরিমাণ আবেদন- ৬ টি, আবেদনে তথ্য পেয়েছে- ৪টি, আপীলে তথ্য পায়নি, অভিযোগ করার পর পেয়েছে ২টি।
- প্রাইমারী স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি গঠনের নীতিমালা আবেদন- ২টি, তথ্য পেয়েছে- ২টি।।
- কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনা ঔষধ বিতরণের নিয়ম, ডাক্তারদের দায়িত্ব পালন পদ্ধতি এবং কমিটির তালিকা বিষয়ে আবেদন -৫টি, তথ্য পেয়েছে-৫টি।।
- কর্মসৃজন কর্মসূচীর সুবিধা প্রাপ্তদের নামের তালিকা আবেদন-১টি তথ্য পেয়েছে- ১টি।
- সরকারি হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স পাওয়ার পদ্ধতি আবেদন- ১টি তথ্য পেয়েছে- ১টি।
- ভিজিএফ কার্ডপ্রাপ্তদের নামের তালিকা আবেদন-২টি, তথ্য পেয়েছে- ২টি।
- খাসজমি, জলাশয় এর পরিমাণ এবং বিতরণের তালিকা-১১টি, তথ্য পেয়েছে-১০টি, প্রক্রিয়াধিন রয়েছে-১টি।
- এফসিডিআই প্রকল্পের তালিকা ও অডিট রিপোর্ট আবেদন-৪টি, তথ্য পেয়েছে-৪টি।
- ভিজিডি কার্ড প্রাপ্তদের নামের তালিকা আবেদন- ৭টি, তথ্য পেয়েছে ৭টি।।
- কৃষি নীতি ও কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত আবেদন-১টি, তথ্য পেয়েছে-১টি।
- মৎসজীবীর নামের তালিকা ও অডিট রিপোর্ট আবেদন-৩টি, তথ্য পেয়েছে-৩টি।
- উপবৃত্তির নিয়মাবলী আবেদন-৯টি, তথ্য পেয়েছে-৯টি।
- মাতৃত্বকালীন ভাতা বিষয়ে আবেদন-১১টি, তথ্য প্রাপ্তি-৬টি, প্রক্রিয়াধীন-৫টি।
- প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা আবেদন-৩টি, তথ্য পেয়েছে- ৩টি।।
- ইউএসসি এর নামের তালিকা বিষয়ে আবেদন-২টি, তথ্য পেয়েছে- ২টি।
- প্রাইমারী স্কুলের জন্য বার্ষিক সরকারী বরাদ্দের পরিমাণ আবেদন-১টি, তথ্য প্রাপ্তি-১টি।
- খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী আবেদন-৪টি, তথ্য প্রাপ্তি ৪টি।।

তথ্য অধিকার দিবস পালনঃ

২০১৬ সালে নিজেরা করি, ভুমিহীন সংগঠন, শুভাকাঙ্খী সম্মিলিতভাবে এবং নিজ উদ্যোগে কর্মএলাকার ৩১টি উপকেন্দ্রে তথ্য অধিকার দিবস পালন করেছে। কর্মসূচী হিসেবে ছিল র‌্যালি, আলোচনা, সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কর্মসূচীতে উপস্থিতির সংখ্যা নারী-৯৫০০, পুরুষ- ১২০০০ মোট ২১,৫০০ জন। এক্ষেত্রে ভূমিহীন সমিতির সদস্য ছাড়াও শুভাকাঙ্খী মহলের ৭১ জন (নারী-২০, পু: ৫১) দিবস পালনে যুক্ত ছিলেন। সেইসাথে জাতীয়ভাবে তথ্য কমিশনের সঙ্গে যৌথভাবে ঢাকায় দিবসটি পালনে কেন্দ্রিয় কার্যালয় থেকে অংশগ্রহণ করা হয়েছে। উপস্থিত ছিল নারী- ৪জন, পুরুষ- ৬জন, মোট- ১০ জন।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রমঃ

গ্রামের হাট-বাজার, জন সমাগম স্থান ও বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত স্থানে ভূমিহীন সাংস্কৃতিক দল তথ্য অধিকার আইন, আইনের ব্যবহার ও পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক কর্মসূচী করেছে, এর মধ্যে অন্যতম হলো-গণদরখাস্ত-১০টি, র‌্যালী-১৫০টি, নাটক-২১৩টি, গণসঙ্গীতের আসর-১৮০টি, সাংস্কৃতিক পদযাত্রা-৬টি। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতন করনে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। পদযাত্রা অনুষ্ঠানে সংগঠনের সদস্য ছাড়াও শিশু-কিশোর, যুবক এবং বিভিন্ন শুভাকাঙ্খী ও অসংগঠিত মানুষ যুক্ত হয়ে কর্মসূচী সম্পন্ন করেছে।

সূত্রঃ নিজেরা করি কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত

চ. ডেমোক্রেসি ওয়াচঃ

ডেমোক্রেসি ওয়াচ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণঃ

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ

কার্যক্রমের নাম	বিবরন	কার্যক্রমের ছবি
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর সিটিজেন গ্রুপের কোয়ার্টালি মিটিং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়ন পর্যায় গঠিত সিটিজেন গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে কোয়ার্টালি মিটিং ১২ টি গ্রুপের সাথে ৪৪টি মিটিং করা হয়	
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর কমিউনিটি গ্রুপের মিটিং	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের জন্য ওয়ার্ড পর্যায় গঠিত কমিউনিটি গ্রুপের সদস্যদের নিয়ে কোয়ার্টালি মিটিং ১০৮ টি গ্রুপের সাথে ২৬৩টি মিটিং করা হয়	
তথ্য অধিকার আইনের উপর পোষ্টার তৈরী করা	প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের জন্য দুই ধরনের ১২০০০ হাজার পোস্টার ছাপানো ও বিলি করা হয়েছে যা তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের পথকে আরো সুগম করেছে।	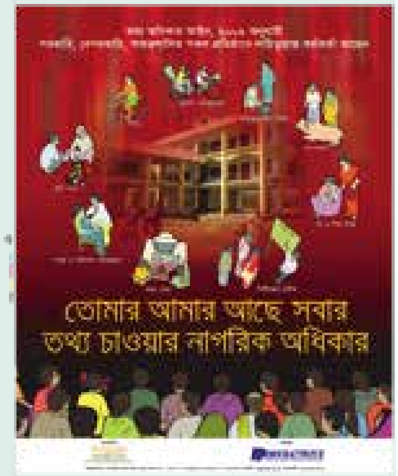

কার্যক্রমের নাম	বিবরন	কার্যক্রমের ছবি
ইউনিয়ন পরিষদের সিটিজেন নির্বাচিত প্রতিণিধিদের তথ্য অধিকার আইনের উপর ১ দিনের রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ	ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর উপর ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, নির্বাচিত সদস্য পুরুষ, নির্বাচিত সদস্য নারী, সচিব ও তথ্য সেবা কেন্দ্রের উদোক্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। ২৪০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়	
''তথ্যই শক্তি'' ডকু-ড্রমা ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রর্দশন ,	ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড পর্যায়ে তথ্যই শক্তি নামক ডকু-ড্রমা প্রর্দশন করা হয় যেখানে ইউনিয়নের সাধারন জনগণ তথ্য সংগ্রহ কিভাবে করবে কোথয় গেলে তথ্য পাবে, সহজে তথ্য পাওয়ার সুবিধা ইত্যাদি বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়।	
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর ইস্যুভিত্তিক জেলা পর্যায়ে গোল টেবিল মিটিং	নীলফামারী ও টাঙ্গাইল সদর উপজেলা অডিটরিয়ামে ২ টি গোল টেবিল মিটিং এর আয়োজন করা হয়। উক্ত মিটিং এ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।	

কার্যক্রমের নাম	বিবরন	কার্যক্রমের ছবি
তথ্যের অবমুক্ত করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করা	ইউনিয়ন পরিষদের তথ্যের অবমুক্ত করার জন্য নীলফামারী ও দিনাজপুর সদর উপজেলার মোট ১২ টি ইউনিয়নে সিটিজেন চার্টার প্রকাশ করা হয়। যেখানে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম প্রকাশ করা হয় যাতে করে তথ্য গ্রহণকারীরা সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।	
ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েবপোর্টালে তথ্য আপলোড বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েবপোর্টলকে জনগণের সামনে উপস্থাপন করার জন্য এ ওয়েবপোর্টালে তথ্য আপলোড করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একটি ওয়েবসাইট রয়েছে। সেখানে সকল কার্যক্রমের তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য উদোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে উদোক্তারা তথ্য আপলোড করছে তার ফলোআপ করা হচ্ছে।	
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অন্যান্য সমমনা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক		
তথ্যের জন্য আবেদন করা	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের তথ্য চাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য কর্মএলাকায় সিটিজেন গ্রুপের সদস্যদের মাধ্যমে তথ্যের জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করা করা হয়। যাতে করে জনগণ তাদের প্রয়োজনের সময় তথ্য চাইতে পারে ।	

কেস স্টাডি-১

কমিউনিটি ক্লিনিকে তথ্য চেয়ে উত্তর পেল আব্দুল লতিফ ঃ

নীলফমারী জেলার সদর উপজেলার খোকশাবাড়ি ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের দক্ষিন কিসামত গোড়গ্রাম গ্রামের তহিজ উদ্দিন শেখ এর পুত্র মোঃ আব্দুল লতিফ শেখ। তিনি পিএআইএলজি প্রকল্পের সিটিজেন গ্রুপের একজন সদস্য।

অন্যদিকে মো: জাকির হোসেন,যিনি শেখ পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। আব্দুল লতিফের বাড়ির পাশে কমিউনিটি ক্লিনিক আছে। তাই তিনি কমিউনিটি ক্লিনিকে নিয়মিত যাওয়া আসা করেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন কমিউনিটি ক্লিনিকে যিনি দায়িত্বে আছেন তিনি টাইম মত অফিসে আসেননা। ১২টার সময় অফিসে এসে আবার ২টার সময় চলে যায়। এতে চিকিৎসা নিতে আসা এলাকার নিতান্ত গরীব মানুষ গুলোর চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হচ্ছে। চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা আব্দুল লতিফ কে বিভিন্ন সময় এসব সমস্যার কথা দেখা হলে বলে। আব্দুল লতিফ ওই কর্মকর্তার সাথে এ নিয়েবেশ কয়েকবার মৌখিক ভাবে কথা বলে, কিন্তু এতে কোন লাভ হয় না।

তৎপর গত ১৬.০৬.২০১৬ ইং তারিখে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আওতায় একটি আবেদন করেন। যা পিএআইএলজি প্রকল্পের সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার মোছা: নাজনীন সুলতানার এবং প্রোগ্রাম অফিসার অফিসার মোস্তাফিজুর রহমান কে অবগত করেন।

তথ্য পেয়ে আব্দুল লতিফ বলেন আমি খুব খুশি। সবাই যদি আইন ব্যবহার করে তথ্য চায় তাহলে তথ্য দিতে সবাই বাধ্য।

কেস স্টাডি-২

তথ্য চেয়ে বিদ্যুৎ বিহীন এলাকায় কিভাবে এবং কতদিন পর বিদ্যুৎ আসবে তা জানতে পারল ঃ

নীলফামারী জেলার সদর উপজেলার পলাশবাড়ি ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের খলিশাপচা মেম্বার পাড়া গ্রামের মৃত্যু আজগর আলীর পুত্র মোঃ সালাম সরকার মিজানুর। তিনি পিএআইএলজি প্রকল্পের কমিউনিটি গ্রুপের একজন সদস্য।

এলাকার কিছু সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে মোঃ সালাম সরকার মিজানুর মহৎ উদ্যোগ নিয়ে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আওতায় জেলা পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে ১১.১১.২০১৫ ইং তারিখে কোথায় কি মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া যাবে তার আবেদন করে। তিনি ২০ কার্যদিবস পর্যন্ত উত্তরের অপেক্ষা করতে থাকেন। এরপর বিদ্যুৎ অফিস ডাক যোগে ২৩.১১.২০১৫ ইং তারিখে তথ্য প্রেরণ করেন যার স্মারক নং- ২৭.১২.৭৩৬৪.৫৫৪.০০৩.৩১.১৫.৩৬০১। এ তথ্য নিয়ে মোঃ সালাম সরকার মিজানুর এলাকার সাধারণ মানুষকে উত্তরটি বারবার পড়ে শুনান যার ভাষা ছিলো এরুপ," উক্ত গ্রামটি চলমান রিভিউ মাস্টার প্লানলোড সার্ভের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। যা সম্ভাব্য আগামী ২০১৮ সালের মধ্যে সরকারী বরাদ্দের ভিত্তিতে লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা যাবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে"।

এই সঠিক তথ্য এলাকার লোকজন জানতে পেয়ে খুব খুশি হয় এবং আর যেন অহেতুক টাকা পয়সা দিয়ে ঠকতে না হয় তার প্রতিজ্ঞা করেন। তথ্য অধিকার আইন যে জনগনের আইন তা তারা বুঝতে পেরে এই আইন প্রনয়ণের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

সূত্র ঃ 'ডেমোক্রেসিওয়াচ' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

ছ) আর্টিকেল ১৯

শুরু থেকেই আর্টিকেল ১৯ তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কাজ করছে। ২০১৬ সালে ১৩ টি জেলার ১৩ টি স্থানীয় সংগঠনের আবেদন করা হয়েছে। আর্টিকেল ১৯ সহযোগী সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় চলতি বছরে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে পানিখাতে সুশাসন ইস্যুতে মোট ৬৬ টি আবেদন করেছে। আবেদনকৃত সরকারী দপ্তরগুলো হলো, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পৌরসভা, পরিবেশ অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রভৃতি। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ৬৬টি আবেদনের মধ্যে ৫৮ টি তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা তথ্যসহ জবাব পাঠায় ৮টি আপিল হয়। জবাব দেয়ার শতকরা হার ৮৮% উত্তর না দেয়ার হার ১২%। একই সাথে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের নিয়ে আমাদের স্থানীয় সদস্য সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় লোক্যাল লেবেল এ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। লোক্যাল লেবেল এ্যাডভোকেসি সভায় মোট অংশগ্রহণকারী ৪৩৭ জন, নারী ১৩৯, পুরুষ ২৯৮, সরকারী ৭৫, কমিউনিটির প্রতিনিধি ২২৬, জনপ্রতিনিধি ৪২, আইনজীবী ১৬ জন।

বাংলাদেশে বিদ্যমান পানি আইন ও পানি নীতিমালা বাস্তবায়নে তথ্য অধিকার আইনের ভুমিকা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি কনসালটেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। প্রফেসর খুরশিদা বেগম সাঈদ, তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন ওয়ার্কশপে প্যানেল আলোচক হিসেবে তথ্য অধিকার ও পানি নীতিমালা বিষয়ে আলোচনা করেন। আমাদের সফলতার কয়েকটি কেসষ্টাডি নিচে দেয়া হলো।

১. **চাঁপাইনবাবগঞ্জে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে নিরাপদ পানি পেল দুই শতাধিক পরিবার:** পৌরসভার কাছে নিরাপদ পানি ইস্যুতে তথ্য চেয়ে আবেদন করার পর ওয়ার্ড কাউন্সিলর জার্জিস বিষয়টি দ্রুতো নিষ্পতি করার আশ্বাস প্রদান করেন। ২০১৬ সালের পৌরসভার অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্পে ১৪নং ওয়ার্ডের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও জলাবদ্ধতা বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করে পৌসভার পানি সরবারহ পাইপ লাইন সংস্কার সম্পূর্ণ হয়।

২. **ধামরাইয়ে গভীর নলকুপ পাওয়ার তথ্য জানালো জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী:** ধামরাইয়ে গভীর নলকুপ স্থাপনের প্রক্রিয়া জানতে চেয়ে আবেদন করে। গত ২২ শে নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অ্যাডভোকেসি সভায় ধামরাই উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী নাসিম উদ্দীন জনগণকে গভীর নলকুপ স্থাপনের নিয়মাবলী জানান।

৩. **সাতক্ষীরায় তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে প্রাণসয়ার ও বেতনা খাল রক্ষা:** সাতক্ষীরা আরটিআই আবেদন করার ফলে সাতক্ষীরার প্রাণসয়ার ও বেতনাখাল সংস্কারের টেন্ডার বাতিল করে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় পুনরায় টেন্ডার সম্পন্ন করা হয়।

সূত্র ঃ ' আর্টিকেল ১৯' কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

জ) এফএনএফ

Details of Activities	Number of Participants	Financial Support Received	Photos
An Orientation Program on RTI Act; Daffodil International University		BDT 115,000	

Details of Activities	Number of Participants	Financial Support Received	Photos
Training Program on RTI Act for the Young Journalist Association	26	BDT 86,000	
Right to Information Act: A Lawyer's Weapon		BDT 142,500	
Right to Information Act: A Journalist's Tool		BDT 142,500	

Details of Activities	Number of Participants	Financial Support Received	Photos
Effective Digital Communication to Promote RTI		BDT 6,000	
RTI Training for Woman Journalist	30	BDT 50,000	
RTI Training at Chittagong University	90	BDT 207,900	
Printing of Bags for Training Materials	3.000	BDT 575,000	

সূত্র ঃ ‘এফএনএফ’ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসরণে সংকলিত।

অধ্যায় - ৪

তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম

অধ্যায়- ৪

তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম

তথ্য অধিকার বিষয়ক তথ্য কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

অমর একুশে বইমেলায় তথ্য কমিশনের স্টল।

২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা করেন প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমান, তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব শাহীন আনাম ।

২৯ মার্চ, ২০১৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে "সাংবাদিকদের তথ্য অভিগম্যতাঃ প্রসঙ্গ তথ্য অধিকার আইন" শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমান।

২ মে, ২০১৬

ইউএসএইড এর সিনিয়র গভরন্যান্স এডভাইসর জনাব কিনেথ বার্ডেন, সিনিয়র এডভাইসর জনাব ম্যাথিউ ম্যুরে, গভরন্যান্স এডভাইসর জনাব শিরিনা তাবাস্‌সুম প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমানের সাথে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে মত বিনিময় করেন। এই সময় তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার ও তথ্য কামশনের সচিব জনাব সদর উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

১৯ মে, ২০১৬

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমান।

২৬ মে, ২০১৬

কার্টার সেন্টারের গ্লোবাল এক্সে টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের পরিচালক লরা ন্যুম্যান এবং বিশেষজ্ঞ ড. শাহনাজ করিম প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

২৯ মে, ২০১৬

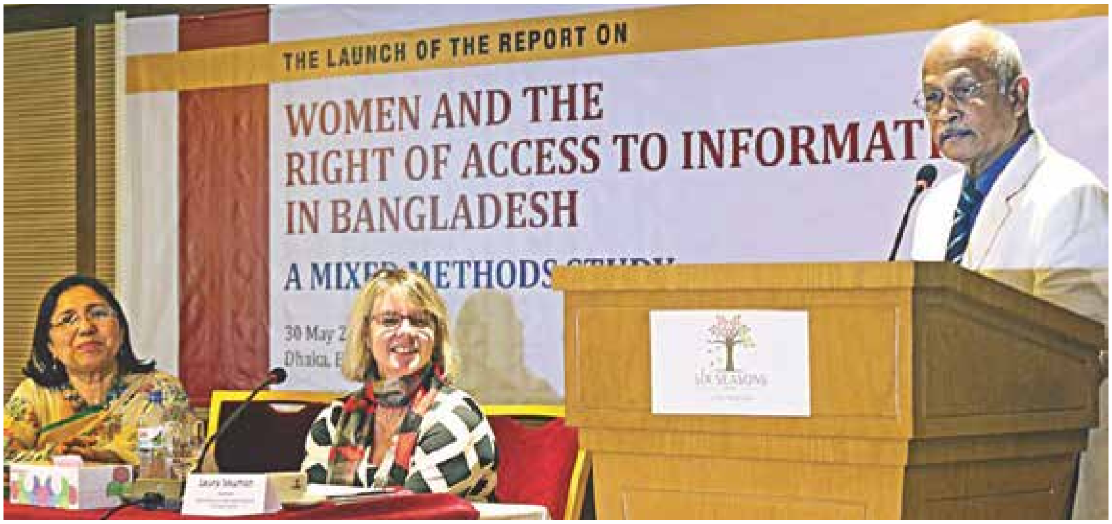

"উইম্যান অ্যান্ড দি রাইট অব এক্সেস টু ইনফরমেশন ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমান, কার্টার সেন্টারের গ্লোবাল এক্সেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের পরিচালক লরা ন্যুম্যান এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম আলোচনায় অংশ নেন।

৩০ মে, ২০১৭

বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র অর্থনীতিবিদ ট্রেসি মারিয়া লেন এবং কনসালট্যান্ট লরা মারিয়া আগস্টা প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা তথ্য অধিকার আইনকে অধিক কার্যকর করার বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন ।

০৮ জুন, ২০১৬

প্রধান তথ্য কমিশনারের কাছে 'টিয়ারিং দ্য ভেইল অব সিক্রেসি' শীর্ষক প্রকাশনা ও ভিডিও হস্তান্তর করছেন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)।

০৯ জুন,২০১৬

সুজনের (সুশাসনের জন্য নাগরিক) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমানের সাথে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক আলোচনা করেন এবং সুজনের পক্ষ থেকে তাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী উপহার দেন।

২১ জুলাই,২০১৭

গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের সাথে তথ্য কমিশনের মতবিনিময় সভায় বিশিষ্ট চলচিত্র পরিচালক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ টেলিভিশনের উপ-মহাপরিচালক সুরত কুমার সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, এক্সপ্রেশান লিমিটেডের ত্রপা মজুমদার, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভের্সিটির গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ প্রধান সৈয়দ মিজানুর রহমান প্রমুখ ।

২৬ জুলাই,২০১৭

পাবনা প্রেস ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক মতবিনিময় ও সংবর্ধনা সভায় প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মো: গোলাম রহমান, মাননীয় তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকারসহ অন্যান্যরা।

১৫ নভেম্বর ২০১৬

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অবহিতকরণ সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমান। এ সময় তথ্য কমিশনার জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইফতেখার চৌধুরী, তথ্য কমিশনের সচিব মোঃ রফিকুজ্জামান, তথ্য কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন) মুহিবুল হোসেইন, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ, উপ-উপাচার্য ড. শিরীন আক্তার, প্রক্টর আলী আজগর চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। ২৭ নভেম্বর, ২০১৬

সুইজারল্যান্ড দূতাবাস এবং ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) কর্তৃক আয়োজিত "হাউ দি বাংলাদেশ মিডিয়া ইউজ দি আরটিআই অ্যাক্ট ফর ফ্রি কুয়ালিটেটিভ রিপোর্টিং" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমান, সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত জনাব ক্রিস্টিয়ান ফছ্, একুশে টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল,৭১ টেলিভিশনের বার্তা পরিচালক সৈয়দ ইসতিয়াক রেজা, এমআরডিআই এর নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান মুকুর এবং অন্যান্যরা আলোচনা করেন। ২০ ডিসেম্বর, ২০১৬

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক রিপোর্টিং কর্মশালায় প্রধান তথ্য কমিশনার প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম রহমান, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক জনাব আবুল কালাম আজাদ এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলমগীর আলোচনা করেন। ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৬

অধ্যায় - ৫

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

অধ্যায় - ৫

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

তথ্য অধিকার আইনের ৩০ ধারা অনুসারে প্রতি বছর তথ্য কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলী সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত বছরের ন্যায় তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৩০(২) উপধারায় উল্লিখিত তথ্যাদি সম্বলিত সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য দেশের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, জেলা প্রশাসন এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়, জেলা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সমন্বিত করে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলোঃ

৫.১ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় জারিকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০১০ এর নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে তথ্য জানার জন্য আবেদন করার বিধান রয়েছে। আবেদনে উল্লেখিত যাচিত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২(চ) অনুযায়ী নোটশীট, ধারা ৭ (যে সকল তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক নয়) অথবা ধারা ৩২ এর অন্তর্ভুক্ত না হলে ধারা ৯ এর বিধান অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে তার যাচিত তথ্য প্রদান করতে হবে। তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত ফরম/ফরমেট ব্যবহার করে সমগ্র দেশে গত ০১/০১/২০১৬ তারিখ হতে ৩১/১২/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা ৬,৩৬৯ টি। তন্মধ্যে সরকারি কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৬,১৭২ টি (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর পর্যায়ে ২,৬৭৫ টি ও জেলা পর্যায়ে ৩,৪৯৭ টি), এনজিওগুলোতে দাখিলকৃত আবেদন পত্রের সংখ্যা ১৯৭ টি। সরকারি দপ্তরে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনের হার ৯৬.৯১% এবং বেসরকারি দপ্তরে দাখিলকৃত তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের হার ৩.০৯%। উল্লেখ্য, ২০১৬ সনে প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা/নির্দেশিকা অনুসরণ করে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তরসমূহ জনগণের কাছে তাদের প্রচুর পরিমাণ তথ্য স্ব-উদ্যোগে অবমুক্ত করা হলেও তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে কর্তৃপক্ষের নিকট তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়।

৫.২ সরবরাহকৃত ও না দেয়া তথ্যের সংখ্যা ঃ

২০১৬ সনে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত আবেদনের সংখ্যা ৬,৩৬৯ টি। তন্মধ্যে ৬,০৮২ টি (৯৬.৫০%) আবেদনের যাচিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ২৫৩ টি এবং ৩৪ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়াধীন ছিল। প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদান না করার বিষয়ে নিম্নরূপ কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:

- ক) চাহিত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ২(চ) মোতাবেক তথ্যের পর্যায়ভূক্ত নয়।
- খ) তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ধারা ৭(ছ)অনুযায়ী এবং Rules For printing and Binding (First Editing) এর ২৭ নং ধারার আলোকে।
- গ) ৭ ধারা মোতাবেক, তথ্য বিভাগ সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় এবং প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক বিধায়।
- ঘ) সংশ্লিষ্ট শাখা হতে তথ্য না পাওয়ায় এছাড়া তথ্য সরবরাহের জন্য আবেদনকারী বরাবর পত্র প্রেরণর পরও তথ্যের মূল্য পরিশোধ না করায় ।
- ঙ) লিখিতভাবে চাহিত তথ্য নিবেন না মর্মে জানানোর কারণে।
- চ) সংশ্লিষ্ট দপ্তর সম্পর্কিত না হওয়ায়, ধারা-৯(৩) মেতাবেক।
- ছ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ এর ঘ, চ, ছ, এ, ঝ, ঠ মোতাবেক।
- জ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ এর ট এবং ঘ, ঙ, ঞ ও তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালার বিধি ৮ এর উপবিধি ২ এর (১) (আ) এ বর্ণিত বিধান মোতাবেক।
- ঝ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ ও The Banker's Book Evidence Act ১৮৯১ এর ধারা-৫ দ্বারা বারিত হওয়ায় উক্ত আইনের ৯(৩) ধারা মোতাবেক।
- ঞ) তথ্য মূল্য পরিশোধ না করায়।

ট) ব্যাংকার্স বুকস এভিডেন্স এ্যাক্ট ১৮৯১ এর ৫ ও ৬ (১) ধারা এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ (দ) অনুযায়ী আইন দ্বারা সংরক্ষিত কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় বিধায়।
ঠ) তথ্য প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত 'ক' ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে আবেদন না করায়।
ড) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১ (ঘ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটে আবেদন না করায়।
ঢ) চাহিত তথ্যাদি জাতীয় আর্কাইভসে সংরক্ষিত না থাকায় ।
ণ) আবেদনের বিষয়ে আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায়।
ত) চাহিত তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সংশ্লিষ্টতা না থাকায়।
থ) ধারা ৭ (ট) ও (ঠ) এর অন্তর্ভূক্ত হওয়ায়।
দ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭(ক) অনুযায়ী প্রদানযোগ্য তথ্য নয় বিধায়।
ধ) তথ্যমূল্য পরিশোধ না করায় এবং বাংলাদেশী নাগরিক কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে না পারায়।
ন) তথ্য অধিকার আইন এর ৭ (ট) ধারায় বিধান এবং মহামান্য হাইকোর্ট রিট মামলা বিচারাধীন থাকায়।
প) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৭ (জ) অনুযায়ী প্রদানযোগ্য তথ্য নয় বিধায় ।
ফ) সরকারি স্বত্ব ও স্বার্থ জড়িত থাকায়।
ব) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২ (চ) ও (ঝ) ধারার আলোকে।
ভ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন না করায়।
ম) যথাযথ ফরমে আপীল আবেদন না করা এবং চাহিত তথ্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না হওয়ায়।

এছাড়া, তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত সমন্বিত প্রতিবেদনে কতিপয় কর্তৃপক্ষ তথ্য না দেয়ার কারণ উল্লেখ করেননি মর্মে দেখা যায়।

৫.৩ আপীলের সংখ্যা ও নিস্পত্তি ঃ

সমগ্র দেশের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে তথ্য প্রদান না করার কারণে বা তথ্য প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ২০১ টি আপীল আবেদন করা হয়েছে তার মধ্যে ১৮৩ টি আপীল আবেদন নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৮ টি আপীল আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য না দেওয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ২৫৩ টি এবং এর মধ্যে সারাদেশে ২০১ টি (৭৯.৪৫%) আপিল আবেদন করা হয়েছে মর্মে প্রেরিত প্রতিবেদনগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.৪ তথ্য কমিশন এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

সারাদেশ থেকে প্রাপ্ত সমন্বিত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সরকারি বা বেসরকারি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তবে তথ্য কমিশনে ২০১৬ সালে দায়েরকৃত অভিযোগের মধ্যে ০৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদান না করার কারণে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। সৈয়দ শাহরিয়ার মেনজিস, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সাভার, ঢাকাকে ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়েছে (তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং-১২১/২০১৬, রায়ের তারিখঃ ১৯-০৬-২০১৬ ইং); জনাব মো: নুরুন্নবী সরকার, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধাকে ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়েছে (তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং-১৬৫/২০১৬, রায়ের তারিখঃ ০৪-১০-২০১৬ ইং); জনাব সাইফ উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নুরুল্লাপুর এ. এ. উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর-কে ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়েছে (তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং-২৪১/২০১৬, রায়ের তারিখঃ ৩০-১১-২০১৬ ইং); জনাব মো: আলী আর রেজা, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, জলঢাকা, নীলফামারীকে দুটি অভিযোগের জন্য (১০০০+১০০০)= ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়েছে (তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং-২৫২/২০১৬ ও ২৫৫/২০১৬, অভিযোগ দু'টির রায়ের তারিখঃ ০২-১১-২০১৬ ইং; ডাঃ বেলায়েত হোসেন মোল্লাহ, উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), হলি ফ্যামেলী রেড ক্রিসেন্ট, হাসপাতাল, ১, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০-কে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়েছে (তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং-২৬৮/২০১৬, রায়ের তারিখঃ ৩০-১১-২০১৬ ইং); জনাব নওশিদ আহমেদ, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কালিয়াকৈর পৌরসভা, কালিয়াকৈর, ঢাকাকে ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা জরিমানা করা হয়েছে (তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং-৩২১/২০১৬, রায়ের তারিখঃ ১৫-১২-২০১৬ ইং)। উল্লেখ্য, ১২১/২০১৬ এবং ২৫৫/২০১৬ নং অভিযোগের জরিমানার অর্থ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করেন। এছাড়া, যে সকল কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তারা কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মহামান্য হাই কোর্টে রীট আবেদন দাখিল করেননি।

এতদসংক্রান্ত সিদ্ধান্তপত্রের কপি পরিশিষ্ট 'গ' তে সংযোজিত হয়েছে।

৫.৫ তথ্য অধিকার আইন অনুসারে প্রদত্ত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ঃ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ সারাদেশে মোট ১,৪৩,২১২/- টাকা বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায় করা হয়েছে মর্মে প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায়। প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, অধিকাংশ কর্তৃপক্ষ যাচিত তথ্যসমূহ সরবরাহ করলেও কোন অর্থ আদায় করেনি। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণীকে তথ্য বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হলে তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে, যা না করায় সরকারি রাজস্বের কিছুটা হলেও ক্ষতি হয়েছে।

৫.৬ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি ঃ

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা তথ্য অধিকার আইনটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে চলেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সর্বদা তথ্য কমিশনকে নানাভাবে সহায়তা করে আসছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে কিংবা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ, জনঅবহিতকরণ সভা, জেলা উপদেষ্টা কমিটির সভা, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা, বিভিন্ন কর্মশালা, ওয়েবসাইট নির্মাণ ও হালনাগাদ তথ্যাদি সন্নিবেশন, তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা/নীতিমালা প্রণয়ন ইত্যাদি। উল্লেখ্য, অনলাইন ট্র্যাকিং সিষ্টেম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণের কার্যক্রমের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি পরিশিষ্ট 'ঘ' তে সংযোজিত হলো।

৫.৭ তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ ও গৃহীত ব্যবস্থাদি ঃ

তথ্য কমিশনের অন্যতম প্রধান কাজ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য প্রদান না করার কারণে, ভুল, বিভ্রান্তিকর ও আংশিক তথ্য প্রদানের কারণে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করার কারণে, তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য সরবরাহের সিদ্ধান্ত প্রদান করার পরও তথ্য সরবরাহ না করার কারণে অথবা সরবরাহকৃত তথ্যে অভিযোগকারী অসন্তুষ্ট হয়ে, কর্তৃপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করার কারণে, তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের হচ্ছে। এছাড়াও কতিপয় অভিযোগকারী তথ্য কমিশন কর্তৃক তদন্তাধীন বিষয় নিষ্পত্তি হবার পূর্বে, যথাযথ দপ্তরে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন না করে, যথাযথ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন না করে, নির্ধারিত ফরম ব্যবহার না করে, তথ্য কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত একই বিষয় উল্লেখ করে, তথ্য কমিশন কর্তৃক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবার পূর্বেই তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছে। ০১-০১-২০১৬ থেকে ৩১-১২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে মোট ৫৩৯ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৬৪ টি অভিযোগ উভয় পক্ষের শুনানীর জন্য গ্রহণপূর্বক ২৯৬ টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। কমিশনে দাখিলকৃত কিছু কিছু অভিযোগের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন হতে সমন প্রদান করা হলে প্রতিপক্ষ শুনানীর পূর্বেই আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করেছে এবং কমিশনে হাজির হয়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতা এবং তথ্য প্রদানে ব্যর্থতার জন্য নিজের ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন যথাযথভাবে না পৌঁছানোর জন্যও তথ্য প্রদান কার্যক্রমে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

৫.৮ তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ ঃ

২০০৯ সালে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত সর্বমোট ১০৪ টি অভিযোগ তথ্য কমিশনে দায়ের করা হয়। ৩০-০৮-২০১০, ১৪-১২-২০১০,৩০-১২-২০১০, ২১-০৩-২০১১, ০৪-০৭-২০১১, ১৯-০৯-২০১১, ১৩-১০-২০১১, ২১-১২-২০১১ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ৪৪টি অভিযোগ যথাযথ প্রক্রিয়ায় দায়ের হওয়ায় শুনানীর জন্যগ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন দিবসে শুনানীর মাধ্যমে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত ৪১ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। অন্যান্য অভিযোগ ক্ষেত্রে পরামর্শ বা তথ্য সরবরাহের নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ২০২টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১২ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে ১১-০৩-২০১২, ০৪-০৪-২০১২, ০৬-০৬-২০১২,

০৫-০৭-২০১২, ২৬-০৭-২০১২, ৩০-০৭-২০১২, ২৬-০৯-২০১২, ০৬-১১-২০১২, ১০-১২-২০১২ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ৯৪টি অভিযোগ আমলে নেয়া হয়। ৯১টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। ১০৮টি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় ১০৪টি অভিযোগের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করে পত্রপ্রেরণ করা হয়েছে। মাত্র ০৪টি অভিযোগ খারিজ করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ২০৭টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।২০১৩ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে ১৪-০১-২০১৩, ১৩-০২-২০১৩, ১৪-০৩-২০১৩, ০৪-০৪-২০১৩, ১৪-০৫-২০১৩, ০৯-০৬-২০১৩, ১৬-০৭-২০১৩, ২৯-০৮-২০১৩, ২৫-০৯-২০১৩ ও ০৫-১২-২০১৩ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ১১৬টি অভিযোগ আমলে নেয়া হয়। ১১০টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। ৯১টি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় ৯০টি অভিযোগের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করে পত্রপ্রেরণ করা হয়েছে। ০১ টি অভিযোগ নথিজাত করা হয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ২৯৪ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১৪ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে ০৯-০১-২০১৪, ০৯-০২-২০১৪, ০৬-০৩-২০১৪, ১০-০৪-২০১৪, ১৯-০৫-২০১৪, ২৯-০৬-২০১৪, ০৭-০৮-২০১৪, ১৫-০৯-২০১৪, ০২-১০-২০১৪ ও ১৬-১১-২০১৪, ১৪-১২-২০১৪, ৩১-১২-২০১৪ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ১৭০টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। ১৬২টি (২০১৩ সন থেকে আগত ০৬টি সহ) অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। ১২৪টি অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচনায় বিভিন্ন আইনানুগ/প্রশাসনিক পরামর্শ প্রদান করে বা তথ্য সরবরাহের আদেশ দিয়ে পত্র প্রেরণ করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে ১৪টি অভিযোগ।

০১ জানুয়ারী, ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৩৩৬ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১৫ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ আমলে নেয়ার বিষয়ে ২৯-০১-২০১৫, ২৫-০২-২০১৫, ২৪-০৩-২০১৫, ১৫-০৪-২০১৫, ১৮-০৫-২০১৫, ২৩-০৬-২০১৫, ১৪-০৭-২০১৫, ০৯-০৮-২০১৫, ০৮-০৯-২০১৫, ১৮-১০-২০১৫, ১২-১১-২০১৫ ও ২১-১২-২০১৫ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ২৪০ টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ২০৫টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৩৫ টি অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপর ৭২টির ক্ষেত্রে অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করায় সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ১৬টি অভিযোগ অভিযোগকারীর একক শুনানীর মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় তা পত্র মারফত অবগত করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ০৬টি অভিযোগ গ্রহণ করা হবে কিনা সে বিষয়ে অভিযোগকারীর একক শুনানীর জন্য ধার্য রয়েছে। ০২টি অভিযোগ তদান্তাধীন রয়েছে।

০১ জানুয়ারী, ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনে ৫৩৯ টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ২০১৬ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহ শুনানীর জন্য গ্রহণের নিমিত্ত ১৮-০১-২০১৬, ২৯-০২-২০১৬, ১০-০৪-২০১৬, ২৫-০৫-২০১৬, ১০-০৭-২০১৬, ১৪-০৮-২০১৬, ০৯-১০-২০১৬, ১০-১১-২০১৬, ২০-১২-২০১৬, ২৯-১২-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বমোট ৩৬৪টি অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ২৯৬ টি অভিযোগ শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, ৬৩ টি অভিযোগ উভয় পক্ষের শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ৫টি অভিযোগ রীট মামলার প্রেক্ষিতে স্থগিত রয়েছে। উল্লেখ্য, কমিশনের সভায় শুনানীর পূবেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ১৮টি অভিযোগ এবং একই রকম অভিযোগের প্রেক্ষিতে পূর্বের সিদ্ধান্ত অভিযোগকারিকে অবগত করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ০৩টি অভিযোগ। শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়নি এরূপ ১১৮ টি অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে তার অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার কারণ অর্থাৎ আবেদনে পরিলক্ষিত আইনগত ও অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অভিযোগ দাখিলের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ২০ টি অভিযোগ অভিযোগকারীর একক শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ১২ টি অভিযোগ গ্রহণ যোগ্যতা বিষয়ক শুনানীর জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ০১টি অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে এবং ০৩টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

বছরওয়ারী তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরের চিত্রঃ

ক্রমিক নং	সাল	মোট অভিযোগ	শুনানীর জন্য গৃহীত	শুনানীর জন্য গ্রহণের হার
১.	২০০৯-২০১১	১০৪	৪৪	৪২.৩১%
২.	২০১২	২০২	৯৪	৪৬.৫৩%
৩.	২০১৩	২০৭	১১৬	৫৬.০৪%
৪.	২০১৪	২৯৪	১৭০	৫৭.৮২%
৫.	২০১৫	৩৩৬	২৪০	৭১.৪৩%
৬.	২০১৬	৫৩৯	৩৬৪	৬৭.৫৩%

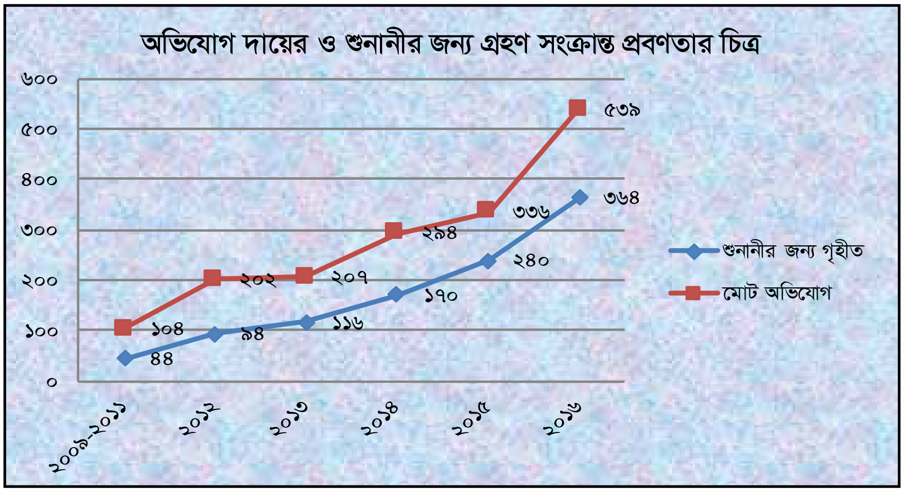

৫.৯ ২০১৬ সালে কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগসমূহের বিশ্লেষণ:

ক (১). অভিযোগকারীর (শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের) পেশা/অবস্থান ঃ

অভিযোগকারীর পেশা	সংখ্যা
সাধারণ	২৫৭
চাকুরীজীবী	২১
সাংবাদিক	৭৫
আইনজীবী	০১
বীর মুক্তিযোদ্ধা	০১
শিক্ষক	০৯
সর্বমোট	৩৬৪

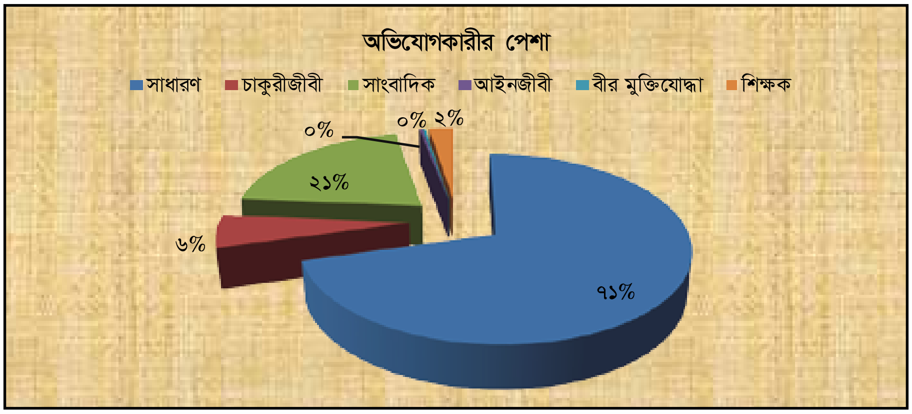

অভিযোগকারীর (শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের) পেশা/অবস্থান

অভিযোগকারীর (শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহের) নারী-পুরুষ শ্রেণিভেদ :

পুরুষ	৩৩৪
নারী	৩০
সর্বমোট	৩৬৪

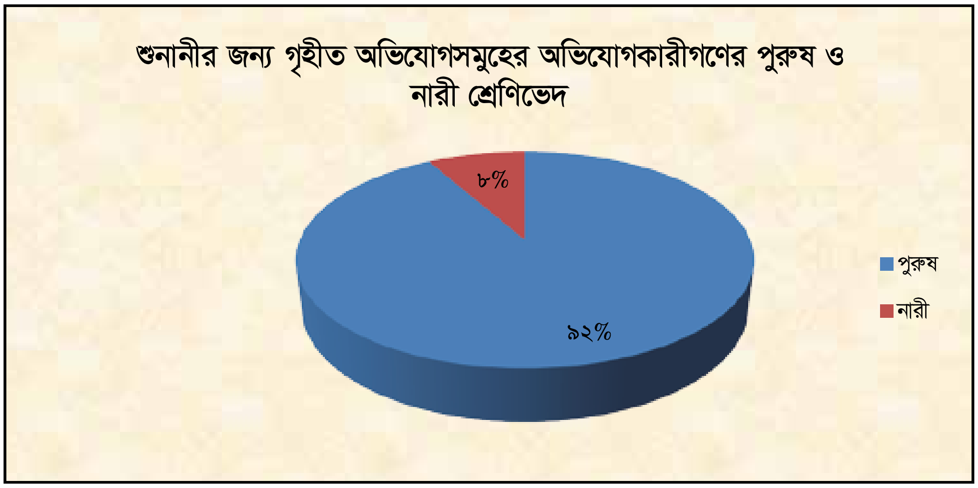

ক (২). অভিযোগকারীর (শুনানীর জন্য গৃহীত নয় অভিযোগসমূহের) পেশা/অবস্থান ঃ

অভিযোগকারীর পেশা	সংখ্যা
সাধারণ	১৪৭
চাকুরীজীবী	০৭
সাংবাদিক	১৫
আইনজীবী	০২
শিক্ষক	০৪
সর্বমোট	**১৭৫**

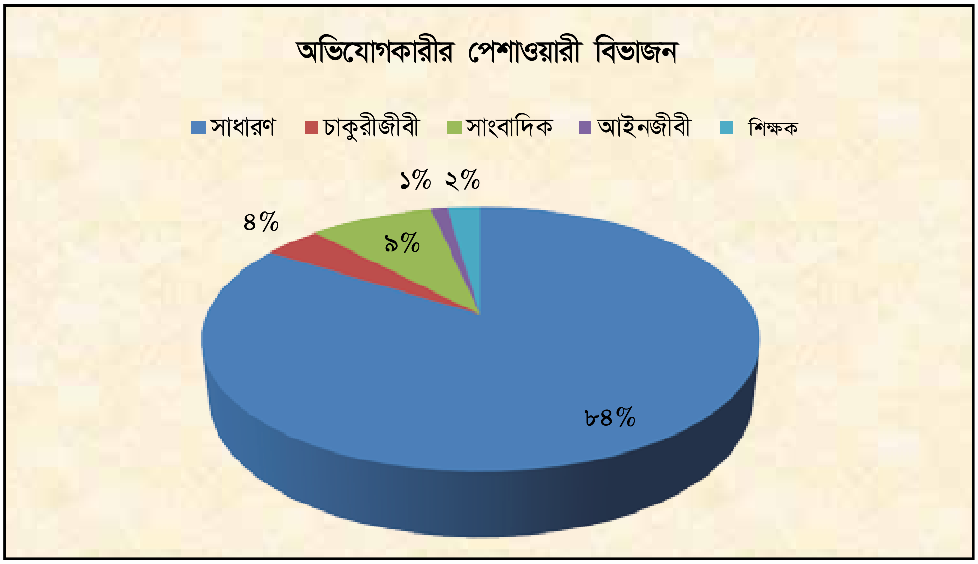

অভিযোগকারীর (শুনানীর জন্য গৃহীত নয় অভিযোগসমূহের) নারী-পুরুষ শ্রেণিভেদ

পুরুষ	১৬০
মহিলা	১৩
উল্লেখ নেই	০২
সর্বমোট	**১৭৫**

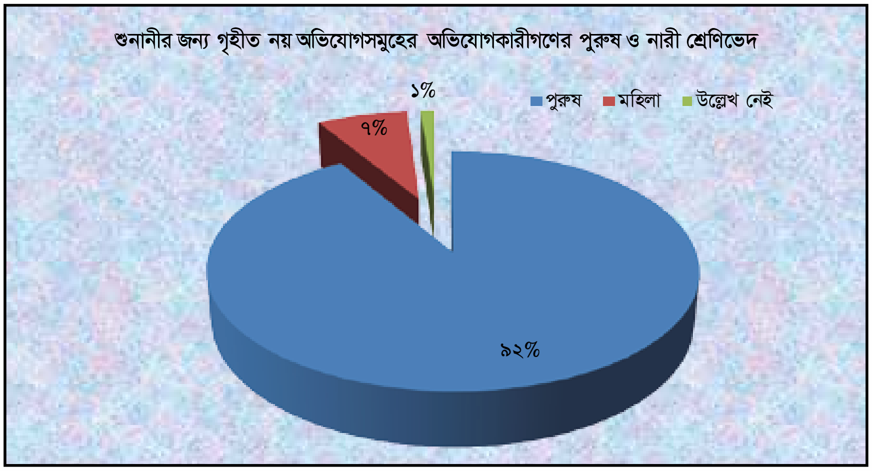

খ. যে সকল দপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল হয়েছে

২০১৬ সালে তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত ৫৩৯ টি অভিযোগের মধ্যে ৪৬৬ টি অভিযোগ সরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে এবং ৭৩ টি অভিযোগ বেসরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে দাখিল করা হয়েছে।

- **শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও কর্মকর্তার প্রকৃতি ও সংখ্যাঃ**

সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	৩১
বিভাগীয়	৬৮
জেলা	১১২
থানা/উপজেলা	১২৯
ওয়ার্ড/ইউনিয়ন	২৪
সর্বমোট	**৩৬৪**

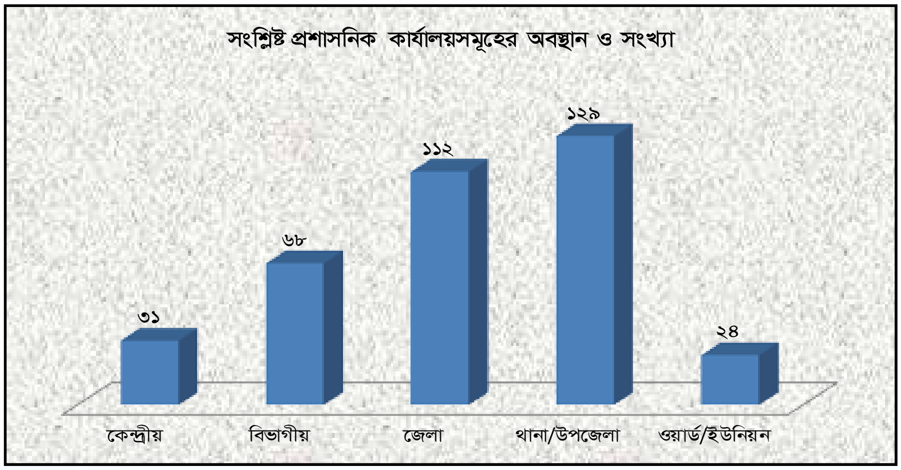

শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমুহ ও অভিযোগের সংখ্যাঃ

অভিযোগসংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহ		সংখ্যা
সরকারী	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০১
	মন্ত্রণালয়	২৭
	অধিদপ্তর	২৬
	পরিদপ্তর	০২
	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	১৩
	জেলা পরিষদ	০৬
	জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়	০১
	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	০২
	জেলা জজ কোর্ট	০১
	জেলা রেজিস্টার অফিস	০১
	জেলা সমবায় অফিস	০৫
	জেলা সিভিল সার্জন অফিস	০৩
	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	০১
	জেলা গোয়েন্দা অফিস	০১
	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়	০৭
	উপজেলা নির্বাচন অফিস	০২
	উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর	০৩
	উপজেলা সাব-রেজিস্টার অফিস	০৫
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস	০২
	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়	০৪
	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস	০১
	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	০১
	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	০২
	উপজেলা ভূমি অফিস	১৩
	উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিস	০১
	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস	০৫
	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস	০২
	উপজেলা কৃষি অফিস	০১
	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	১০
	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	০৩
	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	০৬
	উপজেলা রেকর্ড অফিস	০১
	গণপূর্ত উপ-বিভাগ	০১
	পানি উন্নয়ন বোর্ড	০১
	বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল	০১
	মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	০১
	আইসিটি সফট্ওয়্যার ডিভিশন	০১
	থানা	০৬
	পৌরসভা অফিস	১০
	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০৮
	পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়	০১
	ওয়াক্ফ	০৩
	বিআরটিএ	০১
	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	১১
	কেন্দ্রীয় ব্যাংক	০১

অভিযোগসংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহ		সংখ্যা
সরকারী	তথ্য কমিশন	০১
	বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন সচিবালয়	০২
	বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন	০২
	বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন	০১
	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	০১
	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট	০১
	বাংলাদেশ বনশিল্প কর্পোরেশন	০৩
	বাংলাদেশ নৌ জাহাজ তিতুমীর	০২
	বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশন	০১
	পানি উন্নয়ন বোর্ড	০১
	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০৫
	ঢাকা ওয়াসা	০৩
	সরকারি ব্যাংক	১৩
	বঙ্গবন্ধু শেখ মজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	০৩
	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	০১
	বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ	০৮
	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	০১
	তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল	০১
	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	০১
	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড	০২
	কৃষি তথ্য সার্ভিস	০৪
	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড	০১
	সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৮
	লালন একাডেমী	০১
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়	০৫
	চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	০১
	ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়	১৩
	জাতীয় গৃহসংস্থান কর্তৃপক্ষ	০১
	এনটিআরসিএ	০১
	ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ	০২
	কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন দুগ্ধ খামার	০৪
	পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন	০২
	ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস	০১
	হিসাব মহা-নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	০১
	বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত	০১
	ঢাকা বন বিভাগ	০১
	শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	০১
	মোট	৩২৬
বেসরকারী	স্টারলিং লিঃ	০১
	বেসরকারী হাসপাতাল	০৪
	ইন্সুরেন্স কোম্পানী	০১
	ওয়াই ডব্লিউ সি এ	০৭
	প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	০১
	বেসরকারী ব্যাংক	০৪
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২০
	মোট =	৩৮
সর্বমোট =		৩৬৪

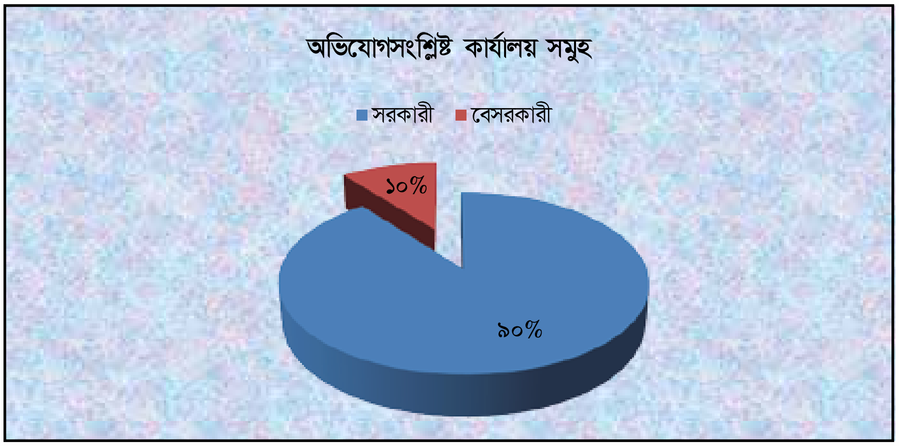

- শুনানীর জন্য গৃহীত নয় এরূপ অভিযোগসমূহের সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমুহের অবস্থানঃ

অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কার্যালয়সমূহ	সংখ্যা
কেন্দ্রীয়	১৫
বিভাগীয়	৩৭
জেলা	৪৫
থানা/উপজেলা	৫০
ওয়ার্ড/ইউনিয়ন	২৫
উল্লেখ নেই	০৩
সর্বমোট	**১৭৫**

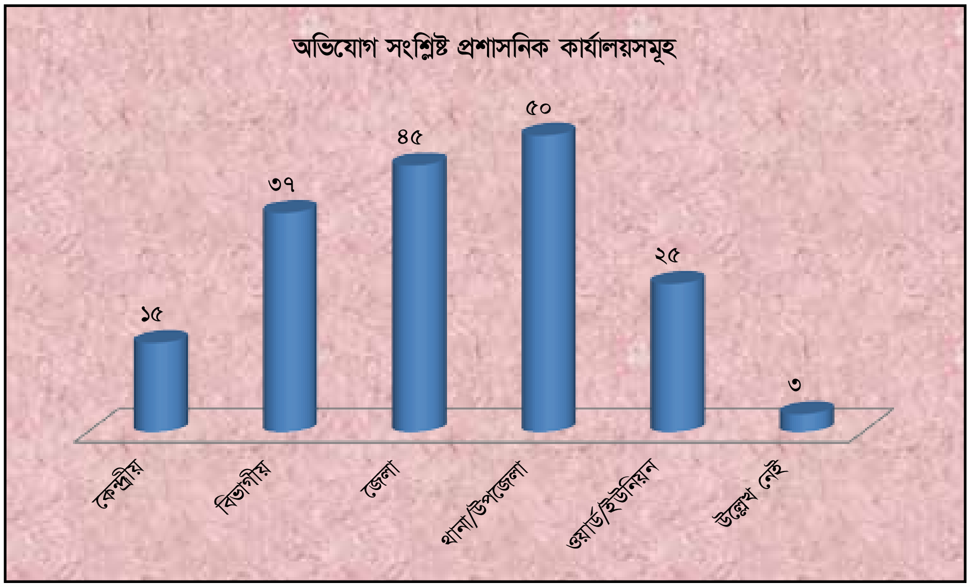

শুনানীর জন্য গৃহীত নয় এরূপ অভিযোগসমূহের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও অভিযুক্ত কর্মকর্তার প্রকৃতির চিত্র ঃ

	অভিযুক্ত দপ্তর/কার্যালয়সমূহ	সংখ্যা
সরকারি	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০১
	মন্ত্রণালয়	১২
	অধিদপ্তর	০৯
	পরিদপ্তর	০১
	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	১৫
	জেলা তথ্য অফিস	০১
	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	০১
	জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়	০২
	জেলা রেজিস্টার অফিস	০২
	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	০২
	জেলা জজ আদালত	০২
	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়	০৫
	উপজেলা মৎস্য অফিস	০১
	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	০১
	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস	০১
	উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর	০১
	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	০২
	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	০১
	উপজেলা ভূমি অফিস	০৬
	উপজেলা সাব-রেজিস্টার অফিস	০৩
	উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস	০১
	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০৩
	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	০২
	চীফ কমান্ডেন্ট কার্যালয়	০১
	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	০৬
	সি. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্যেট আদালত	০১
	এলজিইডি	০১
	গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়	০১
	পৌর ভূমি সহকারী অফিস	০১
	ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ	০১
	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	০১
	দুর্নীতি দমন কমিশন	০২
	কাস্টমস হাউজ	০১
	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	০১
	সরকারি হাসপাতাল	০১
	ওয়াকফ্ প্রশাসকের কার্যালয়	০১
	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড	০৪
	সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড	০২
	বিআরটিএ	০২
	তথ্য কমিশন	০৮
	থানা (পুলিশ স্টেশন)	০৩
	বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	০১
	আইনজীবী সমিতি	০১

	অভিযুক্ত দপ্তর/কার্যালয়সমূহ	সংখ্যা
সরকারি	বাংলাদেশ টেলিভিশন	০১
	আইবিবিএল	০১
	বাংলাদেশ রেলওয়ে	০২
	পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়	০১
	পোস্ট অফিস	০৫
	বিশ্ববিদ্যালয়	০১
	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়	০১
	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০২
	বিআইএম	০১
	ইউনিয়ন পরিষদ	০৪
	সরকারী ব্যাংক	০২
	সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০৪
	মোট	১৪০
বেসরকারি	বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৬
	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন	০১
	ডিপিডিএস	০১
	গার্মেন্টস	০১
	ব্যক্তির বিরুদ্ধে	০৩
	বেসরকারী ব্যাংক	০২
	চিত্ত রঞ্জন বড়াল এগ্রো প্রা: লি:	০১
	মোট	৩৫

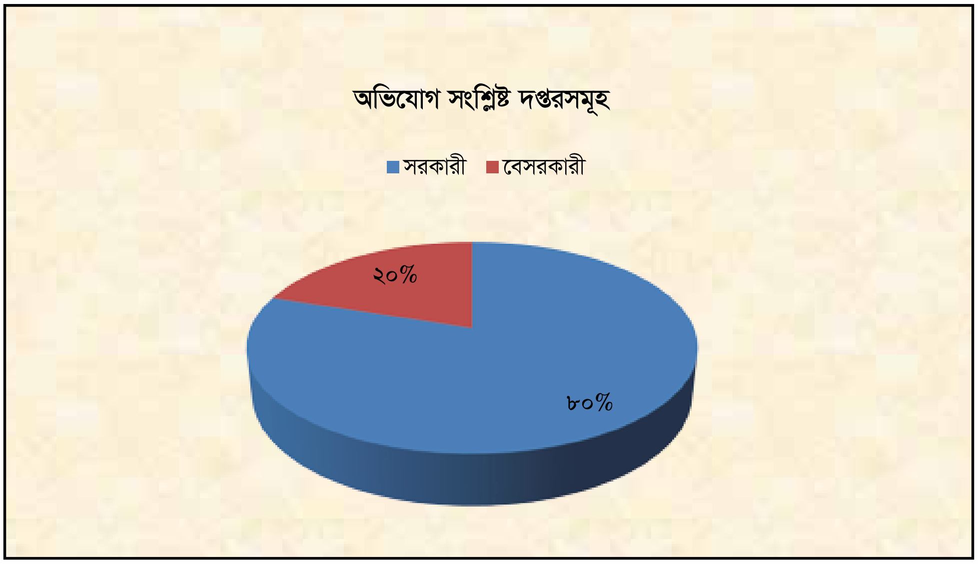

উপর্যুক্ত ছকসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সারা দেশে শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অবস্থিত দপ্তরগুলোর বিরুদ্ধে ১০.৬৮%, বিভাগীয় পর্যায়ের দপ্তরগুলোর বিরুদ্ধে ১৯.৪৮%, জেলা পর্যায়ের দপ্তরগুলোর বিরুদ্ধে ২৯.১৩%, উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরগুলোর বিরুদ্ধে ৩৩.২১০% ও ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত দপ্তরগুলোর বিরুদ্ধে ৯.৯% অভিযোগ দায়ের হয়েছে এবং ৩টি অভিযোগের ক্ষেত্রে দপ্তর উল্লেখ নেই। এ সকল দপ্তর থেকে মূলত: তথ্য না পাওয়ার এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ/বিভ্রান্তিকর তথ্য পাওয়ার কারণেই অভিযোগগুলো কমিশনে দাখিল হয়েছে।

গ. অভিযোগ শুনানী ও নিষ্পত্তি

২০১৬ সালে তথ্য কমিশনের বিভিন্ন সভায় ৫৩৯ টি অভিযোগের মধ্যে ৩৬৪ টি শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয় যার শতকরা হার ৬৭.৫৩% । শুনানীর জন্য গ্রহণকৃত ৩৬৪ টি অভিযোগের মধ্যে ২৯৬টি শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে।

বিভিন্ন পরামর্শমূলক পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ১১৮টি অভিযোগ, অভিযোগকারীর একক শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে ২০ টি অভিযোগ, সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ১৮টি অভিযোগ। এছাড়া পূর্বে দাখিলকৃত অভিযোগের সিদ্ধান্ত অভিযোগকারীকে অবহিতকরণপূর্বক নিষ্পত্তি হয়েছে ০৩ টি অভিযোগ। অর্থাৎ মোট দায়েরকৃত ৫৩৯ টি অভিযোগের মধ্যে ৪৫৫ টি (৮৪.৪১%) অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৮৪ টি অভিযোগ বিভিন্ন অবস্থায়/কারণে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানী

ঘ. শুনানীর জন্য গৃহীত নয় এরূপ অভিযোগসমূহের ওপর তথ্য কমিশনের কার্যক্রম

শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়নি এমন ১৭৫ টি অভিযোগের মধ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক মোট ১১৮ টির ক্ষেত্রে অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করায় সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০ টি অভিযোগ অভিযোগকারীর একক শুনানীর মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় তা পত্র মারফত অবগত করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ১২ টি অভিযোগ গ্রহণ করা হবে কিনা সে বিষয়ে অভিযোগকারীর একক শুনানীর জন্য ধার্য রয়েছে। ০১ টি অভিযোগ তদান্তাধীন রয়েছে, প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ০২ টি এবং স্থগিত রয়েছে ০১ টি অভিযোগ। এছাড়া সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ১৮টি অভিযোগ এবং পূর্বে দাখিলকৃত অভিযোগের সিদ্ধান্ত অভিযোগকারীকে অবহিতকরণপূর্বক নিষ্পত্তি হয়েছে ০৩ টি অভিযোগ।

অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার কারণ সমূহ ঃ

কারণ	সংখ্যা
যথাযথ আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল না করায়	৪৬
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ যথাযথ না হওয়ায়	২৪
আরটিআই ভূক্ত না হওয়ায়	০৯
অভিযোগ সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি সংযুক্ত না করায়	০২
সুস্পষ্ট কাগজাদি সংযুক্ত না করায়	০২
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাযথ না হওয়ায়	০৩
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে চাহিত তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা প্রদান করে	০১
অভিযোগের বিষয় পূর্বের অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায়	০১
তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত ফরম ব্যবহার করে আবেদন না করায়	০৪
চাহিত তথ্য বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ সংশ্লিষ্ট হওয়ায়	০২
আবেদন ও অভিযোগ যথাযথভাবে না করায়	০১
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ না হওয়ায়	০২
অভিযোগকারীর নাম ঠিকানা না থাকায়	০১
সুস্পষ্টভাবে তথ্য না চাওয়ায়	০৫
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ধার্যকৃত তথ্য মূল্য না দেওয়ায়	০১
মহামান্য হাইকোর্টে বিচারাধীন থাকায়	০২
আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা না থাকায়	০১
একই বিষয়ে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করায়	০৪
সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করায়	০২
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা থাকায়	০৫
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাযথভাবে তথ্য সরবরাহ না করায় তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে অবহিতকরন	০১
নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে আপীল আবেদন করায়	০১
গৃহীত ব্যবস্থাদির অগ্রগতির বিষয়ে অবহিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেওয়ায়	০১
বিষয়টি তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ায়	০১
একই বিষয়ে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত থাকায়	০৩
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেওয়ায়	১৮
শুনানীর মাধ্যমে অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায়	২০
অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হবে কি না সে বিষয়ে শুনানীর জন্য প্রক্রিয়াধীন	১২
সর্বমোট	১৭৫

* উল্লেখ্য, অভিযোগ শুনানীর জন্য গ্রহণ না করার কারণ জানিয়ে যে পরামর্শমূলক পত্র প্রেরিত হয় এরূপ অভিযোগকারীদের সাথে পরবর্তীতে টেলিফোনিক আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

২০১৬ সালে শুনানীর জন্য গ্রহণ না করে কমিশন কর্তৃক পরামর্শ প্রদানকৃত অভিযোগসমূহের সর্বশেষ তথ্য:

অভিযোগকারীর নাম	পুনরায় আবেদন করেছেন	পুনরায় আবেদন করেননি	পুনরায় আপীল করেছেন	পুনরায় আপীল করেননি	পুনরায় অভিযোগ করেছেন	পুনরায় অভিযোগ করেননি	মন্তব্য
জনাব শেখ আলী আহাম্মদ ০১৬৭৬-৩৩৬৬৩৬			√				তথ্য পেয়েছেন
জনাব শ্রী নির্মল চন্দ্র দাস ০১৭১২-১৭৭১১৪		√					ব্যস্ততায় আবেদন করেননি
জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম ০১৯৪১-১৭২৬২৮	√						তথ্য পেয়েছেন
জনাব সুনীল বিশ্বাস ০১৭৬০-৮০৬৬২০					√		তথ্য পেয়েছেন
জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন মাসুদ ০১৬৭৮-৭০২১১৫				√			ব্যবস্থা নেয়নি
জনাব এস এম আবুল কালাম আজাদ ০১৭৬৮-৮৮৬৯৩৩				√			ব্যবস্থা নেয়নি
জনাব মোঃ আকতার হোসেন ০১৫৫২-৬৩৪৫০১	√						তথ্য পেয়েছেন
জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম ০১৭১১-৫২৩৯৪৪							তথ্য পাননি
জনাব মোহাম্মদ আবু হানিফা (জাদুশিল্পী এম. এ হানিফা) ০১১৯৯-১১৬২০৩							মোবাইল নম্বর বন্ধ
জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম ০১৭১১-৫২৩৯৪৪							ফোন রিসিভ করেনি
জনাব মোঃ নুর উদ্দিন ০১৯১১-৩৯১৮৫১							মোবাইল নম্বর বন্ধ
সজল কান্তি দেব							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব বিজয় কর্মকার ও শ্রীধাম কর্মকার ০১৯২০-২২৪১৬১					√		আংশিক তথ্য পেয়েছেন
জনাব বিজয় কর্মকার ও শ্রীধাম কর্মকার ০১৯২০-২২৪১৬১					√		আংশিক তথ্য পেয়েছেন
মোঃ কুতুব উদ্দিন ০১৮১৮-২৯৩৩০২			√				তথ্য পেয়েছেন
জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম ০১৯৪১-১৭২৬২৮							মোবাইল নম্বর বন্ধ
জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম							মোবাইল নম্বর বন্ধ
জনাব মোঃ মেহেদী হাসান ০১৭১৫-২১০৪১৮	√						তথ্য পাননি
জনাব রিয়াজ মোর্শেদ মাসুদ ০১৮১৮-২১৭৫৬৩	√						তথ্য পেয়েছেন
জনাব সুনীল চন্দ্রদে তরফদার							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব অরূপ রায় ০১৭১৩-৪২৪৩৪০							ব্যবস্থা নেয়নি
জনাব মেহেদী হাসান ০১৭১৫-২১০৪১৮							রং নম্বার
জনাব আবু তাহের ০১৮১৩-৮২০১৮৩					√		তথ্য পাননি
জনাব মোহাম্মদ আনিসুর রহমান আখন্দ ০১৭১১-২৭৯৬৯৫						√	তথ্য পাননি

অভিযোগকারীর নাম	পুনরায় আবেদন করেছেন	পুনরায় আবেদন করেননি	পুনরায় আপীল করেছেন	পুনরায় আপীল করেননি	পুনরায় অভিযোগ করেছেন	পুনরায় অভিযোগ করেননি	মন্তব্য
জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন ০১৯৩৪-৩৯৭৪০৩	√						তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান কিরণ ০১৭১৬-৩৩০০৫৮					√		তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব মেহেদী হাসান ০১৭১৫-২১০৪১৮		√					তথ্য পাননি
জনাব সাইফুল ইসলাম							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মিলন খন্দকার ০১৭৩৯-২৪০৪১৫					√		তথ্য পেয়েছেন
জনাব শাদীন মোহাম্মদ তারক ০১৭১৫-৭১৭৬৫২			√				তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব ফরহাদুল ইসলাম ০১৮১১-৩০৯৪৭৭		√					ব্যস্ততায় আবেদন করেননি
জনাব আলী হায়দার চৌধুরী ০১৮১৬-৪৪৩৩২৩	√						তথ্য পায়নি
নাছিমা আক্তার ০১৯৭১-৬২৪৪৫০	√						তথ্য পায়নি
জনাব বশির আহমেদ ০১১৯০-৫১০০৭১							মোবাইল নম্বর বন্ধ
জনাব আব্দুল হাই মিয়া ০১৭৪৮-৯২৯৬৯৮							ফোন রিসিভ করেনি
জনাব মেহেদী হাসান ০১৭১৫-২১০৪১৮	√						তথ্য পেয়েছেন
জনাব মেহেদী হাসান ০১৭১৫-২১০৪১৮			√				তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ খান ০১৭৬১-২৬১৭৪০							মোবাইল নম্বর বন্ধ
মোঃ কুতুব উদ্দিন ০১৮১৮-২৯৩৩০২	√						তথ্য পেয়েছেন
জনাব এ.এফ.এম. শামসুল বারি ০১৭১১-৫৪৭০৪০				√			কোন ব্যবস্থা নেননি
জনাব অরূপ রায় ০১৭১৩-৪২৪৩৪০			√				তথ্য পায়নি
মোঃ আবদুল আলীম, চীফ রিপোর্টার ০১৬৮৩-৭৯৭৯৮৭							মোবাইল নম্বর বন্ধ
জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান (সাংবাদিক) ০১৮১৭-৫১৭০৫৪					√		আংশিক তথ্য পেয়েছেন
জনাব মোঃ নাহিদ সিকদার							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ০১৮১৮-২৯৩৩০২	√						তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব মোঃ আবুল খায়ের খান ০১৭০৫-২৯৬৩৩৫	√						তথ্য পাননি
জনাব মোঃ সোলায়মান হোসেন ০১৭১৫-৭০৬০৮৬					√		তথ্য পাননি
জনাব গোলাম মাহবুবুর রাব্বানী ০১৭১১-১৬৯৫২০				√			তথ্য পাননি
জনাব মো: আবু তাহের ০১৮১৩-৮২০১৮৩						√	তথ্য পাননি

অভিযোগকারীর নাম	পুনরায় আবেদন করেছেন	পুনরায় আবেদন করেননি	পুনরায় আপীল করেছেন	পুনরায় আপীল করেননি	পুনরায় অভিযোগ করেছেন	পুনরায় অভিযোগ করেননি	মন্তব্য
জনাব মোঃ নাহিদ সিকদার							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মোঃ মেহেদী হাসান ০১৭১৫-২১০৪১৮			√				তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব নাজমা আক্তার ০১৭৭৭-৯৩৭৩২২							কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি
জনাব শেখ রবিউল ইসলাম ০১৮২২-৯৯৩২৬১					√		তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব আহাম্মদ আলী ০১৯৮০-৩৫৭০৫২					√		তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব শেখ আলী আহাম্মদ ০১৬৭৬-৩৩৬৬৩৬							মোবাইল নম্বর বন্ধ
জনাব মোঃ রোকনুজ্জামান ০১৭১৯-৭৩৫১৮১							মোবাইল নম্বর বন্ধ
জনাব এ. এইচ. এম নাসির আলী ০১৭৭৭-০১৪৭৭২							ফোন রিসিভ করেননি
জনাব এ. এইচ. এম নাসির আলী ০১৭৭৭-০১৪৭৭২							ফোন রিসিভ করেননি
জনাব দেলোয়ার হোসেন খান ০১৭১১-৩৮৬৮৫৫							নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তথ্য পেয়েছেন
জনাব শ্রীধাম কর্মকার ও জনাব বিপ্লব কর্মকার ০১৮৩০-৭৬৯২২৮							পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি
জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম		√					তথ্য পায়নি
জনাব আলহাজ্ব নাসিরউল্লাহ		√					তথ্য পায়নি
জনাব জয়নাল আবেদীন ০১৮১১-১৭৯৯৯২							পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি
জনাব মোঃ আবদুল আলীম ০১৬৮৩-৭৯৭৯৮৭							ফোন রিসিভ করেনি
জনাব মোঃ সাহেব আলী সিকদার ০১৯৮৫-০৩১৪১৯							ফোন রিসিভ করেনি
জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম ০১৭১১-৫২৩৯৪৪							ফোন রিসিভ করেনি
জনাব মহিউদ্দিন আহমদ ০১৭১৬-৯৯৩৩১১		√					ব্যবস্থা নেননি
জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন ০১৮১৮-৪৯৩৬৭৯			√				তথ্য পেয়েছেন
জনাব ফেরদৌস হাসান ০১৮১৯-৮৩৯১৪৪					√		তথ্য পেয়েছেন
জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন ০১৮১৮-২৯৩৩০২	√						তথ্য পেয়েছেন
মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ	√						তথ্য পাননি
জনাব মোঃ মেহেদী হাসান ০১৭১৫-২১০৪১৮							ফোন রিসিভ করেনি
জনাব মোঃ লিটু হোসেন							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন		√					ব্যবস্থা নেননি
জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন চৌধুরী ০১৭১১-৯৭০৩১৮							ফোন রিসিভ করেনি

অভিযোগকারীর নাম	পুনরায় আবেদন করেছেন	পুনরায় আবেদন করেননি	পুনরায় আপীল করেছেন	পুনরায় আপীল করেননি	পুনরায় অভিযোগ করেছেন	পুনরায় অভিযোগ করেননি	মন্তব্য
জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান ০১৮১৭-৫১৭০৫৪			√				তথ্য পেয়েছেন
জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান ০১৮১৭-৫১৭০৫৪			√				তথ্য পেয়েছেন
নাম উল্লেখ নেই							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন		√					ব্যবস্থা নেননি
জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন চৌধুরী ০১৭১১-৯৭০৩১৮			√				তথ্য পায়নি
জনাব আবু ইউনুছ মাসুদ আহম্মদ (রানা) ০১৯৭১-৫৫৫৩৩৩							ফোন রিসিভ করেনি
জনাব আবু ইউনুছ মাসুদ আহম্মদ (রানা) ০১৯৭১-৫৫৫৩৩৩							ফোন রিসিভ করেনি
জনাব মোঃ আকতার হোসেন ০১৫৫২-৬৩৪৫০১							মোবাইল নম্বর বন্ধ
জনাব এইচ এম ইমন ০১৭২৫-৯৬৭৪৬৩							ফোন রিসিভ করেনি
জনাব শংকরী রানী দে তরফদার							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব শংকরী রানী দে তরফদার							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব এ এস এম আলমগীর ০১৭১২-৪৬১৪৭২						√	ব্যবস্থা নেননি
জনাব মোঃ ফিরোজ আলী							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মোঃ ফিরোজ আলী							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মোঃ মতিউর রহমান ০১৬৮৩-৩৭০১৬২			√				তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব মোঃ শফিকুল আলম ০১৭১৭-৭৩৭১৫৪		√					ব্যস্ততায় আবেদন করেননি
জনাব ধন বালা							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব জীবন চন্দ্র রায়							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মিলন চন্দ্র রায়							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মিলন চন্দ্র রায়							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মিলন চন্দ্র রায়							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মিলন চন্দ্র রায়							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মিলন চন্দ্র রায়							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব বিমল চন্দ্র রায়							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব বিমল চন্দ্র রায়							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব বিমল চন্দ্র রায়							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব বিমল চন্দ্র রায়							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব বিমল চন্দ্র রায়							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব জাভেদ আলী							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব জাভেদ আলী							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব জাভেদ আলী							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব জাভেদ আলী							মোবাইল নম্বর নাই

অভিযোগকারীর নাম	পুনরায় আবেদন করেছেন	পুনরায় আবেদন করেননি	পুনরায় আপীল করেছেন	পুনরায় আপীল করেননি	পুনরায় অভিযোগ করেছেন	পুনরায় অভিযোগ করেননি	মন্তব্য
জনাব জাভেদ আলী							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মোঃ ইমরান আলী ০১৭১৫-৩৭৮৮৫০		√					ব্যস্ততায় আবেদন করেননি
জনাব মু. ইকবাল হোসেন ০১৭১৪-১৩৪৬০৪			√				তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব মেহেদি হাসান ০১৭১৫-২১০৪১৮	√						তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব মোঃ আবদুল আলীম ০১৬৮৩-৭৯৭৯৮৭				√			ব্যস্ততায় আবেদন করেননি
জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন মাসুদ ০১৬৭৮-৭০২১১৫				√			ব্যস্ততায় আবেদন করেননি
জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান মিন্টু							মোবাইল নম্বর নাই
জনাব মোঃ সোলায়মান হোসেন ০১৭১৫-৭০৬০৮৬		√					ব্যস্ততায় আবেদন করেননি
জনাব শ্রীধাম কর্মকার ০১৮৩০-৭৬৯২২৮					√		তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব শ্রীধাম কর্মকার ০১৮৩০-৭৬৯২২৮					√		তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান
জনাব শ্রীধাম কর্মকার ০১৮৩০-৭৬৯২২৮					√		তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান

তথ্য কমিশন কর্তৃক পরামর্শ প্রদানের পর অভিযোগকারীঃ

- পুনরায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছেন ১৪ জন যার মধ্যে
  - তথ্য পেয়েছেন ০৬ জন
  - তথ্য পাননি ০৫ জন
  - তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান ০৩ জন
- পুনরায় তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেননি ১১ জন
- আপীল আবেদন করেছেন ১২ জন যার মধ্যে
  - তথ্য পেয়েছেন ০৫ জন
  - প্রক্রিয়াধীন ০৫ জন
  - তথ্য পাননি ০২ জন
- আপীল আবেদন করেননি ০৬ জন
- অভিযোগ দায়ের করেছেন ১৪ জন যার মধ্যে
  - তথ্য পেয়েছেন ০৩ জন
  - আংশিক তথ্য পেয়েছেন ০৩ জন
  - তথ্য প্রাপ্তির প্রক্রিয়া চলমান ০৬ জন
  - তথ্য পাননি ০২ জন
- অভিযোগ দায়ের করেননি ০৩ জন
- নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তথ্য পেয়েছেন ০১ জন
- নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তথ্য পাননি ০১ জন
- ১২ জন অভিযোগকারী ফোন রিসিভ না করায় যোগযোগ করা সম্ভব হয়নি
- অভিযোগে মোবাইল ফোন নম্বর না থাকায় ২৯ জন অভিযোগকারীর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি
- ফোন বন্ধ থাকায় ১০ জন অভিযোগকারীর সাথে যোগাযোগ করা যায়নি
- ভুল নম্বর প্রদান করায় যোগাযোগ করা যায়নি ০১ জনের সাথে
- পরামর্শ অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি ০৪ জন অভিযোগকারী

৬. বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল

তথ্য কমিশনে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার জনগণ কর্তৃক দাখিলকৃত অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যাচিত তথ্যের মধ্যে বেশিরভাগ তথ্য ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট; তবে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্যের জন্যও আবেদন রয়েছে। দাখিলকৃত অভিযোগের অধিকাংশই সরকারি দপ্তরের তথ্যের জন্য। সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা কার্যালয় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পর্যালোচনায় আরো প্রতীয়মান হয় যে, জনসাধারণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আগ্রহ থাকলেও আইনটি ব্যবহারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি কর্তৃপক্ষের মাঝেও আইনের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় তথ্য প্রদান প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন কর্তৃক সমন বা পত্র প্রদান করা হলে দ্রুততার সাথে আবেদনকারীর নিকট তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

৫.১০ একই আবেদনকারী কর্তৃক একাধিক অভিযোগ দায়েরের বিবরণ ঃ

শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনায় তথ্য কমিশনে একই ব্যক্তিকর্তৃক দাখিলকৃত ২ বা ততোধিক অভিযোগ এবং শুনানীর তারিখসমূহ :

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
জনাব আমজাদ হোসেন, পিতা-মৃত আজিজার রহমান, মোবারক আলী লেন (চাঁদ নগর), বাসা নং-৭২, রোড নং-৩, উপজেলা-সৈয়দপুর, জেলা-নীলফামারী।	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সৈয়দপুর, নীলফামারী।	২০-০৬-২০১৬	১৪ টি	৩১-০৮-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ হাসান আলী, সহকারী পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, উপজেলাঃ সৈয়দপুর, জেলা ঃ নীলফামারী।	০২-০৮-২০১৬	০১ টি	৩১-১০-২০১৬
ঐ	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলাঃ সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী।	০২-০৮-২০১৬	০১ টি	৩১-১০-২০১৬
ঐ	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, উপজেলাঃ সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী।	০২-০৮-২০১৬	০১ টি	৩১-১০-২০১৬
			১৭ টি	
জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন, পিতা- মরহুম মৌলবী শফিউদ্দিন, গ্রাম ও পোষ্টঃ নুরুল্ল্যাপুর, থানা- লক্ষীপুর সদর, জেলা- লক্ষীপুর	সহকারী শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নুরুল্ল্যাপুর এ.এ. উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর	২০-০১-২০১৬	১ টি	২২-০৩-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ আবুল হাছানাত হুমায়ুন কবীর, উপ-সচিব (প্রশাসন-৩) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	১৫-০৬-২০১৬	১ টি	০৪-০৯-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রযত্নে-জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (উপ-পরিচালক) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, জেলা-লক্ষীপুর	২৭-০৭-২০১৬	১ টি	০৪-০৯-২০১৬
ঐ	জনাব মুহাম্মদ নূর আলম, উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারী পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা-১০০০	২৫-০৭-২০১৬	১ টি	০৪-০৯-২০১৬
ঐ	পরিচালক-১৪ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা	০২-০৮-২০১৬	১ টি	৩১-১০-২০১৬
ঐ	প্রধান শিক্ষক, এ. এ. উচ্চ বিদ্যালয়ের	০২-০৮-২০১৬	১ টি	৩১-১০-২০১৬

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
ঐ	সহকারী শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনাব মোঃ সাইফউদ্দিন, প্রধান শিক্ষক, নুরুল্লাপুর আঞ্জুমান আরা হাই স্কুল, পোঃ নুরুল্লাপুর, লক্ষ্মীপুর	০৬-১০-২০১৬	১ টি	৩০-১১-২০১৬
ঐ	জনাব আখতার-উজ-জামান, সিনিঃ সহ:সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা	০৯-১০-২০১৬	১ টি	১৪-১২-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল,ঢাকা	০৯-১০-২০১৬	১ টি	১৪-১২-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রযত্নে, সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	০৯-১০-২০১৬	১ টি	১৪-১২-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রযত্নে, চেয়ারম্যান, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা	০৯-১০-২০১৬	১ টি	১৪-১২-২০১৬
ঐ	উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	২৩-১০-২০১৬	১ টি	১৪-১২-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রযত্নে সিভিল সার্জন, জেলা:-লক্ষ্মীপুর	২৫-১০-২০১৬	১ টি	১৪-১২-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রযত্নে সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	২৭-১০-২০১৬	১ টি	১৪-১২-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এর কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর	০২-১১-২০১৬	১ টি	২৬-০১-২০১৭
ঐ	সহকারী শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মোহাম্মদ আবদ্দুস ছালাম, অধ্যক্ষ, চরশাহী ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসা, পোঃ চরশাহী, লক্ষ্মীপুর সদর	১২-১২-২০১৬	১ টি	৩১-০১-২০১৭
			১৬ টি	
জনাব অরূপ রায়, পিতা-উৎপল রায়, প্রথম আলো সাভার কার্যালয়, ৫১/এ সাভার বাজার রোড, উপজেলা-সাভার, জেলা-ঢাকা	জনাব মোঃ মমিনুর রহমান, এজিএম (এমএস) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩, গেন্ডা, সাভার, ঢাকা	১১-০২-২০১৬	১ টি	২৮-০৩-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়, সাভার, ঢাকা	১০-০৫-২০১৬	১ টি	১৯-০৬-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	১০-০৫-২০১৬	১ টি	১৯-০৬-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিরুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, সাভার, ঢাকা	১৪-০৭-২০১৬	১ টি	০৬-০৯-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বুল্লা ইউনিয়ন পরিষদ, ধামরাই, ঢাকা	১৪-০৭-২০১৬	১ টি	০৬-০৯-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আমিনবাজার ইউনিয়ন পরিষদ, সাভার, ঢাকা	১৪-০৭-২০১৬	১ টি	০৬-০৯-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ধামসোনা ইউনিয়ন পরিষদ, সাভার, ঢাকা	১৪-০৭-২০১৬	১ টি	০৬-০৯-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সোমভাগ ইউনিয়ন পরিষদ, ধামরাই, ঢাকা	১৪-০৭-২০১৬	১ টি	০৬-০৯-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), আশুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ, সাভার, ঢাকা	১৪-০৭-২০১৬	১ টি	০৬-০৯-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) উত্তরের কার্যালয়, সোবাহানবাগ	১৩-১০-২০১৬	১ টি	১৯-১২-২০১৬

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়, আমিনবাজার রাজস্ব সার্কেল, সাভার, ঢাকা	২৫-১০-২০১৬	১ টি	১৯-১২-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কার্যালয়, ধামরাই, ঢাকা	২৭-১০-২০১৬	১ টি	১৯-১২-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সাভার, ঢাকা	০৮-১১-২০১৬	১ টি	২৬-০১-২০১৭
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তার কার্যালয়, ধামরাই, ঢাকা	০৮-১১-২০১৬	১ টি	২৬-০১-২০১৭
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সাভার, ঢাকা	১২-১২-২০১৬	১ টি	৩১-০১-২০১৭
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ধামরাই, ঢাকা	১২-১২-২০১৬	১ টি	৩১-০১-২০১৭
			১৬ টি	
শ্রীধাম কর্মকার, পিতা-সঞ্জু কর্মকার, গ্রাম+পোষ্ট-বিপুলাসার, থানা-মনোহরগঞ্জ, জেলা-কুমিল্লা	অসিত কুমার ঘোষ, যুগ্ম পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), দি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকারস বাংলাদেশ, বিডিবিএল ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা	২৯-১২-২০১৫ সভার তারিখ: ১৮-০১-২০১৬	১ টি	১০-০২-২০১৬
ঐ	ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সোনালী ব্যাংক লিঃ, দৌলতগঞ্জ শাখা, লাকসাম, কুমিল্লা	২৯-১২-২০১৫ সভার তারিখ: ১৮-০১-২০১৬	১ টি	১০-০২-২০১৬
ঐ	সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ), লক্ষীপুর	২২-০২-২০১৬	১ টি	০৪-০৫-২০১৬
ঐ	প্রধান প্রকৌশল কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকৌশল অফিস, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা	১৮-০৫-২০১৬	১ টি	০৩-০৮-২০১৬
ঐ	ঐ	১৮-০৫-২০১৬	১ টি	০৩-০৮-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ ওবায়দুল ইসলাম, উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস, লাকসাম, কুমিল্লা	১৮-০৫-২০১৬	১ টি	০৩-০৮-২০১৬
ঐ	খান মোহাম্মদ বোরহান, ডেপুটি জেনারেল ম্যানাজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪, লাকসাম, কুমিল্লা	১৮-০৫-২০১৬	১ টি	০৩-০৮-২০১৬
ঐ	জনাব নাজমুল হোসেন, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (RTI), কুমিল্লা পল্লীবিদ্যুৎ সমিতি-৪, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা	১৭-০৯-২০১৬	১ টি	০৬-১১-২০১৬
ঐ	সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (RTI), মহাব্যবস্থাপকের পূর্বের কার্য্যালয়, সিআরবি, চট্টগ্রাম	১৭-০৯-২০১৬	১ টি	০৬-১১-২০১৬
ঐ	জনাব বাবু অসিত কুমার ঘোষ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (আইবিবি), বিডিবিএল ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা	৩০-১০-২০১৬	১ টি	২২-১২-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা	০৭-১০-২০১৬	১ টি	৩০-০১-২০১৭
ঐ	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৪, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা	০৭-১২-২০১৬	১ টি	৩০-০১-২০১৭

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
ঐ	প্রধান প্রকৌশল কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকৌশল অফিস, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা	০৭-১২-২০১৬	১ টি	৩০-০১-২০১৭
ঐ	সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা ভুমি অফিস, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা	০৭-১২-২০১৬	১ টি	৩০-০১-২০১৭
			১৪ টি	
জনাব মিলন খন্দকার, পিতা-আব্দুল জোব্বার খন্দকার, ভি-এইড রোড, কালিবাড়ীপাড়া, গাইবান্ধা।	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।	২৭-০৩-২০১৬	০১ টি	০৯-০৫-২০১৬
ঐ	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকতার কার্যালয় গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।	২৪-০৪-২০১৬	০১ টি	১৬-০৬-২০১৬
ঐ	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, সাঘাটা, গাইবান্ধা।	১৮-০৫-২০১৬	০১ টি	১৬-০৬-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সহকারী মহা-ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আঞ্চলিক কার্যালয়, গাইবান্ধা।	০৯-০৬-২০১৬	০১ টি	০৪-০৯-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ নুরুন্নবী সরকার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কার্যালয়, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।	০৯-০৬-২০১৬	০১ টি	০৪-০৯-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ শাহিনুর আলম, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।	১৯-০৬-২০১৬	০১ টি	০৪-০৯-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ নুরুন্নবী সরকার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কার্যালয়, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।	১৯-০৬-২০১৬	০১ টি	০৪-০৯-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রিন্সিপাল অফিস, গাইবান্ধা।	২০-০৬-২০১৬	০১ টি	০৪-০৯-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, সাদুল্যাপুর, গাইবান্ধা।	০২-১০-২০১৬	০১ টি	০৬-১১-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	০২-১০-২০১৬	০১ টি	০৬-১১-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসারের কার্যালয়, সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা।	০২-১০-২০১৬	০১ টি	০৬-১১-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসারের কার্যালয়, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	০২-১০-২০১৬	০১ টি	০৬-১১-২০১৬
			১২ টি	
জনাব মোঃ মতিউর রহমান, পিতা-নুরুল ইসলাম, গ্রাম-১ নং কলমা, পোষ্ট-ডেইরী ফার্ম, থানা-সাভার, জেলা-ঢাকা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন দুগ্ধ খামার সাভার, ঢাকা	২৬-০১-২০১৬	১ টি	২৪-০৩-২০১৬
ঐ	সাব-রেজিষ্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটি আই), আশুলিয়া, ঢাকা	২৪-০২-২০১৬	১ টি	০৯-০৫-২০১৬

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
ঐ	প্রকল্প পরিচালক (BULL 3rd phase) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন, সাভার, ঢাকা	২৭-০৩-২০১৬	১ টি	০৯-০৫-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সহকারী কমিশনার (বন্ড) এর কার্যালয়, সাভার, ঢাকা	২৭-০৩-২০১৬	১ টি	০৯-০৫-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা	২৭-০৩-২০১৬	১ টি	০৯-০৫-২০১৬
ঐ	ডাঃ এ. এম. শাহরিয়ার তৌফিক, ডেইরী ইকনোমিষ্ট, কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা	১০-০৫-২০১৬	১ টি	১৯-০৬-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, সাভার, ঢাকা	০২-০৮-২০১৬	১ টি	০২-১১-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, সাভার, ঢাকা	০৬-১০-২০১৬	১ টি	১৫-১২-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট সাভার, ঢাকা	২৫-১০-২০১৬	১ টি	১৫-১২-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও প্রিন্সিপাল, সোসাইটি অব সোস্যাল রিফম স্কুল এ্যান্ড কলেজ, আশুলিয়া, ঢাকা	২৫-১০-২০১৬	১ টি	১৫-১২-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ও অফিসার (এ্যাডমিন) ষ্টারলিং ডেনিম লিঃ নয়ারহাট, আশুলিয়া, ঢাকা	১৭-১১-২০১৬	১ টি	৩০-০১-২০১৭
			১১ টি	
জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান, পিতা-মরহুম আলহাজ্ব এম এ ফাত্তাহ, বর্তমান ঠিকানা- এ/১, পল্টন বিলাস, ৭২ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০	জনাব বেলায়েত হোসেন মোল্লাহ, উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), হলি ফ্যামেলী রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল, ১, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০	০৬-০৩-২০১৬	১ টি	০৫-০৫-২০১৬
ঐ	অধ্যক্ষ, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ, ১ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা	০১-০২-২০১৬	১ টি	০৫-০৫-২০১৬
ঐ	ড. মোঃ নূরুন্নবী মৃধা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, স্বাধীনতা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	২৭-০৩-২০১৬	১ টি	০৫-০৫-২০১৬
ঐ	জনাব প্রশান্ত কুমার মজুমদার, সেকসন অফিসার (জনসংযোগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০	১৮-০৫-২০১৬	১ টি	০৩-০৮-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ শাহ আলম চৌধুরী, পরিচালক (জোন-৫) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	২৫-০৫-২০১৬	১ টি	০৪-০৮-২০১৬
ঐ	ডাঃ বেলায়েত হোসেন মোল্লাহ, উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), হলি ফ্যামেলী রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল, ১, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০	২৫-০৭-২০১৬	১ টি	০৭-০৯-২০১৬
ঐ	জনাব বেলায়েত হোসেন মোল্লাহ, উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ১ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা	২৮-০৮-২০১৬	১ টি	০৩-১১-২০১৬

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
ঐ	জনাব মো: শাহ আলম চৌধুরী, পরিচালক (জোন-৫) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক),ঢাকা	০৬-১০-২০১৬	১ টি	৩০-১১-২০১৬
ঐ	জনাব রিক্তা দত্ত, উপ-নিবন্ধক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সমবায় অধিদপ্তর, এফ-১০, আগারগাওঁ সিভিক সেক্টর, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা	০৯-১০-২০১৬	১ টি	৩০-১১-২০১৬
ঐ	জনাব বেলায়েত হোসেন মোল্লাহ, উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	২৫-১০-২০১৬	১ টি	৩০-১১-২০১৬
ঐ	বেগম ঝুমুর বালা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা: উজিরপুর, জেলা: বরিশাল	২৫-১০-২০১৬	১ টি	৩০-১১-২০১৬
			১১ টি	
জনাব কাঞ্চন রায়, পিতাঃ জনাব যোগেশ চন্দ্র রায়, গ্রাম- লক্ষণপুর চড়কপাড়া, ডাকঘর- লক্ষণপুর, উপজেলা- সৈয়দপুর, জেলা- নীলফামারী	প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), আমিনুল হক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী	১৭-০৭-২০১৬	০১ টি	৩১-০৮-২০১৬
ঐ	প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ধলাগাছ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী	১৭-০৭-২০১৬	০১ টি	৩১-০৮-২০১৬
ঐ	প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাগডোকরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী	১৭-০৭-২০১৬	০১ টি	৩১-০৮-২০১৬
ঐ	প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সিপাইগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী	১৭-০৭-২০১৬	০১ টি	৩১-০৮-২০১৬
ঐ	প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নিজবাড়ী দর্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী	১৭-০৭-২০১৬	০১ টি	৩১-০৮-২০১৬
ঐ	প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), লক্ষণপুর পশ্চিমপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী	১৭-০৭-২০১৬	০১ টি	৩১-০৮-২০১৬
ঐ	প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কুজিপুকুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী	১৭-০৭-২০১৬	০১ টি	৩১-০৮-২০১৬
ঐ	প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পূর্ব বোতলাগাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী	১৭-০৭-২০১৬	০১ টি	৩১-০৮-২০১৬
ঐ	প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), শিশু মঙ্গঁল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী	১৭-০৭-২০১৬	০১ টি	৩১-০৮-২০১৬
ঐ	প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তিনপাই বেলপুকুর নং ২ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী	১৭-০৭-২০১৬	০১ টি	৩১-০৮-২০১৬
			১০ টি	
(১) শ্রীধাম কর্মকার, পিতা-সঞ্জু কর্মকার, (২) বিপ্লব কর্মকার, পিতা-সুভাষ কর্মকার, গ্রাম+পোষ্ট-বিপুলাসার, থানা-মনোহরগঞ্জ, জেলা-কুমিল্লা	জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	১২-০১-২০১৬	১ টি	২২-০৩-২০১৬

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
ঐ	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, রেজিস্ট্রার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	২০-০১-২০১৬	১ টি	২২-০৩-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন, সহকারী পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তথ্য কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা	২০-০১-২০১৬	১ টি	২২-০৩-২০১৬
ঐ	রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৩০-১০-২০১৬	১ টি	২২-১২-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা (আরটিআই), মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বকশীবাজার, ঢাকা	২৭-১২-২০১৬	১ টি	০৫-০২-২০১৭
ঐ	জনাব আশরাফুজ্জামান, উপ-সচিব (অডিট) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা	১৩-০৪-২০১৬	১ টি	১৫-০৬-২০১৬
	জনাব হুমায়ুন কবির, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, মগবাজার, ঢাকা	২৬-০১-২০১৬	১ টি	২৪-০৩-২০১৬
ঐ	জনাব সোলেমান ভূঁইয়া, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা শিক্ষা অফিস, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা	২৯-১২-২০১৫ সভার তারিখ: ১৮-০১-২০১৬	১ টি	১১-০২-২০১৬
ঐ	জনাব শিবতোষ নাথ, উপ-সচিব (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা	০৮-১১-২০১৬	১ টি	২৬-০১-২০১৭
			০৮ টি	
জনাব মোছাঃ নাজমা খাতুন (পুষ্পিতা), পিতা:-মো: রহম আলী, ঠিকানা-দৈনিক সরেজমিন বার্তা, ৭৫, সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, মালিবাগ,ঢাকা	মিজ নুর কামরুন নাহার, ম্যানেজার (পি.আর) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডিপিডিসি), আব্দুল গনি রোড, ঢাকা	১৪-০২-২০১৬	১ টি	২৮-০৩-২০১৬
ঐ	তথ্য কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা	০৬-০৩-২০১৬	১ টি	০৮-০৫-২০১৬
ঐ	জনাব সানচিয়া বিনতে আলী, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ব্যবস্থাপনা ও তথ্য বিভাগ, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, হেড অফিস, ৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা	১০-০৫-২০১৬	১ টি	১৯-০৬-২০১৬
ঐ	ঐ	১০-০৫-২০১৬	১ টি	১৯-০৬-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ব্যবস্থাপনা ও তথ্য বিভাগ, উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, হেড অফিস, ৪৭, শহীদ বীর উত্তম আশফাক সামাদ সড়ক (৯০ মতিঝিলবা/এ), ঢাকা-১০০০	১০-০৫-২০১৬	১ টি	১৯-০৬-২০১৬
ঐ	মিজ নুর কামরুন নাহার, ম্যানেজার (পি.আর) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (ডিপিডিসি), আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	০১-০৬-২০১৬	১ টি	০৮-০৮-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ শাহ আলম চৌধুরী, পরিচালক (জোন-৫) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা	০১-০৬-২০১৬	১ টি	০৮-০৮-২০১৬
ঐ	জনাব সানচিয়া বিনতে আলী, উপমহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপনা ও তথ্য বিভাগ, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড হেড অফিস, ৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা	১৩-০৭-২০১৬	১ টি	০৫-০৯-২০১৬
			০৮ টি	

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
জনাব মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজী), সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, সৈয়দপুর সেনানিবাস, নীলফামারী।	জনাব মোঃ সোহেল আহমেদ, ডেপুটি সেক্রেটারী (এডমিন-২) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	১৪-০৩-২০১৬	০১ টি	০৮-০৫-২০১৬ (গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক) ৩১-০৫-২০১৬ (উভয় পক্ষ)
ঐ	সৈয়দ মোঃ নজমুল হক, প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল, সৈয়দপুর, নীলফামারী।	২৭-০৩-২০১৬	০১ টি	০৮-০৫-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, সৈয়দপুর সেনানিবাস, সৈয়দপুর, নীলফামারী।	২৭-০৩-২০১৬	০১ টি	০৮-০৫-২০১৬
ঐ	জনাব অমিত মঙ্গল চাকমা, সাব-রেজিস্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সাব-রেজিস্টার অফিস, উপজেলা-হাতিয়া, জেলা-নোয়াখালী।	২৭-০৭-২০১৬	০১ টি	০৭-০৯-২০১৬
ঐ	জনাব মোহাম্মদ মনির হোসেন, প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, ডাক-সৈয়দপুর সেনানিবাস, উপজেলা- সৈয়দপুর, জেলা-নীলফামারী	২৭-০৭-২০১৬	০১ টি	০৭-০৯-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, সৈয়দপুর সেনানিবাস, নীলফামারী।	২৭-০৭-২০১৬	০১ টি	০৭-০৯-২০১৬
ঐ	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।	২৭-০৭-২০১৬	০২ টি	০৭-০৯-২০১৬
			০৮ টি	
জনাব আলাউদ্দিন আল মাছুম, পিতা-মরহুম মোঃ ইয়াকুব আলী, ৬২৪/২ ইব্রাহীমপুর, থানা-কাফরুল, ঢাকা	জনাব টিনা পাল, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	৩১-১২-২০১৫ সভার তারিখ: ১৮-০১-২০১৬	১ টি	১১-০২-২০১৬
ঐ	জনাব দিপ্তী ময়ী জামান, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	১১-০২-২০১৬	১ টি	২৮-০৩-২০১৬
ঐ	ঐ	১১-০২-২০১৬	১ টি	২৮-০৩-২০১৬
ঐ	ঐ	০৩-০৪-২০১৬	১ টি	১৫-০৬-২০১৬
ঐ	জনাব মো: নূরুল মোত্তাকিন (অফিসার ইন-চার্জ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ভাটারা থানা, ডিএমপি, ঢাকা	২৬-০৬-২০১৬	১ টি	০৫-০৯-২০১৬
ঐ	ঐ	২৬-০৬-২০১৬	১ টি	০৫-০৯-২০১৬
ঐ	ঐ	২৬-০৬-২০১৬	১ টি	০৫-০৯-২০১৬
			০৭ টি	
জনাব এস.এম. সাইফ আলী, পিতা-এস.এম.মুজিবুর রহমান, দৈনিক সরেজমিন বার্তা, ৭৫, সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, মালিবাগ, ঢাকা	জনাব নাজমুল করিম, প্রোগ্রামার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০	২৬-০১-২০১৬	১ টি	২৪-০৩-২০১৬
ঐ	জনাব খান মোঃ আব্দুল মান্নান, মহাপরিদর্শক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০	২৬-০১-২০১৬	১ টি	২৪-০৩-২০১৬

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
ঐ	জনাব মোঃ মোক্তার হোসেন, ইউপি সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাড্ডা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যলয়, জেলা-ঢাকা	২৬-০১-২০১৬	১ টি	২৪-০৩-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মিরপুর পৌরসভা কার্যালয়, কুষ্টিয়া	২৯-০২-১৬	১ টি	০৫-০৫-২০১৬
ঐ	শেখ মুজিবর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা পরিষদ কার্যালয়, রাজশাহী	১২-০৪-১৬	১ টি	১৬-০৬-২০১৬
ঐ	অধ্যাপক ডা: আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক (এমআইএস) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা	১২-০৪-১৬	১ টি	১৬-০৬-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ এনামুল কবির, উচ্চমান সহকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা পরিষদ কার্যালয়, পটুয়াখালী	১৯-০৬-২০১৬	১ টি	০৫-০৯-২০১৬
			০৭ টি	
জনাব আবু ইউনুছ মাসুদ আহম্মদ (রানা), পিতা:-মৃত. আবু ইছা সাব্বির আহম্মদ, ঠিকানা-দৈনিক সরেজমিন বার্তা, ৭৫, সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, মালিবাগ, ঢাকা	জনাব মিজ নুর কামরুন নাহার, ম্যানেজার (পি.আর) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরন কর্তৃপক্ষ (ডিপিডিসি), আব্দুল গনি রোড, ঢাকা	১৪-০২-২০১৬	১ টি	২৯-০৩-২০১৬
ঐ	তথ্য কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা	০৬-০৩-২০১৬	১ টি	০৮-০৫-২০১৬
ঐ	মিজ নুর কামরুন নাহার ম্যানেজার (পি.আর) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরন কর্তৃপক্ষ (ডিপিডিসি), আব্দুল গণি রোড, ঢাকা	১২-০৪-২০১৬	১ টি	১৫-০৬-২০১৬
ঐ	ঐ	০১-০৬-২০১৬	১ টি	০৪-০৮-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ শাহ আলম চৌধুরী, পরিচালক (জোন-৫) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা	০১-০৬-২০১৬	১ টি	০৪-০৮-২০১৬
ঐ	জনাব এ. এম. মোস্তফা তারেক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপ-সচিব, ঢাকা	২৬-০৬-২০১৬	১ টি	০৫-০৯-২০১৬
ঐ	জনাব এ. এম. মোস্তফা তারেক, উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা ওয়াসা, কাওরান বাজার, ঢাকা	০৭-১২-২০১৬	১ টি	৩১-০১-২০১৭
			০৭ টি	
জনাব মো: নাহিদ সিকদার, পিতা-মো: সদর আলী, গ্রাম-জামালপুর, ডাকঘর: চা-বাগান, উপজেলা-কালিয়াকৈর, জেলা- গাজীপুর।	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	২৭-০৭-২০১৬	০২ টি	৩১-০৮-২০১৬
ঐ	জনাব মোহাম্মদ সাইফুল কবীর, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা ভূমি অফিস, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	২৭-০৭-২০১৬	০১ টি	০৭-০৯-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা সমাজসেবা অফিস, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	২৭-০৭-২০১৬	০১ টি	০৭-০৯-২০১৬
ঐ	শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বর্মন, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ৪নং মৌচাক ইউনিয়ন পরিষদ, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।	২৭-০৭-২০১৬	০১ টি	০৭-০৯-২০১৬

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
ঐ	জনাব নওশিদ আহমেদ, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কালিয়াকৈর পৌরসভা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	২৩-১০-২০১৬	০১ টি	১৫-১২-২০১৬
			০৬ টি	
জনাব মো: মাহাবুবুর রহমান (সাংবাদিক), পিতা:- মো: আব্দুল হাকিম খান, ঠিকানা:-৮২/২ দক্ষিণ শাহজাহানপুর, ঢাকা।	জনাব প্রশান্ত কুমার মজুমদার, সেকশন অফিসার (জনসংযোগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, কক্ষ নং ১৪৩, ব্লক-বি (১ম ফ্লোর), শাহাবাগ, ঢাকা	০৯-১০-২০১৬	০১ টি	১৯-১২-২০১৬
ঐ	জনাব শাহ আলম চৌধুরী, পরিচালক জোন-৫ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।	১০-১১-২০১৬	০২ টি	২৬-০১-২০১৭ ও ২৯-০১-২০১৭
ঐ	জনাব সাইফুল ইসলাম, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ইলিয়টগঞ্জ (উত্তর) ইউনিয়ন পরিষদ, পো: ইলিয়টগঞ্জ, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	১০-১১-২০১৬	০১ টি	২৯-০১-২০১৬
ঐ	ডা: আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ভবন মহাখালী, ঢাকা	২৭-১২-২০১৬	০১ টি	০২-০২-২০১৭
ঐ	এস এম সাবরীনা ইয়াছমিন ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ঔষধ ভবন, মহাখালী, ঢাকা	২৭-১২-২০১৬	০১ টি	০২-০২-২০১৭
			০৬ টি	
জনাব শেখ রবিউল ইসলাম, পিতা- মরহুম শেখ আব্দুর রব, ১৩৬/১, পশ্চিম কাফরুল (৫ম তলা), আগারগাঁও, ঢাকা	জনাব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী, উপ-সচিব (প্রশাসন-২) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা	১২-০১-২০১৬	১ টি	২১-০৩-২০১৬
ঐ	জনাব জনাব মোঃ ফরহাদ মিঞা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী সচিব, প্রশাসন-১ শাখা,অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	২৩-০২-২০১৬	১ টি	০৫-০৫-২০১৬
ঐ	জনাব ইলিয়া সুমনা, উপ-সচিব (প্রশাসন-৩) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ঢাকা	১৩-০৭-২০১৬	১ টি	০৫-০৯-২০১৬
ঐ	ঐ	২৫-০৭-২০১৬	১ টি	০৫-০৯-২০১৬
ঐ	জনাব মো: জাহিদুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব, বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুবিভাগ, বাস্তবায়ন শাখা-৪, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	১২-১২-২০১৬	১ টি	৩১-০১-২০১৭
			০৫ টি	
জনাব মোঃ আবদুল আলীম, চীফ রিপোর্টার, অপরাধ বিচিত্রা, মডার্ণ ম্যানশন, ৫৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	জনাব মোঃ শাহ আলম চৌধুরী, পরিচালক (৫) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা	১২-০১-২০১৬	১ টি	২১-০৩-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, জনসংযোগ কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), আই এফ আই সি ব্যাংক, ডি বি বি এল বিল্ডিং, ৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা	২৬-০১-২০১৬	১ টি	২৪-০৩-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ শাহ আলম চৌধুরী, পরিচালক (জোন-৫) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা	২৬-০১-২০১৬	১ টি	২৪-০৩-২০১৬

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
ঐ	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রাইম ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ১১৯/১২০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা এবং জনাব মোঃ লুৎফুল হায়দার, এভিপি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনসংযোগ বিভাগ, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ, ইউনুস ট্রেড সেন্টার লেভেল-১০, ৫২-৫৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা	১১-০২-২০১৬	১ টি	০৪-০৫-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রাইম ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ১১৯/১২০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	২৫-০২-২০১৬	১ টি	০৪-০৫-২০১৬
			০৫ টি	
জনাব মোঃ ফিরোজ উদ্দিন, পিতা- মোঃ ওছমান গনী, ব্লাস্ট, ১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০	জনাব নাজমুল করিম, প্রোগ্রামার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), আইন ও বিচার বিভাগ, আইন মন্ত্রণালয়, ভবন নং-৪, বাংলাদেশ সচিবালয়	২০-০১-২০১৬	১ টি	২২-০৩-২০১৬
ঐ	জনাব নেয়ামত উল্লাহ, পরিচালক (ক্যাডার) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা	২০-০১-২০১৬	১ টি	২২-০৩-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন, গুলফেশন প্লাজা (১২ তলা), ৮ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭	২০-০১-২০১৬	১ টি	২২-০৩-২০১৬
ঐ	উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন, সচিবালয় (৭ম, ৮ম, ৯ম তলা), ১৫ কলেজ রোড, রমনা, ঢাকা	২০-০১-২০১৬	১ টি	২২-০৩-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ শামিম আহসান (এনডিসি), মহাপরিচালক (বহিঃ প্রচার অনুবিভাগ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রশাসন অনুবিভাগ, সেগুন বাগিচা, ঢাকা	২০-০১-২০১৬	১ টি	২২-০৩-২০১৬
			০৫ টি	
জনাব দেলোয়ার বিন সিরাজ, পিতা:-মৃত হাজী সিরাজ উদ্দিন, ঠিকানা-৩৯/১ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ৪র্থ তলা, ঢাকা-১০০০	জনাব মোঃ আমিরুল হাসান, উপ মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, এম আইএস বিভাগ, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	১১-০২-২০১৬	১ টি	২৮-০৩-২০১৬
ঐ	ঐ	০৮-০৫-২০১৬	১ টি	০৪-০৯-২০১৬
ঐ	জনাব নারায়ন চন্দ্র নন্দি, সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, বানারীপাড়া বাসস্ট্যান্ড, পোঃ+থানা-বানারীপাড়া, জেলা-বরিশাল	০৬-১০-২০১৬	১ টি	২২-১২-২০১৬
ঐ	জনাব মুহাম্মদ এনায়েতুর রহমান, সিস্টেম ম্যানেজার (ডিজিএম) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), আইসিবি সফটওয়্যার ডিভিশন (১৫ তলা) ৮, ডিআইটি এভিনিউ, ঢাকা	২৫-১০-২০১৬	১ টি	২২-১২-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রূপালী ব্যাংক লিঃ, লোকাল অফিস, রূপালী ভবন (২য় তলা), ৩৪, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০	০৮-১১-২০১৬	১ টি	২৬-০১-২০১৭
			০৫ টি	

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
জনাব আহাম্মদ আলী, পিতা-আক্কাছ আলী, সাং-কলাপাড়া, পাঃ+থানা ও জেলা-কিশোরগঞ্জ	সাব-রেজিস্টার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জ	১৭-০২-২০১৬	১ টি	২৯-০৩-২০১৬
ঐ	জনাব মোমেনা আক্তার, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তথ্য ও অভিযোগ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ	২৩-০৮-২০১৬	১ টি	০২-১১-২০১৬
ঐ	মোমেনা আক্তার, সহকারী কমিশনার, তথ্য ও অভিযোগ শাখা, কিশোরগঞ্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য ও অভিযোগ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ	০৯-১০-২০১৬	১ টি	১৫-১২-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ উবাইদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নির্বাহী প্রকৌশলী বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ (বিউবো), কিশোরগঞ্জ	২৩-১০-১৬	১ টি	১৫-১২-২০১৬
ঐ	নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ (বিউবো), কিশোরগঞ্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ (বিউবো), কিশোরগঞ্জ	২৭-১০-২০১৬	১ টি	১৫-১২-২০১৬
			০৫ টি	
জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান রাজ, পিতা:-মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ঠিকানা- দৈনিক সরেজমিন বার্তা, ৭৫, সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, মালিবাগ, ঢাকা।	জনাব এস. এম. হাবিবুল্লাহ, সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) মোড়েলগঞ্জ পৌরসভা, মোড়েলগনঞ্জ, বাগেরহাট।	০৯-০৩-২০১৬	০১ টি	০৮-০৫-২০১৬
ঐ	জনাব শাহিন সুলতানা, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঝালকাঠী পৌরসভা, ঝালকাঠী।	০৯-০৩-২০১৬	০১ টি	০৮-০৫-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ শফিউল আলম, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মুলাদি পৌরসভা কার্যালয়, মুলাদি, বরিশাল	১২-০৪-২০১৬	০১ টি	১৬-০৬-২০১৬
ঐ	জনাব অরুন কুমার দাস, সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা পরিষদ কার্যালয়, গোপালগঞ্জ।	১২-০৪-২০১৬	০১ টি	১৬-০৬-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ সুলতান মাহমুদ, নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাগুরা।	১৯-০৬-২০১৬	০১ টি	০৫-০৯-২০১৬
			০৫ টি	
জনাব আবুল কাশেম আল আসাদ (ফয়সল), পিতা-মৃত আব্দুস সোবহান, ৩৯৩ জল্লারপাড় (প্রধান সড়ক), পোষ্ট-সদর সিলেট, সিলেট কতোয়ালী মডেল থানা, জেলা-সিলেট-৩১০০।	জনাব হোসাইন মোহাম্মদ হাই জকি, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট-৩১০০	১৩-০৬-২০১৬	০১ টি	০৪-০৯-২০১৬
ঐ	জনাব মোহাম্মদ রহমত উল্যাহ, অতিঃ উপ-কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট	১৩-০৬-২০১৬	০১ টি	০৪-০৯-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, নিবাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, শিবগঞ্জ রোড, মীরাবাজার (বিদ্যুৎ দপ্তর), পোষ্ট ও জেলা: সিলেট-৩১০০	২৩-০৮-২০১৬	০৩ টি	০৩-১১-২০১৬
			০৫ টি	

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
জনাব মোঃ সিফাতুল্লাহ সাঈদী, সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সময়ের কাগজ, মতিয়ার ভবন, দাদাপুর রোড, কুষ্টিয়া।	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কুষ্টিয়া সদর উপজেলা, কুষ্টিয়া	২৯-১২-২০১৫ সভার তারিখ: ১৮-০১-২০১৬	১ টি	১০-০২-২০১৬
ঐ	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কুমারখালী উপজেলা পরিষদ, কুষ্টিয়া	২৬-০১-২০১৬	১ টি	২৪-০৩-২০১৬
ঐ	জনাব মহাঃ হারুন অর রশীদ, অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কয়া মহাবিদ্যালয়, কুমারখালী, কুষ্টিয়া	১৪-০৩-২০১৬	১ টি	০৮-০৫-২০১৬
ঐ	জনাব মো: সেলিম হক, সাধারণ সম্পাদক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), লালন একাডেমি, কুষ্টিয়া	২৩-১০-২০১৬	১ টি	১৮-১২-২০১৬
			০৪ টি	
জনাব রিয়াজ মোর্শেদ মাসুদ, পিতা-আলী আজম, ছফুরা শ্যানশন ৩য় তলা, নশরতপুর, পোঃ-লাকসাম, উপজেলা-লাকসাম, কুমিল্লা	ডাঃ মোঃ মজিবুর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), লাকসাম, কুমিল্লা	০৪-০১-২০১৬	১ টি	১১-০২-২০১৬
ঐ	চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), চীফ কমান্ড্যান্ট এর কার্যালয়, রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, সি আর বি, চট্টগ্রাম	০৪-০১-২০১৬	১ টি	১১-০২-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ শহীদ উল্লাহ, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নূরুল আমিন মজুমদার ডিগ্রী কলেজ, লাকসাম, কুমিল্লা	২৭-০৩-২০১৬	১ টি	০৯-০৫-২০১৬
ঐ	জনাব মো: আলী হোসেন, অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), চলন মহাবিদ্যালয়, পো: যুক্তিখোলা, উপজেলা: নাঙ্গলকোট, জেলা: কুমিল্লা	১৭-১১-২০১৬	১ টি	২৯-০১-২০১৭
			০৪ টি	
জনাব শংকরী রাণী দে তরফদার, পিতা-সুনীল চন্দ্র দে তরফদার, গ্রাম- কাউনিয়া, ডাকঘর-মশিউর নগর, জেলা-ময়মনসিংহ	জনাব আখতারুজ্জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০	২৬-০১-২০১৬	১ টি	২৮-০৩-২০১৬
ঐ	জনাব আমিনুল ইসলাম, উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রশাসন শাখা-১, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০	২৬-০১-২০১৬	১ টি	২৮-০৩-২০১৬
ঐ	জনাব কামরুন নাহার, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা-১০০০	২৬-০১-২০১৬	১ টি	২৮-০৩-২০১৬
ঐ	ঐ	০৩-০৫-২০১৬	১ টি	১৯-০৬-২০১৬
			০৪ টি	
জনাব ফেরদৌস হাসান, পিতা:-মোঃ হাসান আলী শেখ, ঠিকানা-জেসি রোড, ধানবান্ধি, সিরাজগঞ্জ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ	১৭-০২-২০১৬	১ টি	২৯-০৩-২০১৬
ঐ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	১৭-০২-২০১৬	১ টি	২৯-০৩-২০১৬
ঐ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ	১৭-০২-২০১৬	১ টি	২৯-০৩-২০১৬
ঐ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), চৌহালী, সিরাজগঞ্জ	১৭-০২-২০১৬	১ টি	২৯-০৩-২০১৬
			০৪ টি	

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
জনাব মোঃ ইমরান হোসেন, পিতা-মৃত দৌলত হোসেন মিয়া, বর্তমান ঠিকানা-২৭৯, পূর্ব হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা	প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা	২৯-০২-২০১৬	১ টি	০৪-০৫-২০১৬
ঐ	কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা	২৯-০২-২০১৬	১ টি	০৪-০৫-২০১৬
ঐ	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা	২৩-০৮-২০১৬	১ টি	০৩-১১-২০১৬
ঐ	ঐ	২৩-০৮-২০১৬	১ টি	০৩-১১-২০১৬
			০৪ টি	
মাওঃ ক্বারী মোঃ ইলিয়াছ, পিতা-ক্বারী হাসমত আলী, গ্রাম+পোঃ-মেছেরা, থানা-হোসেনপুর, জেলা-কিশোরগঞ্জ।	জনাব দিলীপ দে, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ	০৫-০৪-২০১৬	০১ টি	১৫-০৬-২০১৬
ঐ	জনাব সোহানা নাসরিন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই), হোসেনপুর উপজেলা, কিশোরগঞ্জ।	০৫-০৪-২০১৬	০১ টি	১৫-০৬-২০১৬
ঐ	জনাব মোছাঃ মোমেনা আক্তার, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ।	০৫-০৪-২০১৬	০১ টি	১৫-০৬-২০১৬
ঐ	জনাব মোছাঃ মোমেনা আক্তার, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ।	২০-১২-২০১৬	০১ টি	০২-০২-২০১৭
			০৪ টি	
জনাব বশির আহাম্মদ, পিতা-হাজী রুস্তম আলী, সাবেক প্রবাস রেষ্ট হাউজ, লাকসাম, ষ্টেডিয়াম রোড, নশরতপুর, লাকসাম, কুমিল্লা।	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই), হাজী রুস্তম আলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, জালগাঁও, ডোমবাড়িয়া, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা	১৮-০৫-২০১৬	০১ টি	০৩-০৮-২০১৬
ঐ	জনাব মাহবুবুর রহমান, এম.ডি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পল্লি দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন, হাউজ নং-০৫, হাজী রোড, রূপনগর, মিরপুর, ঢাকা	০৬-০৬-২০১৬	০১ টি	০৩-০৮-২০১৬
ঐ	জনাব মাহবুবুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পল্লি দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন হাউজ নং-০৫, এভিনিউ-৩ হাজী রোড, রূপনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।	২৩-১০-২০১৬	০১ টি	২১-১২-২০১৬
ঐ	জনাব আবু তাহের, অধ্যক্ষ, লাকসাম মডেল কলেজ (সাবেক ব্রাড মডেল কলেজ), নশরতপুর, লাকসাম, কুমিল্লা।	২৭-১০-২০১৬	০১ টি	২১-১২-২০১৬ (গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক) ০৫-০২-২০১৭ (উভয় পক্ষ)
			০৪ টি	
জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম ইমন, পিতা-মোঃ নুরুল ইসলাম, নতুন ঠিকানা-(স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সংবাদ প্রতিদিন) ৫০৩/৫, বাগানবাড়ী আবাসিক এলাকা, মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭।	খন্দকার রাকিবুর রহমান, মহাপরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮	১৯-০৬-২০১৬	০১ টি	০৪-০৯-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ আজমাল হোসেন, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঝিনাইদহ পৌরসভা কার্যালয়, ঝিনাইদহ	২৭-০৭-২০১৬	০১ টি	০৪-০৯-২০১৬

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
ঐ	জনাব মোহাম্মদ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক বিভাগ, সয়াধানগড়া, সিরাজগঞ্জ।	০২-০৮-২০১৬	০১ টি	০২-১১-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ আজমাল হোসেন, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঝিনাইদহ পৌরসভা কার্যালয়, ঝিনাইদহ।	২৩-১০-২০১৬	০১ টি	১৮-১২-২০১৬
			০৪ টি	
জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন, পিতা:- তমিজ উদ্দিন (ও জনাব মোঃ মাহাবুবুর রহমান, পিতা:- আব্দুল হাকিম এবং জনাব শফিউল ইসলাম, পিতা: আব্বাস আলী) বর্তমান ঠিকানা ৮২/২ দক্ষিণ শাহজাহানপুর, ঢাকা।	জনাব তৌহিদুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, (আরটিআই), তিতাস উপজেলা ভূমি অফিস, কুমিল্লা, উপজেলা: তিতাস, জেলা: কুমিল্লা।	০৯-১০-২০১৬	০১ টি	১৯-১২-২০১৬
ঐ	জনাব মানিক মো: ইয়াহিয়া, সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-৩, পো: গৌরিপুর, থানা: দাউদকান্দি, জেলা: কুমিল্লা।	০৯-১০-২০১৬	০১ টি	১৯-১২-২০১৬
ঐ	জনাব এইচ এম মাহফুজুর রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), দাউদকান্দি উপজেলার ভূমি অফিস, পো:+ থানা: দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	০৯-১০-২০১৬	০১ টি	১৯-১২-২০১৬
ঐ	জনাব আবদুস সালাম, অধ্যক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), চান্দিনা রেদওয়ান আহম্মেদ কলেজ, পো:+থানা: চান্দিনা, কুমিল্লা।	০৯-১০-২০১৬	০১ টি	১৯-১২-২০১৬
			০৪ টি	
জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, বর্তমান ঠিকানা-সেকশন-১২, ব্লক-ই, লাইন নং-০১, বাসা নং-৫৪, পল্লবী মিরপুর, ঢাকা-১২১৬	জনাব টিনা পাল, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা	১২-০১-২০১৬	১ টি	২২-০৩-২০১৬
ঐ	ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	০৯-০৩-২০১৬	১ টি	০৫-০৫-২০১৬
ঐ	সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	০৯-০৩-২০১৬	১ টি	০৫-০৫-২০১৬
			০৩ টি	
জনাব রাশেদ আহমেদ, পিতা-মোঃ আব্দুল মজিদ, বর্তমান ঠিকানা-গাজী বাড়ি, ডি-১৮/১, তালবাগ, সাভার, ঢাকা	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস, সাভার, ঢাকা	০৬-০৩-২০১৬	১ টি	০৫-০৫-২০১৬
ঐ	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা, ২ নং নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২ নং নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০	০৬-০৩-২০১৬	১ টি	০৫-০৫-২০১৬
ঐ	তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডিপিএইচই ভবন, ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্মরনী, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০	১৪-০৩-২০১৬	১ টি	০৫-০৫-২০১৬
			০৩ টি	

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
জনাব দেলোয়ার হেসেন খান, পিতা:-মৃত মফিজউদ্দীন, কালাম মঞ্জিল, সমাজকল্যাণ গলি, কালিবাড়ি রোড, বরিশাল	অধ্যাপক ডাঃ আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।	২৩-০২-২০১৬	০১ টি	০৪-০৫-২০১৬
ঐ	ডাঃ সমীর কান্তি সরকার, উপ-পরিচালক (এম.আই.এস) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।	২৫-০৫-২০১৬	০১ টি	০৪-০৮-২০১৬
ঐ	ডাঃ সমীর কান্তি সরকার, উপ-পরিচালক (এম.আই.এস) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।	১৫-০৬-২০১৬	০১ টি	৩১-০৮-২০১৬
			০৩ টি	
জনাব কৃষ্ণা দাস, পিতা-মানিক দাস, গ্রাম-হাতিখানা, সৈয়দপুর, নীলফামারী।	প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উত্তর সেনাখুলি নিরাশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী	০১-০৬-২০১৬	০১ টি	০৮-০৮-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ হাসান আলী, সহকারী পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সৈয়দপুর, নীলফামারী	০২-০৮-২০১৬	০১ টি	৩১-১০-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ মশিউর রহমান, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী	০২-০৮-২০১৬	০১ টি	৩১-১০-২০১৬
			০৩ টি	
জনাব রাজু দাস, পিতা-মৃত লছনা দাস, কুন্দল কলেজ রোড (বঙ্গবন্ধু স্কুল এলাকা), ডাকঘর-সৈয়দপুর, উপজেলা-সৈয়দপুর, উপজেলা-নীলফামারী।	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা সমাজসেবা অফিস, উপজেলা-সৈয়দপুর, জেলা-নীলফামারী	১৩-০৭-২০১৬	০১ টি	০৫-০৯-২০১৬
ঐ	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা খাদ্য অধিদপ্তর, সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী	১৭-০৭-২০১৬	০১ টি	০৬-০৯-২০১৬
ঐ	জনাব মো: মশিউর রহমান, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলাঃ সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী	০২-০৮-২০১৬	০১ টি	৩১-১০-২০১৬
			০৩ টি	
(১) জনাব বিপ্লব কর্মকার, পিতা-সুভাষ চন্দ্র কর্মকার, (২) জনাব শ্রীধাম কর্মকার, পিতা-সঞ্জু কর্মকার, গ্রাম+পোষ্ট-বিপুলাসার, থানা-মনোহরগঞ্জ, জেলা-কুমিল্লা ও (৩) জনাব মুহাম্মাদ সাব্বির হোসাইন, পিতা-মুহাম্মাদ জাকির হোসেইন, প্রযত্নে-শওকত বাঙ্গালী, ০৭ বঙ্গবন্ধু ভবন, ০৮ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম	জনাব আতিক রসুল টিপু, সমাজ কল্যাণ অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম	২৯-০২-২০১৬	১ টি	০৪-০৫-২০১৬
ঐ	জনাব হুমায়ুন কবির, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, মগবাজার, ঢাকা	৩০-১০-২০১৬	১ টি	২২-১২-২০১৬
			০২ টি	

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
(১) জনাব বিজয় কর্মকার, (২) জনাব শ্রীধাম কর্মকার, পিতা-সুভাষ চন্দ্র কর্মকার ও সঞ্জু কর্মকার, গ্রাম+পোষ্ট-বিপুলাসার, থানা-মনোহরগঞ্জ, জেলা-কুমিল্লা	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বগুড়া মডেল থানা, বগুড়া	১৩-০৪-২০১৬	১ টি	১৫-০৬-২০১৬
ঐ	জনাব মো: শাহ শামসুজজোহা, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (RTI), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া	১৭-০৯-২০১৬	১ টি	০৬-১১-২০১৬
			০২ টি	
(১) জনাব মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন, পিতা:-মহি উদ্দিন, ঠিকানা:-সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি), সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল, সৈয়দপুর সেনানিবাস, নীলফামারী। (২) জনাব শ্রীধাম কর্মকার, পিতা:-সঞ্জু কর্মকার, গ্রাম:-বিপুলাসার, পোষ্ট: বিপুলাসার, থানা:-মনোহরগঞ্জ, জেলা: কুমিল্লা	জনাব মো: মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা নির্বাচন অফিস, হাতিয়া, নোয়াখালী	১৩-১০-২০১৬	১ টি	২২-১২-২০১৬
ঐ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম		১ টি	
			০২ টি	
জনাব এ এস এম আলমগীর, পিতাঃ এ কে এম শাহজাহান, সাংবাদিকতা (প্রতিনিধি, প্রথমআলো),গ্রাম- পুরাতুন বাজার, উপজেলা- বিরামপুর,জেলা-দিনাজপুর	জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, উপজেলা প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপজেলা-নবাবগঞ্জ, জেলা-দিনাজপুর	২৬-০১-২০১৬	১ টি	২৪-০৩-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ মাসুদুজ্জামান, পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, নিশিন্দারা, বগুড়া	০৯-০৮-২০১৬	১ টি	০২-১১-২০১৬
			০২ টি	
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম ভূইয়া, সাংবাদিক, দৈনিক খবর পত্র, পিতা-আব্বাস আলী ভূইয়া, ৮২, শাহজাহানপুর, থানা-শাহজাহানপুর, ঢাকা	জনাব ইউসুফ আলী মোল্লা ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ডেমরা থানা, সারুলিয়া ,ঢাকা	১৭-০২-২০১৬	১ টি	২৯-০৩-২০১৬
ঐ	জনাব আখতার হোসেন, যুগ্ম-সচিব-১ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), প্রশাসন শাখা-১ স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়	২৪-০৩-২০১৬	১ টি	০৯-০৫-২০১৬
			০২ টি	
জনাব শেখ আলী আহাম্মদ, পিতা-মৃত শেখ মোঃ আব্দুল আজিজ, ৩১/৩, মাসদার লিংক রোড, ডাক-নারায়ণগঞ্জ, থানা-ফতুল্লা, জেলা-নারায়ণগঞ্জ	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়াকফ্ প্রশাসক বাংলাদেশ, মগবাজার, ঢাকা	১৭-০২-২০১৬	১ টি	২৯-০৩-২০১৬
ঐ	জনাব মো: শহিদুল ইসলাম, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত, নারায়ণগঞ্জ	২০-০৬-২০১৬	১ টি	০৪-০৯-২০১৬
			০২ টি	
জনাব সোহেলী পারভীন, পিতা-এসএএম রেজাউল হক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, আলমডাঙ্গা শাখা, চুয়াডাঙ্গা।	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, ব্যবস্থাপক(প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৭৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	২৭-০৩-২০১৬	০১ টি	০৯-০৫-২০১৬

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
ঐ	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৭৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	১৩-০৭-২০১৬	০১ টি	০৬-০৯-২০১৬
			০২ টি	
জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, পিতাঃ-মোঃ ওসমান আলী, গ্রাম-পাড়োরা, ডাক-মিঠাপুকুর, থানা-বদল গাছি, জেলা-নওগাঁ।	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বানৌজা তিতুমীর, শহর খালিশপুর, খুলনা।	০২-০৫-২০১৬	০২ টি	১৬-০৬-২০১৬
			০২ টি	
জনাব শিমন মুরমু, পিতাঃ-ঝাপড়া মুরমু, গ্রাম-দঃ বহলা, পোঃ কাঞ্চণ, উপজেলা-বিরল, জেলা-দিনাজপুর।	অফিসার ইন-চার্জ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিরল থানা, দিনাজপুর	২৫-০৫-২০১৬	০১ টি	০৪-০৮-২০১৬
ঐ	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা-বিরল, জেলা-দিনাজপুর	২৫-০৫-২০১৬	০১ টি	০৪-০৮-২০১৬
			০২ টি	
জনাব মোঃ আবদুল হক, পিতা-মৃত হাজী আবদুল হাকিম, ফিসারী রোড, কিশোরগঞ্জ।	জনাব মোঃ মুখলেছুর রহমান, প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সরকারী আদর্শ শিশু বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ	০১-০৬-২০১৬	০১ টি	০৪-০৮-২০১৬
ঐ	নির্বাহী প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ (বিউবো), কিশোরগঞ্জ।	১৭-১১-২০১৬	০১ টি	২৯-০১-২০১৭
			০২ টি	
জনাব প্রনব কুমার দেব, পিতা-হরি মোহন দেব, সহকারী শিক্ষক, বিদ্যাময়ী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-২২০০।	জনাব মাওঃ ইউনুছ, নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস এর কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০	১৩-০৬-২০১৬	০১ টি	৩১-০৮-২০১৬
ঐ	খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান, অতিঃ হিসাব মহানিয়ন্ত্রক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা ঢাকা-১০০০	১৩-০৬-২০১৬	০১ টি	৩১-০৮-২০১৬
			০২ টি	
জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান (সদস্য নং-৩৯৫), পিতা-মৃত মুন্সি ছৈয়দ আহাম্মদ, ১২৩, টিনসেড কলোনী, সেকশন-১৩, কাফরুল, ঢাকা-১২১৬।	জনাব মোঃ গালিব খান, জেলা সমবায় কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা সমবায় অফিস, সমবায় অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।	২৫-০৭-২০১৬	০১ টি	০৭-০৯-২০১৬
ঐ	জনাব মোঃ গালিব খান, জেলা সমবায় কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জেলা সমবায় অফিস, সমবায় অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।	১৭-১১-২০১৬	০১ টি	২৯-০১-২০১৭
			০২ টি	
জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, পিতা-মৃত আবদুস সোবাহান, গ্রাম-টেক কাথোরা, পোঃ সালনা বাজার, ২০নং ওয়ার্ড, গাজীপুর, মহানগর।	জনাব মোঃ আবু জাফর, ফরেস্ট রেঞ্জার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), ঢাকা বন বিভাগ, ১০১ মহাখালী, বন বিভাগ (২য় তলা), গুলশান সড়ক, ঢাকা-১২১২	২৬-০৬-২০১৬	০১ টি	০৫-০৯-২০১৬
ঐ	সহকারী কমিশনার ভূমি ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), গাজীপুর সদর, গাজীপুর	২৫-০৭-২০১৬	০১ টি	০৭-০৯-২০১৬
			০২ টি	

অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিপক্ষের নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের তারিখ	কতটি	শুনানীর তারিখ
জনাব আহাম্মদ আলী, পিতা- মোঃ আক্কাছ আলী, ঠিকানা:-সাং- কলাপাড়া বড়বাড়ি, কিশোরগঞ্জ।	জনাব মোমেনা আক্তার, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তথ্য ও অভিযোগ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ।	২৩-০৮-২০১৬	০১ টি	০২-১১-২০১৬
ঐ	জনাব মোমেনা আক্তার, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তথ্য ও অভিযোগ শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ।	০৯-১০-২০১৬	০১ টি	১৫-১২-২০১৬
			০২ টি	
জনাব জাহিদ হাসান (সাংবাদিক), পিতা:-মরহুম মহব্বত আলী মুন্সী, ঠিকানা:-নাগড়া (মধ্যপাড়া), নেত্রকোণা।	নির্বাহী প্রকৌশলী (সেচ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), বিএডিসি, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, সেচ ভবন, নাগড়া, নেত্রকোনা।	২৫-১০-২০১৬	০১ টি	১৮-১২-২০১৬
ঐ	উপ-পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সমাজসেবা অধিদপ্তর, নেত্রকোণা এবং নেত্রকোণা জেলার সকল উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	২০-১২-২০১৬	০১ টি	০২-০২-২০১৭
			০২ টি	
জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান কিরণ, পিতা:- মৃত হাজী আব্দুল হামিদ, স্থায়ী ঠিকানা: রহিমপুর, ইউপি: বহুলী, উপজেলা: সিরাজগঞ্জ সদর, জেলা: সিরাজগঞ্জ।	জনাব মোঃ তানভির রহমান, সহকারী কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), অভিযোগ ও তথ্য শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ	২৯-১১-২০১৬	০১ টি	৩০-০১-২০১৬
ঐ	জনাব ধীমান চন্দ্র কর্মকার, এ এস পি (হেড কোয়াঃ), পুলিশ সুপারের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ।	২৯-১১-২০১৬	০১ টি	৩০-০১-২০১৬
			০২ টি	

উপর্যুক্ত ছক ও তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৫৩ জন অভিযোগকারী ২৮২ টি অভিযোগ তথ্য কমিশনে দাখিল করেছেন। ১ জন অভিযোগকারী সর্বোচ্চ ১৭ টি অভিযোগ দাখিল করেছেন, অপর ২ জন অভিযোগকারী ২য় সর্বোচ্চ ১৬ টি অভিযোগ, ১ জন অভিযোগকারী ১৪ টি, ১ জন অভিযোগকারী ১২ টি, ২ জন অভিযোগকারী ১১ টি, ১ জন অভিযোগকারী ১০ টি, ৩ জন অভিযোগকারী ৮ টি, ৩ জন অভিযোগকারী ৭ টি, ২ জন অভিযোগকারী ৬ টি, ৭ জন অভিযোগকারী ৫ টি, ৯ জন অভিযোগকারী ৪ টি, ৫ জন অভিযোগকারী ৩ টি, ১৬ জন অভিযোগকারী ২ টি করে অভিযোগ দাখিল করেছেন। এছাড়াও অন্যান্য ৮২ জন অভিযোগকারীর প্রত্যেকে ১ টি করে অভিযোগ দাখিল করেছেন।

- **শুনানীর জন্য গৃহীত হয়নি এমন ১৭৫ টি অভিযোগ পর্যালোচনায় একই ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত ২ বা ততোধিক অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্যঃ**

  ❖ পরামর্শমূলক পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত ১১৮ টি অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায়- ০৬ টি অভিযোগ দায়ের করেছেন ০১ জন অভিযোগকারী, ০৫ টি করে অভিযোগ দায়ের করেছেন ০৩ জন অভিযোগকারী, ০৪ টি অভিযোগ দায়ের করেছেন ০১ জন, ০৩ টি করে অভিযোগ দায়ের করেছেন ০৫ জন, ০২ টি করে অভিযোগ দায়ের করেছেন ১৪ জন এবং ০১ টি করে অভিযোগ দায়ের করেছেন ৫০ জন অভিযোগকারী।

  ❖ গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ক একক শুনানীর জন্য গৃহীত ৩২ টি অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায় ০৪ টি করে অভিযোগ দায়ের করেছেন ০২ জন, ০৩ টি করে অভিযোগ দায়ের করেছেন ০২ জন, ০২ টি করে অভিযোগ দায়ের করেছেন ০৫ জন এবং ০১ টি করে অভিযোগ দায়ের করেছেন ০৮ জন অভিযোগকারী।

  ❖ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দিয়ে নিষ্পত্তিকৃত ১৮ টি অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায় ০৫ টি করে অভিযোগ দায়ের করেছেন ০২ জন, ০৪ টি অভিযোগ দায়ের করেছেন ০১ জন, ০২ টি অভিযোগ দায়ের করেছেন ০১জন এবং ০১ টি করে অভিযোগ দায়ের করেছেন ০২ জন অভিযোগকারী।

  ❖ এছাড়া, পূর্বে দায়েরকৃত সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে নিষ্পত্তিকৃত ০৩ টি অভিযোগ ৩ জন অভিযোগকারী দায়ের করেছেন। বিবেচনাধীন ০৩ টি অভিযোগ ০১ জন অভিযোগকারী দায়ের করেছেন এবং তদন্তাধীন ০১ টি অভিযোগ ০১ জন অভিযোগকারী দায়ের করেছেন।

৫.১১ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয় ঃ

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও অপারগতার কারণসমূহ (ধারা উল্লেখসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ	কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব
১.	কৃষি মন্ত্রণালয়	৫৯৯	৫৯৭	২	০৫	০৪+০১ (প্রক্রিয়াধীন)		১,৭৭২/-		
২.	অর্থ মন্ত্রণালয়	৫২৬	৫০১	২৩+০২ (প্রক্রিয়াধীন)	৮	৬+২ (প্রক্রিয়াধীন)		৩০২/-		
৩.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২৭৮	২৫২	২৬	১৮	১৭+১ (প্রক্রিয়াধীন)		৫,০৪৪/-		
৪.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২০৭	২০৭	-	-	-		৫৮,০৮১/-		
৫.	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১২১	১১৮	০২+০১ (প্রক্রিয়াধীন)	০২	০১+০১ (প্রক্রিয়াধীন)		৬৭৪/-		
৬.	শিল্প মন্ত্রণালয়	৮২	৭৯	০৩	০১	০১		৫৬/-		
৭.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭৬	৬৬	১০	১৯	১২+৭ (প্রক্রিয়াধীন)		৫৫১/-		
৮.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৬৫	৫৮	৭				৩৮৪/-		
৯.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৬০	৫৬	০৪ (প্রক্রিয়াধীন)	৩	৩		৪২০/-		
১০.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৬০	৫২	৮	১৫	১৫		৪২,১৫০/-		

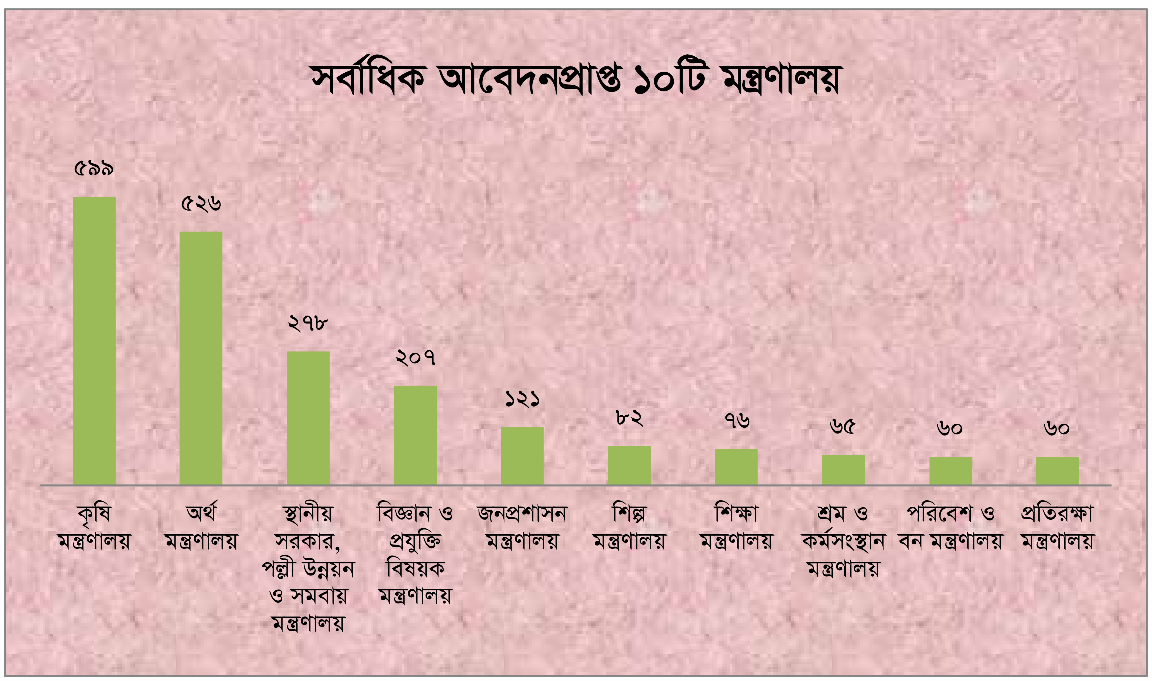

৫.১২ দেশের সকল জেলায় প্রাপ্ত আবেদনগুলোর বিভাগওয়ারী তথ্যাদি ঃ

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও অপারগতার কারণসমূহ (ধারা উল্লেখসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ	কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব
১.	চট্টগ্রাম বিভাগ	১০৭৬	১০৪৩	৩৩	১০	০৯+০১ (প্রক্রিয়াধীন)		১২,৮১৭/-		
২.	রংপুর বিভাগ	৯৪০	৯২৬	১৩+০১ (প্রক্রিয়াধীন)	০৮	০৭+১ (প্রক্রিয়াধীন)		৯৫৬/-		
৩.	ঢাকা বিভাগ	৪৭১	৪৩৩	৩৮	৪৩	৪৩		১০৫৫/-		
৪.	খুলনা বিভাগ	৩২২	২৯৯	১৬+০৭ (প্রক্রিয়াধীন)	০৪	০৩+০১ (প্রক্রিয়াধীন)		৫৯৭/-		
৫.	সিলেট বিভাগ	২৮৪	২৮০	০৪	০২	০২		৬০৮/-		
৬.	রাজশাহী বিভাগ	১৭৮	১৭০	০৮	০৩	০৩		৮৭৪/-		
৭.	বরিশাল বিভাগ	১৪৭	১৪৬	০১ (প্রক্রিয়াধীন)	০৩	০৩		৮০/-		
৮.	ময়মনসিংহ বিভাগ	৭৯	৭২	৩+৪ (প্রক্রিয়াধীন)	৯	৯		১৭৬/-		
৯.	মোট	৩৪৯৭	৩৩৬৯	১১৫+১৩ (প্রক্রিয়াধীন)	৮২	৭৯+০৩ (প্রক্রিয়াধীন)		১৭,১৬৩/-		

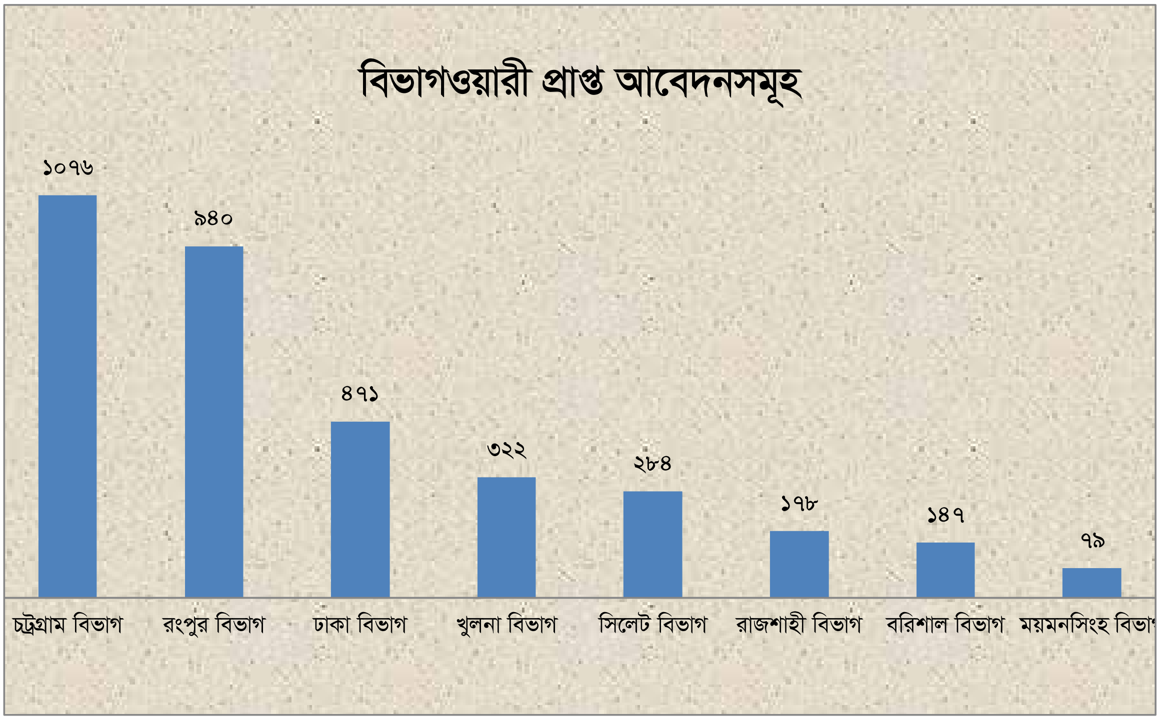

৫.১৩ সর্বাধিক আবেদনপ্রাপ্ত ১০ টি জেলা ঃ

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও অপারগতার কারণসমূহ (ধারা উল্লেখসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ	কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব
১.	কুমিল্লা	৮২৮	৭৯৭	৩১	০৪	০৩+০১ (প্রক্রিয়াধীন)		৩১২১/-		
২.	নীলফামারী	৮০৮	৮০৪	০৪	০৬	০৬		৭৯৬/-		
৩.	সিলেট	২৪৯	২৪৮	০১	০২	০২		৪১৮/-		
৪.	গাজীপুর	২১৩	২১১	০২	১	১		৫৫/-		
৫.	যশোর	২০২	১৯৩	০২+০৭ (প্রক্রিয়াধীন)	০১	০১		৩২৬/-		
৬.	সিরাজগঞ্জ	১১৯	১১৯	-	০১	০১		৬১৮/-		
৭.	কিশোরগঞ্জ	৯৯	৬৪	৩৫	১৭	১৭		৩২০/-		
৮.	পিরোজপুর	৬৯	৬৯							
৯.	ফেনী	৬১	৬১	-	-	-		-		
১০.	চট্টগ্রাম	৬০	৬০	-	-	-		-		

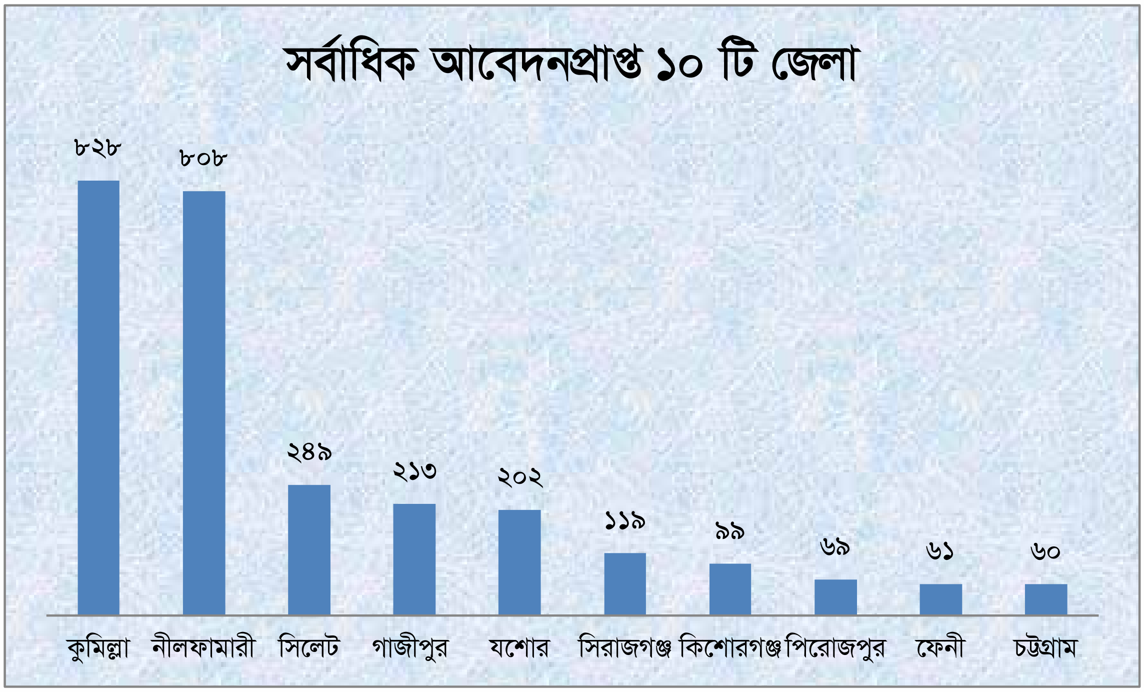

৫.১৪ এনজিও সমূহে প্রাপ্ত আবেদন ঃ

ক্রমিক নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিস্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও অপারগতার কারণসমূহ (ধারা উল্লেখসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের সংখ্যা	আপীল নিস্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ	কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত সংস্কার প্রস্তাব
১.	টিআইবি	৭১	৭১	-	-	-		-		
২.	টিএমএসএস	৪৮	৪৮	-	-	-		-		
৩.	ডেমোক্রেসি ওয়াচ	২০	২০	-	০২	০২				
৪.	আনন্দ, খাগড়াছড়ি	২০	২০							
৫.	আশা	০৭	০৭	-	-	-		-		
৬.	ওয়াইডব্লিউসিএ, খাগড়াছড়ি	০৬	০২	০৪	০২	০২				
৭.	আরডিআরএস	০৫	০৫	-	-	-		-		
৮.	আরশী নগর	০৫	০৫	-	-	-		-		
৯.	দিশা	০৫	০৫	-	-	-		-		
১০.	ব্রীফ	০৫	০৫	-	-	-		-		
১১.	তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা, খাগড়াছড়ি	০২	০২					১০০/-		
১২.	এমআরডিআই	০১	০১	-	-	-		-		
১৩.	ব্র্যাক	০১	০১	-	-	-		-		
১৪.	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন	০১	০	০১	-	-		-		
	মোট	১৯৭	১৯২	০৫	০৪	০৪		১০০/-		

উল্লিখিত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত উল্লেখিত ১৪ টি এনজিও এর নিকট মোট ১৯৭টি তথ্যের আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

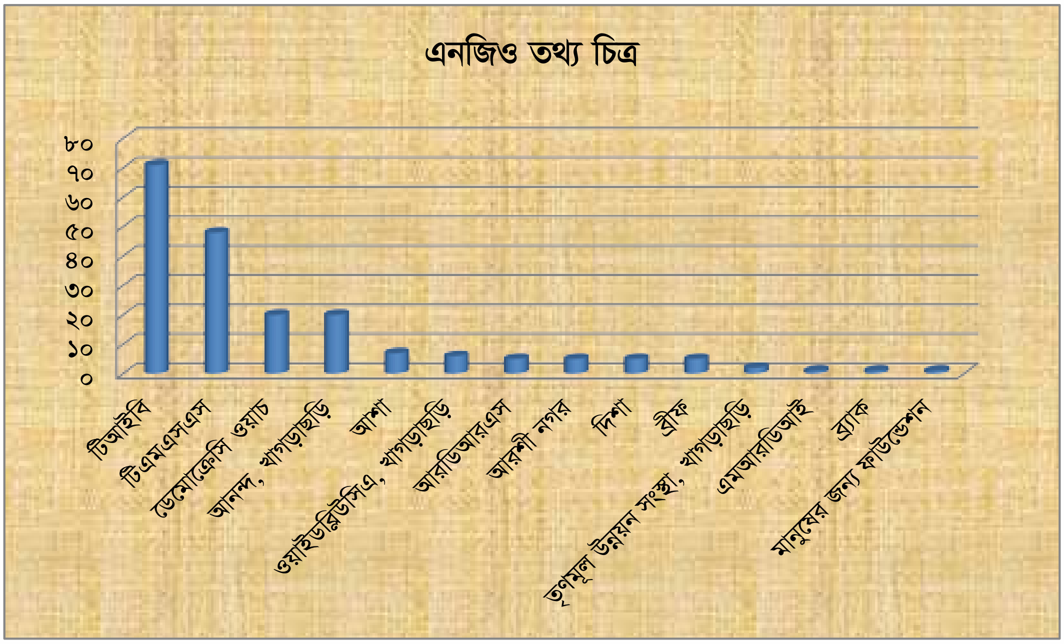

৫.১৫ তথ্য কমিশন ঃ কেস স্টাডি

কেস স্টাডি-০১ ঃ কেন্দ্রীয় ঔষাধাগার কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর দুর্নীতি প্রতিরোধে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ভূমিকা ।

জনাব এস. এম. সাইফ আলী, পিতা-এস.এম.মুজিবুর রহমান, বর্তমান ঠিকানা, দৈনিক সরেজমিন বার্তা, ৭৫, সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড় মালিবাগ, ঢাকা ১২-০৪-১৬ তারিখে ডাঃ মোহাম্মদ জিয়াউল হক, চীফ কো-অর্ডিনেটর, ও, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কেন্দ্রীয় ঔষাধাগার কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, গত ০৮-১২-২০১৫ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে অধ্যাপক ডা: আবুল কালাম আজাদ, তৎকালীন পরিচালক (এমআইএস) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

তথ্য কমিশনে ১৫৫/২০১৫ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে তার চাহিত তথ্য সমূহ সরবরাহের ক্ষেত্রে আংশিক তথ্য বাদ পড়ে যায় বিধায় ওসব বাদ পড়ে যাওয়া তথ্য পাবার জন্য আবেদন।

১. (ক) সাক্সেস অ্যাডভার্টাইজিং, ১৯১ ফকিরাপুল কেত্তাই, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। (খ) হোপ অ্যাডভার্টাইজিং, ১৯১ ফকিরাপুল, (গ) মুক্তা অ্যাডভার্টাইজিং, ২৯ (নতুন) আরামবাগ, (গ্রাউন্ডফ্লোর) মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা। কেন্দ্রীয় ঔষধাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপরোল্লেখিত (ক), (খ) ও (গ) এই তিনটি অ্যাডভার্টাইজিং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিজ্ঞাপন প্রকাশের শর্ত ও চুক্তিপত্র পেতে চাই। সেই সাথে প্রতিষ্ঠানগুলোর ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন সার্টিফিকেট, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, ভ্যাট পরিশোধের সার্টিফিকেটসহ সিএমএসডি কর্তৃপক্ষ বরাবর (প্রতিষ্ঠানগুলো ভূয়া নয় বা নিরাপত্তার স্বার্থে) অন্যান্য যেসব কাগজপত্র প্রদান করা হয়েছে তার সত্যায়িত কপি । অথচ উল্লেখিত (ক) (খ) ও (গ) এই তিনটি অ্যাডভার্টাইজিং প্রতিষ্ঠানের সাথে কেন্দ্রীয় ঔষাধাগার কর্তৃপক্ষের ১৪-০৯-২০১৪ ইং তারিখ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ ইং সময়ের চুক্তিপত্র আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে। উল্লেখিত ৩টি প্রতিষ্ঠানের জালিয়াতি ও অনিয়মের ঘটনার সময়কালের অর্থাৎ ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ ইং অর্থবছরের তার চাহিত তথ্যের সাথে সম্পৃক্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিগুলো ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ছাপানো হয়েছে, সেই মোতাবেক ওই তিনটি এ্যাডভার্টাইজিং ফার্ম এর সাথে কেন্দ্রীয় ঔষাধাগার কর্তৃপক্ষের ওই সময়ে করা চুক্তিপত্রের কপি দেওয়া হয়নি। এছাড়াও, ২০১৪-২০১৫ ইং সালে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন না থাকা অবস্থায় ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিপত্র করা হয়েছে। ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন না থাকা সত্ত্বেও যে ধরণের প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে (প্রতিষ্ঠানগুলো ভূয়া নয় বা নিরাপত্তার স্বার্থে) চুক্তিপত্র করা হয়েছে সে ধরণের প্রমাণপত্রের কপি দেওয়া হয়নি।

২. উল্লেখিত (ক), (খ) ও (গ) এই তিনটি অ্যাডভার্টাইজিং ফার্ম বিল দাবির জন্য যেসব বিল/ভাউচারের কপি এবং পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদানকৃত বিল ভাউচারের কপি বা যে কোনো ধরণের প্রমাণপত্র (যা সিএমএসডি কর্তৃপক্ষের কাছে সঠিক বলে প্রতিয়মান হয়। অথচ এই অংশের কিছু তথ্য সরবরাহ করা হলেও উল্লেখিত (ক), (খ) ও (গ) এই তিনটি অ্যাডভার্টাইজিং ফর্মের বিল/ভাউচারের কপি যা কেন্দ্রীয় ঔষাধাগার কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করা হয়েছে তার কপি দেওয়া হয়নি।

৩. প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে যে সব প্যাকেজের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে পত্রিকা জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে সে সব প্যাকেজের টেন্ডার নোটিশের কপি, বাংলা ও ইংরেজি যেসব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সে সব পত্রিকার নাম, প্রকাশের তারিখ ও পত্রিকায় ছাপা হওয়া (জাল পত্রিকা-সহ) কপির সত্যায়িত ফটোকপি।

পরবর্তীতে আপীল আবেদনের পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে উক্ত অভিযোগ দায়ের করেন।

তথ্য কমিশনের ২৫-০৫-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। ১১০/২০১৬ নং অভিযোগ হিসেবে গ্রহণ করে ১৬-০৬-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয় । ধার্য তারিখে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির হয়ে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে যথাক্রমে ১৯-০৭-২০১৬, ২৯-০৮-২০১৬ ও ০৩-১০-২০১৬ তারিখে অধিকতর শুনানী গ্রহণ করা হয়।

উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে ১৫৫/২০১৫ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী তার প্রার্থীত সকল তথ্যাদি প্রদান না

করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে যাচিত ২৮টি দরপত্রের তথ্যের মধ্যে অবশিষ্ট তথ্যসমূহ প্রদান করার নির্দেশনা দিয়ে অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়। নির্দেশনা অনুযায়ী দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ২৮টি দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত না হওয়ার বিষয়টি বিভাগীয় তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় ০৩টি এ্যাডভার্টাইজিং ফার্মকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও মূল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে তা কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে অর্থাৎ দরপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে দরপত্র দাখিল করেছে কিনা, দরপত্র মূল্যায়ন সঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা বা কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদার সঠিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে কিনা বা কোনরূপ অনিয়ম বা দুর্নীতি করা হয়েছে কিনা তা তদন্ত প্রতিবেদনে প্রতিভাত হয় নি । কাজেই ২৮টি দরপত্রের বিষয়েই দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক পূর্ণাংগ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে তথ্য কমিশন মনে করে ।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার আলোকে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত পূর্ণাংগ তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ১৫৫/২০১৫ নং অভিযোগের সিদ্ধান্তপত্র অনুসারে সরবরাহের জন্য ডাঃ মোহাম্মদ জিয়াউল হক, চীফ কো-অর্ডিনেটর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা কে নির্দেশনা দেয়া হয় এবং উল্লেখিত ২৮টি দরপত্রের বিষয়ে পূর্ণাংগ তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদনের কপিসহ এই সিদ্ধান্তের অনুলিপি চেয়ারম্যান,দুদক বরাবর প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয় ।

উক্ত অভিযোগে কমিশনের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই অভিযোগটির মধ্যে কর্তৃপক্ষের কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতির বিষয়গুলো জড়িত রয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সঠিক প্রয়োগের ফলে প্রশাসনিক কার্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র দুর্নীতিমুক্ত হবে।

কেস স্টাডি-০২ ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা এর তথ্য পেলেন জনাব মোঃ ইমরান হোসেন ।

জনাব মোঃ ইমরান হোসেন, পিতা নামঃ মোঃ দৌলত হোসেন মিয়া, ঠিকানাঃ পাক্ষিক কৃষি বিপ্লব ২৭৯, পূর্ব হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা গত ২৩-০৮-২০১৬ তারিখে জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিগত ২৯-০৫-২০১৬ ইং তারিখে ৬৭/২০১৬ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে কৃষিতথ্য সার্ভিসের অধিন দশটি কৃষি অঞ্চলে কৃষিতথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম নিবিড়করণ প্রকল্পের তথ্য ৭ কর্ম দিবসের মধ্যে সরবরাহের জন্য তথ্য কমিশন হতে রায় প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কৃষি তথ্য সার্ভিস হতে কোন কাগজপত্র সরবরাহ করেনি।

তথ্য কমিশনের ০৯-১০-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। ১৬০/২০১৬ নং অভিযোগ হিসেবে গ্রহণ করে ০৩-১১-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। ধার্য তারিখে উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ৬৭/২০১৬ নং অভিযোগের রায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি পূর্বেই সরবরাহ করা হয়েছে। তবে উক্ত রায়ের ২নং সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয় ফল প্রদর্শনী মেলায় মূল ডকুমেন্টারী ফিল্ম প্রদর্শন না করে কেন ড্যামি কপি (যাতে রচনা ও পরিচালনায় জনাব মোছলেহ উদ্দিন সিদ্দিকী এর নাম রয়েছে) প্রদর্শন করা হলো এ বিষয়ে পূর্ণাংগ তদন্তপূর্বক দোষী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেওয়া হয়। অভিযোগকারী এ বিষয়ে উক্ত ৬৭/২০১৬ নং কেসের নথিতে রক্ষিত কিছু তথ্য প্রাপ্তির মৌখিক প্রার্থনা জানালে তাকে লিখিতভাবে তথ্য চাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করায় জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা কে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং পূর্ববর্তী ৬৭/২০১৬ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত রায়ের কপি এবং বর্তমান অভিযোগের সিদ্ধান্তের কপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা নির্দেশনা দেয়া হয় ।

উক্ত অভিযোগে কমিশনের সিদ্ধান্তে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সঠিক প্রয়োগের ফলে প্রশাসনিক কার্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। যার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র দুর্নীতিমুক্ত হবে।

উপরিউক্ত অভিযোগে, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুনিশ্চিতকরণের যে উদ্দেশ্য নিয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণীত হয়েছে তার সুফলতা স্পষ্টত ফটে উঠেছে।

কেস স্টাডি-০৩ ঃ ব্যাংক খাতের লেনদেন সংক্রান্ত কাজে স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ভূমিকা।

জনাব দেলোয়ার বিন সিরাজ, পিতাঃ-মৃত হাজী সিরাজ উদ্দিন, ঠিকানা-৩৯/১ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ৪র্থ তলা ঢাকা-১০০০ গত ১৯-০৬-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে তার দায়েরকৃত ৪৩/২০১৬ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবরে জনাব মোঃ আমিরুল হাসান, উপ মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনতা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, এম আইএস বিভাগ, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, জনাব মোঃ জাকির হোসাইন, মহাব্যবস্থাপক, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা এবং জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ মহাব্যবস্থাপক, বিডিএমডি, জনতা ব্যাংক এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ৪৩/২০১৬ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন কর্তৃক ০৮-০৫-২০১৬ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী তার যাচিত নিম্নোক্ত তথ্য তাকে সরবরাহ করা হয়নি-

> সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী জনতা ব্যাংকের দায়বদ্ধতার "পাঁচ বছর" গ্রন্থের নিম্নলিখিত পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বরে উল্লেখিত অনুদানপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিতরণকৃত টাকার (ক) চেক/পে-অর্ডার নম্বর,তারিখ ও টাকার পরিমাণ, (খ) উহার মধ্যে কতটি নগদায়ন করা হয়েছে এবং কতটি ক্রস্ড চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে উহার নম্বর এবং (গ) উহা কোন ব্যাংকের কোন শাখার মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে উহার নাম ঠিকানাসহ লিখিত বিবরনী।
>
> জনতা ব্যাংকের সামাজিক দায়বদ্ধতার "পাঁচ বছর" গ্রন্থের-

পৃষ্ঠা নং	ক্রমিক নং		পৃষ্ঠা নং	ক্রমিক নং		পৃষ্ঠা নং	ক্রমিক নং
৭৬	প্রতিষ্ঠান=১-৭ ব্যক্তি=১,৩,৪		১১১	৪৩১,৩৩৭		২৮০	৫৭৯-৫৯৭
৯৭	২১২,২১৩, ২১৪,২১৫, ২১৬,২১৮		৪৭৮	৪৬৬		৩০৯	১০৬৫-১০৭৯
৫২২	১২৫৩		৪২১	২৯০৩		৪১১	২৭৭০-২৭৮৫
....	....		....	....		....	....
....	....		....	....		....	....
৭৭	ব্যক্তি-১		২৫২	১১৪-১৩০		১৫১	৪৫২

উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে ৪৩/২০১৬ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী তার প্রার্থীত তথ্যাদি সংশোধিত আকারে প্রদান করেননি । যার প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নিস্পত্তিকৃত ৪৩/২০১৬ নং অভিযোগের সিদ্ধান্তপত্রের অনুবৃত্তিক্রমে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক তথ্যসমূহ সরবরাহের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এবং জনাব মোঃ জাকির হোসাইন, মহাব্যবস্থাপক, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা এবং জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ মহাব্যবস্থাপক, বিডিএমডি, জনতা ব্যাংককে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ১০(৫) উপধারা অনুযায়ী সহায়ক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যাচিত তথ্যাদি সরবরাহে সহযোগিতা করার নির্দেশনা দেওয়া হয়, অন্যথায় উক্ত আইনের ১০(৬) উপধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে অবহিত করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমেই ব্যাংকের সিএসআর খাতের তথা বিভিন্ন লেনদেন সংক্রান্ত স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব। সিএসআর খাতে অনুদানপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ নাম, ঠিকানাসহ অনুদানের প্ররিমান প্রকাশ করা হলে ব্যয়িত অর্থের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং দুর্নীতি করার সুযোগ কমে আসবে।

কেস স্টাডি-০৪ ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের তথ্য পেলেন জনাব আবুল কাশেম আল আসাদ।

আবেদনকারী জনাব আবুল কাশেম আল আসাদ, পিতা- মৃত. আব্দুস সোবহান, সাং- ৩৯৩, জল্লার পাড়, সিলেট-৩১০০ ১৮-০৫-২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত এক আবেদনে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার কর্তৃক আপীল মঞ্জুর হওয়ার তথ্য (আদেশ) অবগত করে তথ্য কমিশনে ১৩-০৬-২০১৬ তারিখে একটি আবেদন করেন। আবেদনে দেখা যায় যে, আবেদনকারী ২২-১১-২০১৫ তারিখে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বরাবরে একটি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব মোহাম্মদ রহমত উল্যাহ, অতিঃ উপ-কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট ২২-১২-২০১৫ তারিখে ৪৪.০০.৯১০০.০২.১৬.০২২.১৫/৮৪৩৮ নং স্মারকে আবেদনকারীর যাচিত তথ্যের আংশিক তথ্য সরবরাহ করেন। এ প্রেক্ষিতে ২৮-০১-২০১৬ তারিখে পুলিশ কমিশনার, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ বরাবরে আপীল আবেদন করলে আপীল কর্তৃপক্ষ ২২-০২-২০১৬ তারিখে বর্ণিত তথ্যাদি ও দলিলাত সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করেন বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরেও আবেদনকারী তার যাচিত তথ্য পাননি মর্মে আবেদনে উল্লেখ করেন। অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করে ২৩৮/২০১৬ নং অভিযোগ হিসেবে ০৪-০৯-২০১৬ তারিখে শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নিকট সমন জারী করা হয়। শুনানীর ধার্য তারিখে উভয়পক্ষ গরহাজির থাকায় পরবর্তি শুনানীর জন্য ০৫-১০-২০১৬ তারিখ ধার্য করে সমন জারী করা হয়। ধার্য তারিখ শুনানীতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ রহমত উল্যাহ, অতিঃ উপ-কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট হাজির হলেও অভিযোগকারী তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে জানিয়ে অভিযোগ প্রত্যাহারের আবেদন করে গরহাজির। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করায় তিনি (অভিযোগকারী) অভিযোগটি প্রত্যাহার করেছেন বিধায় অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি কমিশনের নিকট আবেদন করেন । তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করায় জনাব মোহাম্মদ রহমত উল্যাহ, অতিঃ উপ-কমিশনার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ, সিলেট কে অব্যাহতি প্রদান পূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

কেস স্টাডি-০৫ ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে নওয়াপাড়া পৌরসভার তথ্য পেলেন জনাব ফারুক হোসেন।

অভিযোগকারী জনাব ফারুক হোসেন, পিতা:-মৃত. ওয়াজেদ আলী, টাইগার বিল্ডিং ২য় তলা, নওয়াপাড়া, যশোর ২০-০৬-২০১৬ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- গত ১৮ মে ২০১৬ নওয়াপাড়া পৌরসভার ৮ (আট) গ্রুপ দরপত্র দাখিলের প্রতি গ্রুপের দাখিলকৃত ঠিকাদারদের দেয়া দর।
- দাখিলকৃত ৮ (আট) গ্রুপের দরপত্র মূল্যায়নের বিবরণী কপি।

আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব ফারহানা রশীদ, শহর পরিকল্পনাবিদ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর ২৭-০৬-২০১৬ তারিখে অভিযোগকারীকে ধারা (৭) এর উপধারা (ঘ) এবং (ত) অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ সম্ভব নয় উল্লেখপূর্বক তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। নোটিশের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ৩০-০৬-২০১৬ তারিখে জনাব সুশান্ত কুমার দাস, মেয়র ও আপিল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরে আপীল কর্তৃপক্ষ ১১-০৭-২০১৬ তারিখে নপৌ/প্রকৌ:/১৩৪২ নং স্মারকে একই কারণ উল্লেখ পূর্বক অভিযোগকারীকে অপারগতার নোটিশ প্রদান করেন। নোটিশ পেয়ে অভিযোগকারী তথ্য কমিশনে ০২-০৮-২০১৬ তারিখে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করে ২৩৯/২০১৬ নং অভিযোগ হিসেবে ৩১-১০-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নিকট সমন জারী করা হয়। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির, তবে জনাব রাজিবুর রহমান, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর হাজির।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করায় তিনি অভিযোগটি প্রত্যাহার করেছেন বিধায় অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি কমিশনের নিকট আবেদন করেন । তথ্য অধিকার

আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করায় জনাব রাজিবুর রহমান,বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতা, নওয়াপাড়া পৌরসভা, অভয়নগর, যশোর কে অব্যাহতি প্রদান পূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

কেস স্টাডি-০৬ ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, সাভার, ঢাকা কার্যালয়ের তথ্য পেলেন জনাব মোঃ মতিউর রহমান।

অভিযোগকারী জনাব মোঃ মতিউর রহমান, পিতা:-মোঃ নূরুল ইসলাম, গ্রামঃ ১নং কলমা, পোঃ ডেইরী ফার্ম, সাভার, ঢাকা ২৩-০৩-২০১৬ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা (আরটিআই), ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, সাভার, ঢাকা বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আওতাধীন আশুলিয়ার পলাশ বাড়ি এলাকায় অনুমোদনবিহীন ক্রটিপূর্ণ ৬ তলা ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করলে পার্শ্ববর্তী মোজাহিদুল নির্মিত বাড়ীর ভবনে ফাটল ধরে এবং তার পরিবারে ফাটল আতঙ্ক বিরাজ করায় মোজাহিদুল ইসলাম গত ২৪ জানুয়ারি ১৬ তারিখে সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে ক্রটিপূর্ণ কাজ বন্ধ রাখা ও উক্ত ভবনের মালিককে নোটিশের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। অবৈধ ভবন নিমার্ণের অভিযোগ ইমারত আইনের ধারা মোতাবেক নির্মাণাধীন ভবন মালিককে শাস্তি দেওয়ার দাবি।
- ভবনের নকশা, নির্মাণ আবেদন ও নির্মাণ অনুমোদনের অবিকল ফটোকপি।
- ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আওতাধীন এলাকায় অবৈধ ভাবে ভবন নির্মাণ করলে কোন কারণবসত ভবন ধ্বস বা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড তার দায়ভার নিবে কি না? জবাব "না" হলে অনুমোদন বিহীন ক্রটিপূর্ণ ভবন নির্মাণের শুরুতেই লিখিত অভিযোগ করে তার প্রতিকার না পাওয়ার যুক্তিযুক্ত কারণ সম্বলিত লিখিত তথ্য।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২২-০৫-২০১৬ তারিখে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, সাভার, ঢাকা বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এর নিকট হতে আংশিক তথ্য প্রাপ্ত হয়েছেন উল্লেখ করে তিনি ০২-০৮-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

কমিশনের সভায় অভিযোগটি আমলে নিয়ে ২৪৭/২০১৬ নং অভিযোগ হিসেবে ০২-১১-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারি করা হয়। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির ছিলেন তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) গরহাজির ছিলেন। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। তিনি আরো বলেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার চাহিত আংশিক তথ্যাদি যথাযথ সময়ে প্রদান না করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এবং প্রার্থিত তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য কমিশনের নির্দেশনা কামনা করেন। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির থাকায় তার বক্তব্য পাওয়া যায় নি। তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিগত ১৮-০৫-২০১৬ তারিখে সাক্যাবো/এডম/১-৯/৩৭৭ নং স্মারকে অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি প্রদান করেছেন। সরবরাহকৃত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট ভবনের নকশা অনুমোদিত না হওয়ায় অনুমোদনের কপি দেওয়ার সুযোগ নেই, কাজেই সরবরাহকৃত তথ্যই প্রদানযোগ্য যাচিত তথ্য। অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদির মধ্যে প্রদানযোগ্য তথ্য সরবরাহ করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা (আরটিআই), ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, সাভার, ঢাকাকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিস্পত্তি করা হয়।

কেস স্টাডি-০৭ ঃ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে তথ্য কমিশনের সহায়তায় মাতৃত্বকালিন ভাতা ভোগীদের তথ্য পেলেন পারভিন বেগম।

অভিযোগকারী পারভিন বেগম, পিতাঃ মোঃ আকবার আলী, গ্রাম: আরাজি শিমুলবাড়ী, শালমারার পাড়, পোঃ ডিয়াবাড়ী বাজার, উপজেলা: জলঢাকা, জেলা ঃ নীলফামারী ২০-০৪-২০১৬ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জলঢাকা, নীলফামারী বরাবরে জি ই পি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কার্যালয় হতে মাতৃত্বকালিন ভাতা ভোগীদের কি ভাবে র্নিবাচন করা হয় তার বিস্তারিত তথ্য।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৩-০৬-২০১৬ তারিখে, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, নীলফামারী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯-০৮-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করে ২৫৩/২০১৬ নং অভিযোগ হিসেবে ০২-১১-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী গরহাজির কিন্তু জনাব মোঃ শামীম জাহিদ তালুকদার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জলঢাকা, নীলফামারী হাজির। অভিযোগকারী গরহাজির থাকায় তার বক্তব্য পাওয়া যায় নি । তবে প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র না পাওয়ায় অভিযোগকারীকে চাহিত তথ্যাদি যথাযথ সময়ে সরবরাহ করতে পারেন নি । অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি প্রস্তুত করে নিয়ে এসেছেন । শুনানীঅন্তে চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন । অনাকাঙ্খিত বিলম্বের জন্য তিনি কমিশনের নিকট মৌখিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি কমিশনের নিকট আবেদন করেন । উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য সরবরাহের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে তথ্য কমিশন কর্তৃক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হয়।

৫.১৬ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হলে অধিকাংশ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়সমূহ নিজস্ব কার্যালয়সহ অধীনস্ত দপ্তরসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করে এবং জেলা প্রশাসকগণ নিজস্ব কার্যালয়সহ জেলার বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। বেসরকারি সংস্থাসমূহ অধীনস্ত শাখা অফিসমূহের সমন্বিত প্রতিবেদন এবং পৃথকভাবে নিজস্ব প্রতিবেদন প্রেরণ করে।

৫.১৬.১ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের সকল মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে একত্রে মোট ২,৬৭৫ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ২,৫২১ টি (৯৪.২৪%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। তথ্য না দেয়ার আবেদনের সংখ্যা ১৩৩ টি এবং ২১টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৬ সালে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরসমূহে চাহিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মোট ১,২৫,৯৪৯/- টাকা আদায় হয়েছে। আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবর ১১৫ টি আপীল আবেদন করা হয়েছে, এর মধ্যে ১০০ টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ১৫টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫.১৬.২ জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের সকল জেলা থেকে প্রেরিত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একত্রে মোট ৩,৪৯৭ টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ৩,৩৬৯ টি (৯৬.৩৪%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ১১৫টি এবং ১৩টি আবেদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আবেদনের সংখ্যা ৮২ টি তন্মধ্যে ৭৯ টি আপীল আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ০৩ টি আপীল আবেদন প্রক্রিয়াধীন। সারা দেশে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে মোট ১৭,১৬৩/- টাকা আদায় হয়েছে।

দেশের ৬৪ টি জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় যে, ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর জেলা; চট্টগ্রাম বিভাগের চাঁদপুর ও কক্সবাজার জেলা, খুলনা বিভাগের চুয়াডাঙ্গা জেলা; রাজশাহী বিভাগের বগুড়া জেলা, রংপুর বিভাগের ঠাকুরগাঁও জেলা; অর্থাৎ মোট ০৭টি জেলায় তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোন আবেদন/অনুরোধ দাখিল করা হয়নি।

প্রতিবেদনসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশের জেলাসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল হয়েছে কুমিল্লা জেলায় (৮২৮টি)।

৫.১৬.৩ এনজিও থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহের বিশ্লেষণ

দেশের বিভিন্ন এনজিওসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্ত এনজিওসমূহে মোট ১৯৭টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করা হয়েছে। মোট দাখিলকৃত আবেদনের বিপরীতে ১৯২ টি (৯৭.৪৬%) তথ্য প্রদান করা হয়েছে। অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৫টি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল আবেদনের সংখ্যা ০৪ টি এবং সকল আপীল আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রেরিত প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৬ সালে একটি মাত্র এনজিও চাহিত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে মোট ১০০/- টাকা আদায় করেছে। অন্যান্য এনজিও সমূহ চাহিত তথ্য বিনামূল্যে প্রদান করেছে। প্রতীয়মান হয় যে, তথ্যের মূল্য আদায় না করায় সরকার কিছুটা হলেও রাজস্ব প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৫.১৭ তথ্য কমিশনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে তথ্য কমিশনের জন্য মোট ৭২৪.৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তথ্য কমিশনের বাজেট নিম্নরূপঃ

কোড-	৩-৩৩০৫-৩১২৪-৫৯০০	অংকসমূহ লক্ষ টাকায়		
কোড নং	খাতের নাম	২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ছাড়কৃত অর্থ	ডিসেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয়
ক) ৪৫০০	মূল বেতন বাবদ সহায়তা	১৪৫.৫০	৭৬.০০	৬২.৭৭
খ) ৪৭০০	ভাতাদি ও অন্যান্য ব্যয়	১৩৪.৯৫	৮১.২৬	৫৩.৬৮
গ) ৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৪০৯.৫০	২০৫.১৬	১৪৭.৪৮
ঘ) ৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	১৫.০০	৭.৫৬	৩.৮৬
ঙ) ৬৩০০	অবসর ভাতা ও আনুতোষিক	০.৫০	০.২৬	০.০০
চ) ৬৮০০	মুলধন ব্যয় মঞ্জুরি	১৪.৭৫	১.৫০	১.৩৩
ছ) ৭৪০০	ঋণ ও অগ্রিম	৪.২০	২.১০	০.০০
	সর্বমোট =	৭২৪.৪০	৩৭৩.৮৪	২৬৯.১২

৫.১৮ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যেমনঃ

- তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারায় প্রত্যেক তথ্য প্রদানকারী ইউনিট তথা প্রত্যেক অফিসে একজন করে তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। অনেক সরকারি-বেসরকারি দপ্তরে এখন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি যা তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। অন্যদিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বদলী হলে তদস্থলে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করে তথ্য কমিশনকে অবহিত না করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা গিয়েছে।
- স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিমূলক বেশ কিছু কাজ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইতোমধ্যেই সম্পাদিত হয়েছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্ত অধিদপ্তর গুলোতে প্রচুর তথ্যসহ নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। ওয়েবসাইটগুলোতে তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৬ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যেমন সংস্থার পটভূমি ও কার্যাবলী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবন্টন, অনুসরিত আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, অধিকাংশ নাগরিক সনদ, অধিকাংশ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। কিন্তু ওয়েবসাইটগুলো নিয়মিত হালনাগাদকরণে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। সর্বোপরি অধিকাংশ মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করলেও অধীনস্ত অধিকাংশ অধিদপ্তরগুলো তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।

❖ তথ্য অধিকার আইন জারীর মাধ্যমে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার বিধান করা হলেও জনগণ এ আইনটি সম্পর্কে ও আইনের বিধান সম্পর্কে খুব কম ধারণা রাখেন। দেশের জনসংখ্যার তুলনায় আইনের চর্চা খুবই কম। ২০১৬ সনে সারা দেশে মাত্র ৬,৩৬৯ টি তথ্যের আবেদন দাখিল হয়েছে। গত আট বছরে মোট ৮২,৪১২ টি তথ্যের আবেদন দাখিল হয়েছে যা দেশের জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত কম। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দেশের জনগণ এ আইনটি সম্পর্কে ও আইনের বিধান সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত হতে পারেননি বা যারা জানতে পেরেছেন, তাদের অধিকাংশই আইনটি ব্যবহার করছেন না। কাজেই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জনগণকে এ আইনটি সম্পর্কে সচেতন করে আইনটি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।

❖ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর পরিদর্শনে দেখা গিয়েছে যে, খুবই অল্প সংখ্যক নিয়োজিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের নাম, পদবীসহ তথ্যাদি অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করেছেন। অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের অফিসে বা কাছাকাছি কোথাও উক্ত তথ্যাদি প্রদর্শন করেননি। এটি তথ্য আবেদনকারীগণের জন্য কিছুটা হলেও সমস্যা সৃষ্টি করে, কার কাছে তথ্যের আবেদন দাখিল করতে হবে বা কার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এটি বের করতে। এটি তথ্যের আবেদন দাখিল পরিহার করার বা যতটুকু সম্ভব নিম্নতম পর্যায়ে রাখার প্রচেষ্টা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের ও সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষের অনীহার মনোভাব নির্দেশ করে। তাছাড়া আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণের ক্ষেত্রেও আবেদনকারীদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

❖ বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন স্তরে নথি সংরক্ষণের সক্ষমতা ক্রমশঃ উপর থেকে নীচের দিকে কমে এসেছে। অবশ্য, তথ্য/নথি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সকল অফিসে সমান নয়। তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষিত না হলে তা চাহিদার ভিত্তিতে বা স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তদুপরি ডিজিটাল নথি সংরক্ষণ ও তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনার্থে কার্যক্রম গ্রহণ জরুরি।

❖ কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের অস্পষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং তথ্য অধিকার আইনের বিধানবলীর সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী না আনায় দীর্ঘদিন অনুসৃত আইন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে কিছুটা হলেও প্রতিবন্ধকতা/ভীতি সৃষ্টি করছে। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য প্রদানে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। এজন্য স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

❖ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় কর্তৃপক্ষের করণীয়গুলো বাস্তবায়নের জন্য এবং প্রার্থীত তথ্য প্রস্তুতের নিমিত্ত সরকারি অফিসে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায় কর্তৃপক্ষগুলো তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী স্ব-প্রণোদিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং চাহিদার ভিত্তিতে প্রদেয় তথ্যাদি প্রস্তুতের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে অসুবিধার সন্মুখীন হচ্ছে।

৫.১৯ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনের সুপারিশ

- তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল তথ্য প্রদান ইউনিটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগ সম্পন্ন করা।
- প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা।
- Suo-moto disclosure এর পরিমাণ ও পরিধি আরো বৃদ্ধি করা, ইনডক্স ও ক্যাটালগ অনুসারে তথ্য সংরক্ষণ ও সংগৃহিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
- ওয়েবসাইট প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা।
- এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত এনজিওগুলোর তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পর্যবেক্ষণ/মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- অনলাইনে আবেদন গ্রহণ ও তথ্য প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- Video Conference Based Hearing এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- স্ব-উদ্যোগে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ করা।

- প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সিটিজেন চার্টার সেবা প্রদানের সময়সীমা ও ব্যর্থতায় প্রতিকার লাভের উপায়সহ প্রস্তুত করা ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- বেসরকারি দেশীয় ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা।
- দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশন সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সদস্যদের পদমর্যাদা একই হওয়া বাঞ্ছনীয় বিধায় সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।
- অভিযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষ তথ্য কমিশনের আদেশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করলে কমিশনকে Contempt Proceeding draw করার ক্ষমতা প্রদান করা ইত্যাদি বিভিন্ন সময়োপযোগী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমেই তথ্য অধিকার আইনকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।
- তথ্য অধিকার আইনে এবং তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা।
- সর্বোপরি তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্ত বিভিন্ন জারি/সারি গান, নাটক, ডকুমেন্টারী ফিল্ম তৈরি এবং দেশের বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টারগুলোতে ও বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

৫.২০ উপসংহার

তথ্য অধিকার আইন একটি জনকল্যাণকর আইন। জনগণের নিকট সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা আনয়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সকল স্তরে দুর্নীতি দমনের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবেও তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা রয়েছে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তথ্য অধিকারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তথ্য অধিকার আইন জারি ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছার প্রতিফলন যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি জনগণের ক্ষমতায়ন এবং সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। কমিশন কাজ শুরু করার পর স্বল্প সময়ে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তথ্য পাওয়ার বিষয়ে জনগণের আগ্রহ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সাড়া নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তথ্য কমিশন জনগণের তথ্য জানার আকাঙ্ক্ষা পূরণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে কমিশনের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে তথ্য অধিকার আইন ও তথ্য কমিশনের কাজ সম্পর্কে জনগণের ব্যাপক সচেতনতার ওপর। দেশের আপামর জনগোষ্ঠী এ আইনের সহায়তা নিয়ে সরকারি-বেসরকারি, প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখতে পারে। এর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুসংহত করা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুগুণে উজ্জ্বল হবে বলে তথ্য কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

অধ্যায় - ৬

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট ক

তথ্য কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

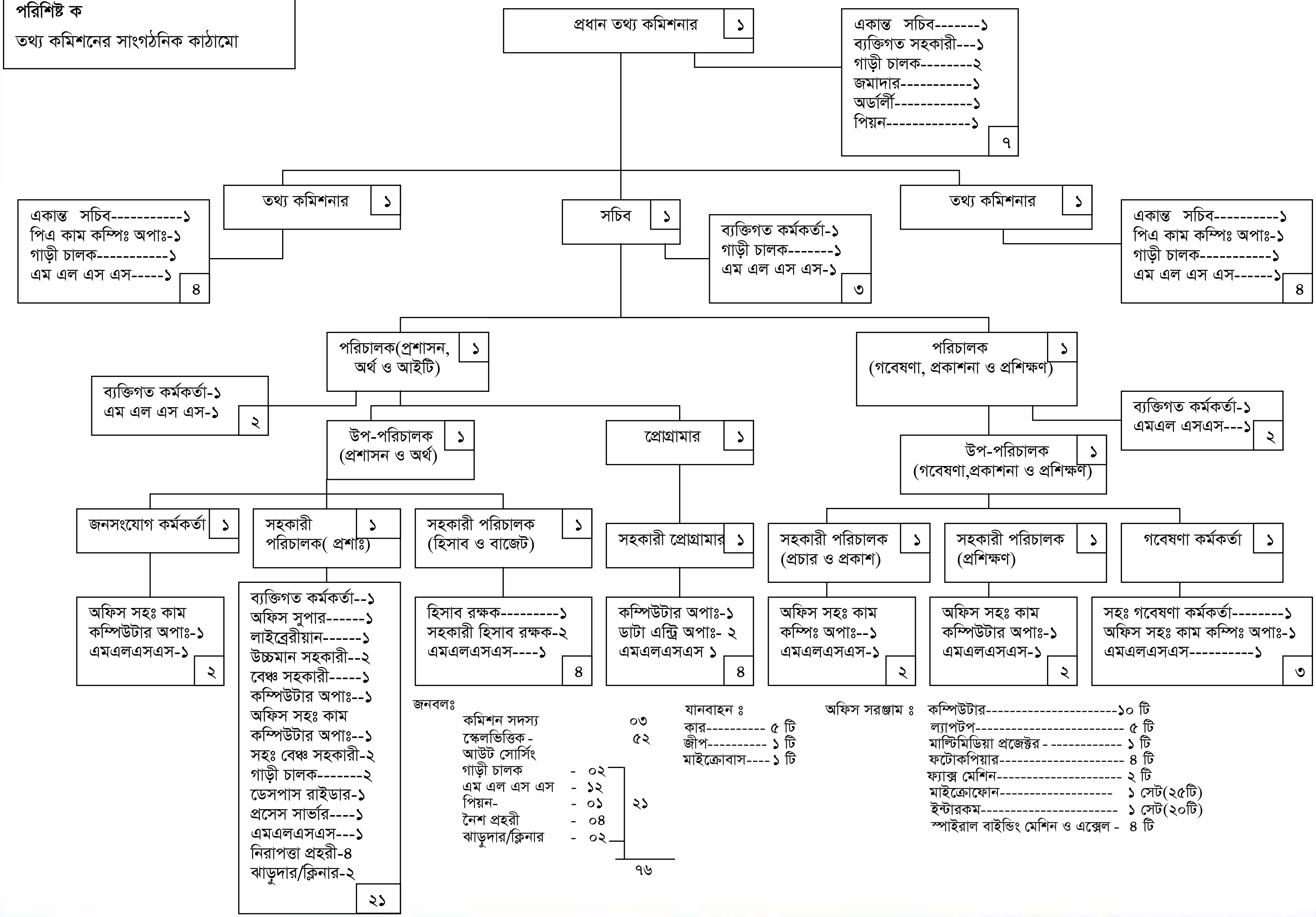

তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট

Information Commission
All Web Site Data

GO TO REPORT

Audience Overview

1 Jan 2016 - 31 Dec 2016

All Users
100.00% Sessions

Overview

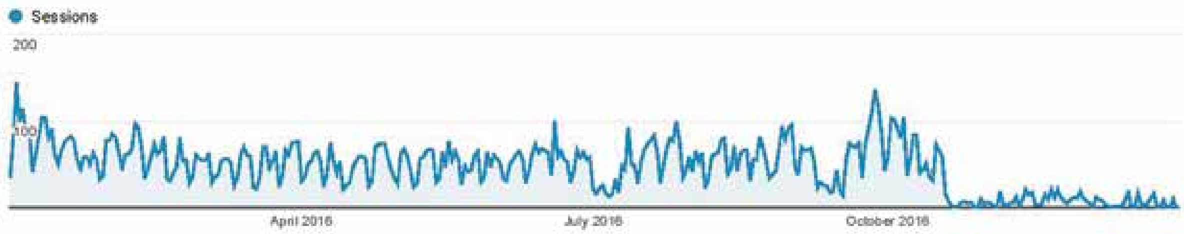

Sessions
17,129

Users
11,196

Page Views
22,772

Pages/Session
1.33

Avg. Session Duration
00:01:42

Bounce Rate
81.43%

% New Sessions
63.55%

	Country	Sessions	% Sessions
1.	Bangladesh	12,457	72.72%
2.	India	2,163	12.63%
3.	United States	856	5.00%
4.	(not set)	256	1.49%
5.	United Kingdom	207	1.21%
6.	United Arab Emirates	172	1.00%
7.	Russia	144	0.84%
8.	Romania	116	0.68%
9.	Germany	98	0.57%
10.	Indonesia	85	0.50%

© 2017 Google

তথ্য কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১২১/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব অরূপ রায়
পিতা-উৎপল রায়
৫১/এ সাভার বাজার রোড
সাভার, ঢাকা ।

প্রতিপক্ষ ঃ সৈয়দ শাহরিয়ার মেনজিস
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়
সাভার, ঢাকা ।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ ঃ ১৯-০৬-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী ১৯-০১-২০১৬ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়, সাভার, ঢাকা বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) ২০১৬ সালে সাভার উপজেলায় মাধ্যমিক স্তরের যত সেট বই পাওয়া গেছে শ্রেণীভিত্তিক সেই সংখ্যা।

খ) বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানাসহ শ্রেণীভিত্তিক বিতরণকৃত বইয়ের সেট সংখ্যা।

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৩-২০১৬ তারিখে নাজমা বেগম, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), মিরপুর সরকারী বাংলা কলেজ সংলগ্ন, ঢাকা বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ১০-০৫-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ২৫-০৫-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করে ১৯-০৬--২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। অদ্য ১৯-০৬--২০১৬ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির।

৪। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও অদ্যাবধি কোন প্রতিকার না পেয়ে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ না করে বরং তার সাথে অসদাচরণ করেছেন এবং তথ্য প্রদান করবেন না বলে অভিযোগকারীকে হুমকি প্রদান করেছেন। এমতাবস্থায়, অভিযোগকারী তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে চাহিত তথ্যাদি প্রদান না করে কালক্ষেপণ করায় এবং তথ্য প্রদান না করে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ লংঘন করেছেন মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শাস্তি দাবী করেন।

৫। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এবং নতুন বই বিতরণ কার্যক্রম চলমান থাকায় অভিযোগকারীকে চাহিত তথ্যাদি যথাযথ সময়ে সরবরাহ করতে পারেন নি । তবে বর্তমানে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন অনুযায়ী অভিযোগকারীকে চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে তিনি কমিশনকে অবহিত করেন। অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্বের জন্য তিনি কমিশনের নিকট মৌখিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি কমিশনের নিকট আবেদন করেন ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ । অপরদিকে, সরকার থেকে বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য পাঠ্যবই সংক্রান্ত তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তথা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে সম্পাদিত এই কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার বিষয়টি জড়িত মর্মে প্রতীয়মান হয়। এই বই বিতরণের ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহের আদেশ দেওয়া হলে উক্ত দপ্তরের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে বলে তথ্য কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় । ফলশ্রুতিতে প্রার্থীত তথ্য নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ না করায় এবং তথ্য অধিকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা জরিমানা করা যেতে পারে মর্মে প্রধান তথ্য কমিশনারের সাথে একজন তথ্য কমিশনার একমত পোষণ করেন । অন্য একজন তথ্য কমিশনার ভিন্নমত প্রকাশ করেন যা এই সিদ্ধান্তপত্রের সাথে সংযোজিত হয়েছে । উল্লেখ্য, তথ্য অধিকার আইনের ১৮ ধারা অনুযায়ী প্রধান তথ্য কমিশনারের সাথে অন্য যেকোন একজন তথ্য কমিশনার একমত পোষণ করলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত হিসেবে তা তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত হিসেবে গণ্য হবে। শুনানীঅন্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করায় তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত পূর্নাঙ্গ তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায়, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সৈয়দ শাহরিয়ার মেনজিস, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সাভার, ঢাকা কে তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হলো ।

২. একইসাথে অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নির্ধারিত সময়ে তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করায় উক্ত আইনের ২৫(১১)(খ) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৭(১)(খ) এবং (ঙ) ধারা অনুসারে সৈয়দ শাহরিয়ার মেনজিস, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়, সাভার, ঢাকা কে ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো। অনাদায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(৪) ধারা অনুসারে জরিমানার টাকা আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

৩. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪. নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
তথ্য কমিশনার

স্বাক্ষরিত
(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)
প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১৬৫/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব মিলন খন্দকার
পিতা-আব্দুল জোব্বার খন্দকার
ভি-এইড রোড, কালীবাড়ী পাড়া,
গাইবান্ধা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ নুরুন্নবী সরকার
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কার্যালয়
সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ০৪-১০-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী গত ১০.০৩.২০১৬ তারিখে নিজে উপস্থিত হয়ে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করতে গেলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তা গ্রহণে অস্বীকার করায় তিনি গত ১৩-০৩-২০১৬ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব মোঃ নুরুন্নবী সরকার, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা বরাবরে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় কাবিখা সাধারণ ও কাবিখা বিশেষ, টিআর সাধারণ ও টিআর বিশেষ প্রথম পর্যায়ের প্রকল্প সমূহের নামের তালিকা, প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ, প্রতিটি প্রকল্পের চেয়ারম্যানগণের নাম ও মোবাইল নাম্বার, কাজ শুরু ও শেষ হবার তারিখ, সোলার ব্যবহারকারী (সুবিধাভোগী) ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম ও ঠিকানা এবং কাজের অগ্রগতি।**

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৪-০৪-২০১৬ তারিখে জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়, গাইবান্ধা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা তার অফিসের ১৬-০৫-২০১৬ তারিখের ও ৫১.০১.৩২০০.০০০ .৯৮.০০১.১৩-৪৩৭ নং স্মারকমূলে জনাব মোঃ নুরুন্নবী সরকার, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা-কে অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের মধ্যে কাবিখা কর্মসূচির ১ম পর্যায়ের সাধারণ ও বিশেষ বরাদ্দের প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দের পরিমাণসহ প্রকল্পের তালিকা তার কার্যালয় হতে সরবরাহ করা হয়েছে বিধায় ঐ তালিকা ছাড়া এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য ছাড়া অন্যান্য তথ্য সরবরাহের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রদত্ত নির্দেশনা সত্ত্বেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যাচিত তথ্য সরবরাহ না করায় অভিযোগকারী ১৯-০৬-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ১৪-০৮-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ০৪-০৯-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৪। শুনানীর জন্য ধার্য ০৪.০৯.২০১৬ তারিখে অভিযোগকারী সময়ের আবেদন করে গরহাজির ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও গরহাজির। সময়ের আবেদন মঞ্জুরপূর্বক পরবর্তি শুনানীর জন্য ০৪-১০-২০১৬ তারিখ দিন ধার্য করে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। অদ্য ০৪-১০-২০১৬ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির।

৫। শুনানীকালে অভিযোগকারী শপথ গ্রহণপূর্বক তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে নিজে আবেদন নিয়ে উপস্থিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তা গ্রহণ না করায় তিনি গত ১৩.০৩.১৬ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্রটি উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) বরাবরে প্রেরণ করেন । তিনি তথ্য সরবরাহ না করায় জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, গাইবান্ধা বরাবর আপীল করলে তিনি ১৬.০৫.২০১৬ তারিখে তথ্য সরবরাহের আদেশ দিলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করেন নি । তৎপর অভিযোগকারী ১৯-০৬-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ লংঘন করেছেন মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শাস্তি দাবী করেন ।

৬। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র না পাওয়ায় অভিযোগকারীকে চাহিত তথ্যাদি যথাযথ সময়ে সরবরাহ করতে পারেন নি। অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্বের জন্য তিনি কমিশনের নিকট মৌখিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি কমিশনের নিকট আবেদন করেন। কমিশনের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি জানান যে, আপীল দায়ের করলে আপীল কর্তৃপক্ষ তার অফিস থেকে কিছু তথ্য সরবরাহ করে অবশিষ্ট তথ্যাদি সরবরাহের জন্য তাকে (দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি বুঝতে না পারায় অবশিষ্ট তথ্যাদি সরবরাহ করতে পারেন নি ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত হওয়ার পরও তথ্য সরবরাহ করেন নি যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ । এমতাবস্থায়, অভিযোগকারী রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় এবং প্রার্থীত তথ্য নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ না করায় এবং আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত হওয়ার পরও তথ্য সরবরাহ না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে তথ্য সরবরাহের আদেশসহ শাস্তি হিসেবে জরিমানা করা সমীচীন মর্মে তথ্য কমিশন একমত পোষণ করেন । শুনানীঅন্তে অভিযোগকারীকে তার চাহিত তথ্যাদির মধ্যে ব্যক্তিগত মোবাইল নাম্বার ব্যতিত অবশিষ্ট তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যাদির মধ্যে ব্যক্তিগত মোবাইল নাম্বার ব্যতিত অবশিষ্ট তথ্যাদি, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহ করার জন্য জনাব মোঃ নুরুন্নবী সরকার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা কে নির্দেশ দেওয়া হলো ।

২. একই সাথে অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য প্রাপ্তির আবেদন গ্রহণ না করায়, রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ে তথ্য সরবরাহ না করায় এবং আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত হওয়ার পরও তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন মর্মে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত আইনের ২৫(১১)(খ) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৭(১)(খ) এবং (গ) উপধারা অনুসারে জনাব মোঃ নুরুন্নবী সরকার, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কার্যালয়, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা কে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো। অনাদায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(৪) উপধারা অনুসারে জরিমানার অর্থ আদায়ের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো।

৩. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪. নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ) তথ্য কমিশনার	(নেপাল চন্দ্র সরকার) তথ্য কমিশনার	(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান) প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৪১/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিন
পিতাঃ মরহুম মৌঃ সফিউদ্দিন, প্রযত্নে-
মিরবাড়ী, পোঃ-নুরুল্লাপুর, লক্ষ্মীপুর
সদর. পোঃ কোড-৩৭০৫ ।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব সাইফ উদ্দিন
প্রধান শিক্ষক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
নুরুল্লাপুর এ. এ. উচ্চ বিদ্যালয়
লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর ।

সিদ্ধান্তপত্র
(তারিখ ঃ ৩০-১১-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী ০২-০৮-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনে তার দায়েরকৃত অভিযোগ নং ১৯/২০১৬ এর প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত পত্রের ১নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক এখনও তাকে তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। উক্ত সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় অংশ নুরুল্লাপুর এ. এ. উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করার কারনে, কারন দর্শানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, উক্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে এখনও তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়নি। তার চাহিত জরুরী তথ্যগুলো পাইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে অভিযোগকারী ০২-০৮-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

২। ০৯-১০-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। ৩১-১০-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও নুরুল্লাপুর এ. এ. উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-কে সমন জারী করা হয়।

৩। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। ৩০-১১-২০১৬ তারিখে শুনানীর পরবর্তী দিন ধার্য করে উভয় পক্ষকে সমন জারি করা হয়। তথ্য প্রদান না করা ও দায়িত্বে অবহেলার কারণে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সদর, লক্ষীপুর এর মাধ্যমে নুরুল্লাপুর এ. এ. উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-কে কারন দর্শানোর নোটিশ এবং সমন জারি করা হয়। অদ্য ৩০-১১-২০১৬ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির।

৪। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। তিনি আরো বলেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার চাহিত তথ্যাদি প্রদান না করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এবং প্রার্থিত তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য কমিশনের নির্দেশনা কামনা করেন ।

৫। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, পরীক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকায় এবং তাহার তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারনা না থাকায় অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি যথাযথ সময়ে সরবরাহ করতে পারেন নি। অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্বের জন্য তিনি কমিশনের নিকট মৌখিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি কমিশনের নিকট আবেদন করেন ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি অভিযোগ নং ১৯/২০১৬ এর প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত পত্রের ১নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ । এক্ষেত্রে, প্রার্থীত তথ্য নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে তথ্য সরবরাহের আদেশসহ শাস্তি হিসেবে জরিমানা করা সমীচীন মর্মে তথ্য কমিশন একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত সকল তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং ১৯/২০১৬ নং অভিযোগের সিদ্ধান্তপত্র অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব সাইফ উদ্দিন ,প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই),নুরুল্লাপুর এ. এ. উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর কে পুনরায় নির্দেশনা দেয়া হলো ।

২. অভিযোগ নং ১৯/২০১৬ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে প্রার্থিত তথ্য সরবরাহ না করায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১১) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপধারা ২৭(১)(খ) অনুযায়ী অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব সাইফ উদ্দিন ,প্রধান শিক্ষক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই),নুরুল্লাপুর এ. এ. উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষীপুর সদর, লক্ষীপুর কে ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো । অনাদায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(৪) উপধারা অনুসারে জরিমানার অর্থ আদায়ের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো।

৩. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪. নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	(নেপাল চন্দ্র সরকার)	(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৫২/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ	জনাব জানকিবালা পিতার নামঃ ধরেন্দ্র রায়, গ্রামঃ উত্তর বেরুবন্দ পূর্ব পাড়া, পোঃ ডিয়াবাড়ী বাজার, উপজেলাঃ জলঢাকা জেলাঃ নীলফামারী	**প্রতিপক্ষ ঃ**	জনাব মোঃ আলী আর রেজা সহকারী পরিচালক উপজেলা যুব উন্নয়ন র্কমকর্তা (অতিঃ দা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) যুব উন্নয়ন র্কমকর্তার কার্যালয়, জলঢাকা, নীলফামারী ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ০২-১১-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী ২১-০৪-২০১৬তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে যুব উন্নয়ন র্কমকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), যুব উন্নয়ন র্কমকর্তার কার্যালয়, জলঢাকা, নীলফামারী বরাবরে জি ই পি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

- **যুব উন্নয়ন কার্যালয় হতে চলতি (২০১৫-২০১৬)অর্থ বছরে কত জন যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে তার বিস্তারিত তথ্য পেতে চাই।**

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৩-০৬-২০১৬ তারিখে উপ-পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), উপ-পরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নীলফামারী বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরেও তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ০৯-০৮-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ০৯-১০-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। ০২-১১-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। অদ্য ০২-১১-২০১৬ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির।

৪। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। তিনি আরো বলেন যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার চাহিত তথ্যাদি প্রদান না করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এবং প্রার্থিত তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য কমিশনের নির্দেশনা কামনা করেন ।

৫। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তার মূল কর্মস্থল জেলা কার্যালয়ে । এখানে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন । এ সংক্রান্ত ৩০টি আবেদন পেয়েছেন। তাহার তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারনা না থাকায় অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি যথাযথ সময়ে সরবরাহ করতে পারেন নি। অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্বের জন্য তিনি কমিশনের নিকট মৌখিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি কমিশনের নিকট আবেদন করেন ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ । এক্ষেত্রে, অভিযোগকারী রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর ২১.০৪.২০১৬ তারিখে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় এবং প্রার্থীত তথ্য নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে তথ্য সরবরাহের আদেশসহ শাস্তি হিসেবে জরিমানা করা সমীচীন মর্মে তথ্য কমিশন একমত পোষণ করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৫(১১) (ক)(ঙ) এবং ২৫(১১)(খ) উপধারা অনুযায়ী যথাক্রমে! অভিযোগকারীর ঢাকায় আসা-যাওয়া ও থাকা-খাওয়ার ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ হিসেবে অভিযোগকারীকে নগদ ১২০০/-(এক হাজার দুইশত) টাকা প্রদান করার জন্য নির্দেশনাসহ ১০০০/- (এক হাজার) টাকা জরিমানা করার নির্দেশনা দেওয়া প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত পূর্ণাঙ্গ তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব মোঃ আলী আর রেজা, সহকারী পরিচালক ও উপজেলা যুব উন্নয়ন র্কমকর্তা (অতিঃ দা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), যুব উন্নয়ন র্কমকর্তার কার্যালয়, জলঢাকা, নীলফামারী কে নির্দেশনা দেয়া হলো ।

২. একই সাথে অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্তির পরও নির্ধারিত সময়ে তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন মর্মে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত আইনের ২৫(১১)(খ) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৭(১)(খ) উপধারা অনুসারে জনাব মোঃ আলী আর রেজা, সহকারী পরিচালক ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার (অতিঃ দা) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, জলঢাকা, নীলফামারী কে ১০০০/-(এক হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো এবং ২৫(১১) (ক)(ঙ) অনুসারে অভিযোগকারীর ঢাকায় আসা-যাওয়া ও থাকা-খাওয়ার ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ হিসেবে অভিযোগকারীকে নগদ ১২০০/-(এক হাজার দুইশত) টাকা প্রদান করার নির্দেশনা দেয়া হলো । অনাদায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(৪) উপধারা অনুসারে জরিমানার অর্থ আদায়ের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো।

৩. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪. নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	(নেপাল চন্দ্র সরকার)	(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ২৬৮/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব ইকবাল হোসেন ফোরকান পিতা- মরহুম আলহাজ্ব এম এ ফাত্তাহ এ/১, পল্টন বিলাস, ৭২ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।

প্রতিপক্ষ ঃ ডাঃ বেলায়েত হোসেন মোল্লাহ
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
হলি ফ্যামেলী রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল
১, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০ ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ৩০-১১-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী ২৮-০৮-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে ইতোপূর্বে তার দায়েরকৃত ৭২/২০১৬ নং অভিযোগের বিষয়ে জনাব বেলায়েত হোসেন মোল্লাহ, উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ১ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০ এর বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে পুনরায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, ৭২/২০১৬ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন কর্তৃক যাচিত তথ্য সরবরাহের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ করেননি। এ বিষয়ে তিনি আইনানুগ প্রতিকার প্রার্থনা করে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

২। ০৯-১০-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। ০৩-১১-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।

৩। ধার্য তারিখে অভিযোগকারী হাজির, কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গরহাজির। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন হওয়ায় শুনানীর জন্য ৩০-১১-২০১৬ তারিখ পরবর্তি দিন ধার্য করে অভিযোগকারী, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ইনচার্জ জনাব শ্যামল কুমার সাহা এবং উপ-পরিচালক (প্রশাসন) জনাব বেলায়েত হোসেন মোল্লাহ-কে সমন জারি করা হয়। অদ্য ০৪-১০-২০১৬ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির।

৪। শুনানীকালে অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ৭২/২০১৬ নং অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন কর্তৃক যাচিত তথ্য সরবরাহের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ করেন নি বিধায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ লংঘন করেছেন মর্মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শাস্তি দাবী করেন ।

৫। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অভিযোগকারীকে তথ্য মূল্য বাবদ টাকা জমাদানের জন্য চিঠি প্রদান করেন নি মর্মে কমিশনকে অবহিত করেন । যথাযথ নিয়ম অনুসরন না করার জন্য এবং অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্বের জন্য তিনি কমিশনের নিকট মৌখিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি কমিশনের নিকট আবেদন করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ইতোপূর্বে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ নং ৭২/২০১৬ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন অনুসরণক্রমে যথা নিয়মে নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ । এমতাবস্থায়, ৭২/২০১৬ নং অভিযোগের সিদ্ধান্তপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ না করায় সংশ্লিষ্ট সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) জনাব বেলায়েত হোসেন মোল্লাহ কে তথ্য সরবরাহের আদেশসহ শাস্তি হিসেবে জরিমানা করা সমীচীন মর্মে তথ্য কমিশন একমত পোষণ করেন ।

সিদ্ধান্ত

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ১৪ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত পূর্ণাঙ্গ তথ্য উপর্যুক্ত পর্যালোচনার আলোকে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং ৭২/২০১৬ নং অভিযোগের সিদ্ধান্তপত্র অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব বেলায়েত হোসেন মোল্লাহ, উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ১ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০ কে নির্দেশনা দেয়া হলো ।

২. অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরও নির্ধারিত সময়ে তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন মর্মে প্রমাণিত হওয়ায় উক্ত আইনের ২৫(১১)(খ) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৭(১)(খ) এবং (গ) উপধারা অনুসারে জনাব বেলায়েত হোসেন মোল্লাহ, উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ১ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা কে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো। অনাদায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(৪) উপধারা অনুসারে জরিমানার অর্থ আদায়ের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো।

৩. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪. নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	(নেপাল চন্দ্র সরকার)	(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৩২১/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোঃ নাহিদ সিকদার
পিতা:-সদর আলী
গ্রাম:-জামালপুল, পোস্ট: চাবাগান,
উপজেলা: কালিয়াকৈর
জেলা: গাজীপুর।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব নওশিন আহমেদ
সচিব
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কালিয়াকৈর পৌরসভা
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ১৫-১২-২০১৬ ইং)

আবেদনকারী ২১-০৪-২০১৬ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব নওশিন আহমেদ, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কালিয়াকৈর পৌরসভা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর বরাবরে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

❖ **২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে কালিয়াকৈর পৌরসভার রাস্তার লাইটপোস্ট ব্যবহারের জন্য কতো বাতি কেনা হয়েছে এবং কতো বাতি ব্যবহার করা হয়েছে তার তালিকা পেতে চাই।**

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-০৫-২০১৬ তারিখে জনাব মো: মজিবুর রহমান, মেয়র ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), কালিয়াকৈর পৌরসভা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর বরাবর রেজিস্ট্রি ডাকযোগে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ২৩-১০-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ১০-১১-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে ১৫-১২-২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। অদ্য ১৫-১২-২০১৬ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী গরহাজির। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির।

৪। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ২৫-১০-২০১৬ তারিখে অভিযোগকারীকে আংশিক তথ্য আপীল দায়ের করার পর প্রেরণ করা হয়েছিল। তবে ক্রয়কৃত বাতিগুলো কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে তার তালিকা দেওয়া হয়নি। যথাসময়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করতে না পারায় তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি অভিযোগকারীকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। প্রার্থীত তথ্য নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ না করায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা জরিমানা করা সমীচীন মর্মে কমিশন একমত পোষণ করেন ।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায়, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী জনাব নওশিন আহমেদ, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কালিয়াকৈর পৌরসভা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর-কে এই সিদ্ধান্তপত্র প্রাপ্তির ০৭ দিনের মধ্যে চাহিত সকল তথ্য সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হলো।

২. একইসাথে অভিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নির্ধারিত সময়ে তথ্য সরবরাহ না করায় তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করায় উক্ত আইনের ২৫(১১)(খ) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২৭(১)(খ) ধারা অনুসারে জনাব নওশিন আহমেদ, সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), কালিয়াকৈর পৌরসভা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর-কে ২,০০০/-(দুই হাজার) টাকা জরিমানা করা হলো। অনাদায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ২৭(৪) ধারা অনুসারে জরিমানার টাকা আদায়ের নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

৩. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৪. নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	(নেপাল চন্দ্র সরকার)	(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি

কর্তৃপক্ষের নাম	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫ প্রকাশ। ২. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তরসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম ও ঠিকানা শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১. স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা অনুযায়ী নাগরিকগণের জন্য প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি সমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে; ২. ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে; ৩. তথ্য অধিকার / তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রবিধানমালা ২০১০- এর তফসিল-১ ও তফসিল-২ অনুযায়ী তথ্যাদি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৪. ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	১. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী ব্যাপক তথ্য ওয়েব সাইটে ও বিভিন্ন নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ; ২. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপিল কর্মকর্তা নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ; ৩. তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী ওয়েবসাইটে তথ্যাদি হালনাগাদ করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	১. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় বিসিএসআইআর এর ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হচ্ছে; ২. তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা মুদ্রণ করা হয়েছে; ৩. এ আইনের আওতায় তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে; ৪. নাগরিক সেবাসহ অন্যান্য তথ্যাদি নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে।
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	১. জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের ওয়েবসাইটে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি রয়েছে; ২. জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাদি বিজ্ঞাপন, লিফলেট ও ব্রশিয়রের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে; ৩. তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে; ৪. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মোতাবেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে এবং তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক)	১. তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদনকারীর আবেদন মতে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপীল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে; ২. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও ব্যান্সডকের তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ২০১৫ বিষয়ে ব্যান্সডকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার	১. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে; ২. আইনের আওতায় স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে; ৩. প্রতিনিয়ত ওয়েবসাইটে আপডেট করা হচ্ছে।
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	তথ্য নির্দেশিকা প্রণয়ন, ওয়েবসাইটে আপলোড ও হালনাগাদকরণ।
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	১. তথ্য অধিকার/ তথ্য প্রকাশ ও প্রচার প্রবিধানমালা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের তথ্যাদি ওয়েবসাইটে হালনাগাদ করা হচ্ছে।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সচিবালয়	১. এ মন্ত্রণালয়ের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে; ২. মন্ত্রণালয় এবং অধীন দপ্তর/ সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩. তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রকাশযোগ্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে।
সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর ও এ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসমূহ	১. তথ্য জানার ক্ষেত্রে আইনের ফরমেট অনুযায়ী আবেদন করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ। ২. ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত বাজারসমূহের ব্যবসায়ী ও সেনানিবাস বর্ধিত এলাকার জনসাধারণকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে অবহিতকরণ।
গুপ্ত সংকেত পরিদপ্তর	১. সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও প্রচারকরণ। ২. সংশ্লিষ্ট আপীল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ ও দায়িত্ব প্রদান। ৩. সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণ ও দায়িত্ব প্রদান।

	৪. সংশ্লিষ্ট বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারণ ও দায়িত্ব প্রদান। ৫. ২ জন কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ৬. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ মোতাবেক হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং বিক্রয়ের নিমিত্ত কপি সংরক্ষণ করা হয়েছে।
শিল্প মন্ত্রণালয়	১. তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ এর অধীনে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/ সংস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২. শিল্প মন্ত্রণালয়ের জনস্বার্থ ও সংশ্লিষ্ট তথ্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ৩. তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আলোকে তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ৪. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)	তথ্য অবমুক্তকরণ নীতি বাস্তবায়নের জন্য এবং তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য সংস্থা কর্তৃক কর্মকর্তা নিয়োজিত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী স্ব-প্রণোদিতভাবে বিসিআইসি'র (www.bcic.gov.bd) নিয়মিত তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। তাছাড়া টেলিফোন/ মোবাইল এবং স্ব-শরীরে উপস্থিতির মাধ্যমে চাহিত তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)	১. তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন। ২. বিআইএম এর সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের বিবরণ, কার্যপ্রণালী এবং দায়িত্বসমূহের বিবরণ বিআইএম এর নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৩. বিআইএম এর কর্মকর্তা কর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব এর বিবরণ বিআইএম এর নোটিশ বোর্ড ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ। ৪. নাম, পদবী, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানাসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ৫. বিআইএম এ অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোর্সে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক সেশন পরিচালনা। ৬. প্রতি তিন মাস অন্তর ওয়েবসাইটের প্রদর্শিত তথ্য নবায়ন। ৭. বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ।
প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	১. তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২. স্ব- প্রণোদিত তথ্য দপ্তরের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে। ৩. হালনাগাদ সিটিজেন চার্টার নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে। ৪. দপ্তরের বা বাৎসরিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)	তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, ২০১৫ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে প্রণীত হয়েছে। ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ দুটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে এবং এনপিও'র ওয়েবসাইট নং www.npo.gov.bd এ সংযোজন করা হয়েছে।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ২. তথ্য সরবরাহের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ৩. তথ্য অধিকারের আওতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। ৪. তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ এর কপি সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২. তথ্য সরবরাহের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ টি বোর্ড	১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ এর কপি সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২. তথ্য সরবরাহের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ৩. চায়ের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত তথ্যাদির মাসিক বুলেটিন প্রস্তুত, ওয়েবসাইটে প্রচার ও কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ৪. চায়ের সাপ্তাহিক নিলাম কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদির মার্কেট রিপোর্ট তৈরি সংরক্ষণ ও ওয়েবসাইটে প্রচার করা হয়। ৫.! চা বোর্ডের গঠন ও কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি, আইন ও বিধি-বিধান সংরক্ষণ ও ওয়েবসাইটে প্রচার করা হচ্ছে।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ এর কপি সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২. তথ্য সরবরাহের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর	১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ এর কপি সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২. তথ্য সরবরাহের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।
আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	দপ্তর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফরম, আইনকানুন, বিধি-বিধান ও অফিস আদেশ/ সার্কুলার/ বিজ্ঞপ্তিসমূহ দপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত ও হালনাগাদ করা হয়ে থাকে বিধায় এ দপ্তর সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রার্থীগণ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য/ পরামর্শ/ নির্দেশনা পেয়ে থাকেন। এছাড়া, এ দপ্তরে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আপীল কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং এ দপ্তরের অফিসিয়াল ই-মেইল ইলেক্ট্রনিক স্ক্রল বোর্ড, নোটিশ বোর্ড, হেল্পডেস্ক ও ফেসবুক পেইজ চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে ও সেবা প্রার্থীগণ প্রয়োজনীয় তথ্য/পরামর্শ/ নির্দেশনা পেয়ে থাকেন।
যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর	১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ এর কপি সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২. তথ্য সরবরাহের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।
ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ	১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ এর কপি সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২. তথ্য সরবরাহের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও একজন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যক্রম সিটিজেন চার্টার, বাজেট, বার্ষিক প্রতিবেদন, কর্মকর্তাদের নাম, পদবী, ই-মেইল এবং হালনাগাদ প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, অফিস আদেশ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে রয়েছে।
বস্ত্র পরিদপ্তর	১. সাংগঠনিক কাঠামো, কার্যক্রম সিটিজেন চার্টার, বাজেট, বার্ষিক প্রতিবেদন, কর্মকর্তাদের নাম, পদবী, ই-মেইল, বাস্তবায়িত ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং হালনাগাদ প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, অফিস আদেশ বস্ত্র পরিদপ্তরের ওয়েবসাইটে রয়েছে। ২. অধীনস্ত কলেজসমূহের ভর্তি পরীক্ষার আবেদন, প্রবেশপত্র প্রদান ও ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনে করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে অত্র ইনস্টিটিউটের তথ্য কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
ক্রীড়া পরিদপ্তর	ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সকল তথ্য ওয়েবসাইট ও নাগরিক সেবা সনদের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে।
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তথ্যাদি ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। তথ্য প্রচার ও প্রকাশ নির্দেশিকা ছাপানো হয়েছে।
বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তথ্যাদি ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। তথ্য প্রচার ও প্রকাশ নির্দেশিকা ছাপানো হয়েছে।
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তথ্যাদি ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। তথ্য প্রচার ও প্রকাশ নির্দেশিকা ছাপানো হয়েছে।
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তথ্যাদি ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। তথ্য প্রচার ও প্রকাশ নির্দেশিকা ছাপানো হয়েছে।
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	১. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য প্রকাশ ও প্রচার নির্দেশিকা ছাপানো হয়েছে। ২. নির্দেশিকাটি বোর্ডের ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে। ৩. নির্দেশিকাটি সুনির্দিষ্ট সংখ্যক কপি মন্ত্রণালয়ে ও জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ৪. এছাড়াও বিভিন্ন মেলাতেও নির্দেশিকাটি বিতরণ করা হচ্ছে। ৫. বোর্ডের ওয়েবসাইটে RTI এবং GRS অপশন সংযোজন করা হয়েছে।
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তথ্যাদি ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। তথ্য প্রচার ও প্রকাশ নির্দেশিকা ছাপানো হয়েছে।
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অপারেসন্স, দায়েরকৃত মামলাসহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পর্কিত তথ্য নিয়মিতভাবে বাহিনীর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www. coastguard.gov.bd) প্রকাশ করা হচ্ছে।
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	১. অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ২. অধিদপ্তরের প্রকাশিত প্রত্নচর্চা ও ফোল্ডারে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হয়েছে।
(ক) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (খ) আহসান মঞ্জিল জাদুঘর (গ) ওসমানী জাদুঘর, সিলেট (ঘ) জিয়া স্মৃতি জাদুঘর,	১. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ইতিহাস পরিচিতি পুস্তিকার মাধ্যমে দেশি বিদেশি দর্শক, গবেষক ও সাধারণ জনগণের জন্য প্রচার ও ক্ষেত্রে বিশেষ বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়। ২. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কর্মকাণ্ড ও সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সিটিজেন চার্টার (ইংরেজি ও বাংলা) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরের সামনে প্রদর্শন

চট্টগ্রাম (ঙ) শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা, ময়মনসিংহ (চ) স্বাধীনতা জাদুঘর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা।	স্থানে এবং জাদুঘরের ডায়নামিক ওয়েব সাইটের মধ্যমে বহুল প্রচার করা হয়েছে। ৩. এছাড়া তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৩০ ধারা অনুযায়ী আগ্রহীদের নিকট চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়। ৪. "ওয়াই-ফাই পদ্ধতি" বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মুল লবি ইন্টারনেটের আওতায় এনে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন "ওয়াই-ফাই" পদ্ধতি প্রণয়ন করার মাঝে আগত দর্শকদের ডিজিটাল বাংলাদেশ" এর আওতায় আনা হয়েছে। ৫. তথ্য অনুসন্ধানঃ জাদুঘর সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট পর্যায়ের তথ্য জাদুঘরের লবিতে স্থাপন করে দর্শকদের জাদুঘর বিষয়ক তথ্য ও ছবি সরবরাহ পদ্ধতি চালু হয়েছে। ৬. জাদুঘরের সঙ্গে বিশ্বের সকল স্থান হতে জাতীয় জাদুঘর বিষয়ক তথ্য গ্রহণ এবং মতামত প্রদানের জন্য ফেসবুক খোলা হয়েছে। ৭. জাদুঘর বিষয়ক বিজ্ঞাপন, প্রেস নোট, যে কোন ধরনের রিপোর্ট, নীতিমালা, নিয়োগ ও অন্যান্য তথ্য জাদুঘরের ওয়েবসাইটে তুলে ধরা হয় যাতে সহজেই চাহিত তথ্য পাওয়া যায়। ৮. জাদুঘর দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে ই-টিকেটের প্রবর্তন করা হয়েছে। ৯. বিশ্রাম কক্ষে নতুন সংযোজনযোগ্য সেবাপ্রদান যেমন- (ক) ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা প্রবর্তন, (খ) মোবাইল চার্জারের ব্যবস্থা প্রদান, (গ) ল্যাপটপে ইন্টারনেট ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রদান এবং (ঘ) বই ও দৈনিক পত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১০. জাদুঘরে আগত দর্শকদের ভিজিটরস বুকের মন্তব্য অনুযায়ী সমাধান করে তথ্য প্রযুক্তিতে উপস্থাপন করা হচ্ছে।
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সিটিজেন চার্টার জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমী, রাজশাহী	স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করে সচেতনতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।
পরিবেশ অধিদপ্তর	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও বিধিমালা, ২০০৯ এর আওতাভুক্ত সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী(বার্ড), কুমিল্লা	বিবেচ্য সময়ের সংগঠিত ১৩ টি বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর উপর ৫৮৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) ইতোমধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ওয়েব পেইজ নির্মাণ করেছে।
ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)	১. ফাউন্ডেশন এবং ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন বিধি-বিধান সংক্রান্ত টপিক রাখা হয়। ২. বিভিন্ন সভা সেমিনার, কর্মশালার তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং সুফলভোগীদেরকে জানানো এবং সচেতন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। ৩. তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাওয়া গেলে নিয়মানুযায়ী তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা যায় সেরূপ পদ্ধতি করা হয়েছে।
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	অত্র দপ্তরে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করে তা দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকাশযোগ্য তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশিত করে দাপ্তরিক ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখা হচ্ছে।
কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি মন্ত্রণালয়, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫	কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রকাশযোগ্য তথ্য নিজস্ব ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ঢাকা	মাঠ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)	১. ওয়েব পোর্টালে তথ্য অধিকার, সিটিজেন চার্টার, বাজেট, বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্যাদি অন্তভূক্তি ২. হেল্প- ডেস্ক স্থাপন
বিজেএমসি	সংস্থার ওয়েবসাইটে ও সিটিজেন চার্টারে তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া আছে।
তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ঢাকা	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মোতাবেক তুলা উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫ ও বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬ তৈরি করা হয়েছে যাহা ইতোমধ্যে তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১. ব্রি'র তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এবং ধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দুটি ওয়েবসাইটে www.knowlegebank.brri.org, www.brri.gov.bd চালু রয়েছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ হচ্ছে। ৩. নিয়মিত ব্রি'র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে যা ব্রি'র ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হচ্ছে। ৪. সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

	৫. নতুন উদ্ভাবিত ধানের জাত, চাষাবাদ কলাকৌশল ও প্রযুক্তি এবং দেশে উদ্ভূত ধানের সমস্যা ও তা মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে নিউজলেটার, লিফলেট এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে। ৬. স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য ব্রি'র তথ্য এবং প্রদান ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয় এমন তথ্যের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা ব্রি'র ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে। ৭. জনসাধারণের তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে তথ্য সেবা ও সহায়তাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ৮. সময়ে সময়ে তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রকাশ এবং তা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন।
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)	১. তথ্য সরবরাহ সহজলভ্য করার জন্য এ বিভাগের ওয়েবসাইট (www.erd.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে; ২. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেটে (ইমেইল) ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে; ৩. তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র ফরম ও আপীল আবেদন ফরম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১. তথ্য অধিকার কর্মকর্তা (তথ্য অধিকার ফোকাল পয়েন্ট) নিয়োগ ও দায়িত্ব বন্টন; ২. সিটিজেন চার্টার ও ওয়েবসাইট প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ; ৩. প্রতি বছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন; ৪. শুদ্ধাচার ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, কমিটি গঠন ও বাস্তবায়ন।
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১. মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে তথ্য প্রকাশ করা । ২. তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পাওয়ার পর তথ্য প্রদানের প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা তৈরিপূর্বক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
মৎস্য অধিদপ্তর	১. সদর দপ্তরসহ অধীনস্থ সকল দপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান ও হালনাগাদকরণ এবং ২. সদর দপ্তরে তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন।
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	১. নতুন ফরমেটে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন। ২. হালনাগাদ তথ্যাদি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশকরণ।
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত ০৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে অবহিত করা হয়।
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	১. জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২. বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন-২০০৬ এ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর	তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বার্ষিক প্রতিবেদন ও তথ্য প্রকাশ সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রকাশ।
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১. জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় হতে জনগণ যাতে সহজে তথ্য পেতে পারে সেজন্য জেলা/ উপজেলা কার্যালয়ে তথ্য প্রদান ইউনিট গঠন। ২. বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা। ৩. হালনাগাদ তথ্য ওয়েব সাইটে সন্নিবেশ করা।
বাংলা শিশু একাডেমী	বার্ষিক প্রতিবেদন ও তথ্য প্রকাশ সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রকাশ।
জয়িতা ফাউন্ডেশন	Joyheeta.portal.gov.bd উপরোক্ত ওয়েব পোর্টালে জয়িতা ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম	মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর আলোচনা নং ১২ মোতাবেক তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ (আরটিআই) এর কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অত্র একাডেমীতে ৩০-১০-২০১৬ খ্রি: তারিখে একা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে এ অধিদফতরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৫-২০১৬ বই আকারে মুদ্রণ করা হয়েছে। তা ওয়েবসাইটে প্রকাশও করা হয়েছে।
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	তথ্য অবমুক্ত করণ নির্দির্শিকা, ২০১৬ প্রস্তত করা হয়েছে।
জনতা ব্যাংক লিমিটেড	জনতা ব্যাংক লিঃ স্টাফ কলেজ-এ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রত্যেকটি সাধারণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক	১. বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালার খসড়া নীরিক্ষণের জন্য তথ্য কমিশনে প্রেরণ। ২. তথ্য প্রদান ইউনিট গঠন। ৩. তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ/বহাল

	৪. বিভিন্ন প্রকার তথ্যের ক্যাটালগ প্রস্তুতি
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	তথ্য ইউনিট গঠন, তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ, ওয়েব সাইটে নামের তালিকা প্রকাশ
আরডিআরএস বাংলাদেশ	আরডিআরএস-এর কর্মএলাকার জনগণকে তথ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস,২০১৬ তৃনমূল পর্যায়ে র‌্যালী, আলোচনা সভা ও পালন করা হয়। ৬০ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যকে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়।
বাংলাদেশ রুরাল ইমপ্রুভমেন্ট ফাউন্ডেশন (ব্রীফ)	তথ্য অধিকার বিষয় সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা। টিভি ও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন এর মাধ্যমে প্রচারণা।
রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)	১. সংস্থার সাধারণ তথ্যাবলী (স্বেচ্ছাপ্রণোদিত) সম্বলিত সিটিজেন চার্টার কেন্দ্রীয় ও মাঠপর্যায়ে বিদ্যমান রয়েছে। সেখান থেকে এলাকার জনসাধারণ সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন। ২. কেন্দ্রীয় ও শাখা কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত রয়েছেন যাদের তালিকা প্রতিবছর হালনাগাদ করে তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ৩. মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ওরিয়েন্ট করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় ও শাখা অফিস সমূহে "তথ্য আবেদন ফর্ম" রয়েছে যাতে কেউ তথ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ফর্মটি ব্যবহার করতে পারেন। ৪. এরিয়া কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণসমূহে "তথ্য অধিকার আইন" বিষয়ক একটি সেশন নিয়মিত রাখা হয়। ৫. "তথ্য অধিকার দিবস" উদযাপনে কমিশনের সাথে সমন্বিত অংশগ্রহণ। ৬. ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর সমিতির নিয়মিত মিটিং-এ সামাজিক ইস্যুভিত্তিক আলোচনায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা। ৭. নাগরিক সুশাসন বিষয়ক প্রকল্প পরিচালনার প্রয়োজনে নিম্নোক্ত দফতর সমূহে তথ্য চেয়ে আবেদন করা হয়েছেঃ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, ডিএনসিসি-র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির নামের তালিকা, স্থায়ী কমিটির মাসিক মিটিং এর রেজুলেশন, ৩নং ওয়ার্ডের ১১নং বাজার সড়ক সংস্থার ও ড্রেন নির্মাণের কার্যাদেশের অনুলিপি। জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো: ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মোট জনসংখ্যা, দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনসংখ্যা, ইত্যাদি।
ব্র্যাক	তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক গণনাটক প্রদর্শনী। এছাড়া ব্র্যাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।
ব্যুরো বাংলাদেশ	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর নিদের্শনা মোতাবেক সংস্থায় একজন তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সংস্থার শুদ্ধাচার/নৈতিকতা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং কমিটির গঠন, Citizan's Charter প্রণয়ন, Innovation কমিটি গঠন, জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়নসহ অন্যান্য সকল বিষয়ে লিখিত নীতিমালা/বিধিমালা প্রণয়ন করে এ গুলোর চর্চা, অনুশীলন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও সংস্থার সকল তথ্য প্রাপ্তির জন্য একটি ওয়েব সাইট www.burobd.org Developed করা হয়েছে।
আরশী নগর সেবামূলক উন্নয়ন সংস্থা	সংগীত শিক্ষার জন্য গুরুগৃহ সংগীত নিকেতন পরিচালনা,লোকজ বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা, লোকসংগীত-এর প্রচার ও প্রকাশের জন্য লোকসংগীত উৎসব পালন, আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা, বাল্যবিবাহ নরসনে সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড,শিক্ষা কার্যক্রম ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান,স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, শীতবস্ত্র বিতরণ,বনায়ন, মৎস্য চাষ প্রকল্প, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন, তথ্যগত শিক্ষা, সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান , মিটিং সেমিনার,ট্রেনিং,বই প্রকাশ,সিডি প্রকাশ, ব্যানার,ব্রশিয়ার প্রচারণা, সহায়তামূলক কার্যক্রম ।
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই কাজের সাথে সেবাদানকারী কর্তৃপক্ষ, নাগরিক দল, সুবিধাভোগী সবাই যুক্ত। নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে ছিল প্রশিক্ষণ, সভা, এডভোকেসী, দিবস উদযাপন ইত্যাদি। ২০১৬ সালে প্রকল্প এলাকাগুলোতে তথ্য অধিকার আইনের উপর পাঁচ সহস্রাধিক মিটিং/সেশন অনুষ্ঠিত হয়। নানা ধরণের আইইসি ম্যাটেরিয়াল বিতরণ করা হয়। এর বাইরে ২০১৬ সালে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন সহযোগী সংগঠনসমূহের মাধ্যমে আরোও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। এ বছর মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংগঠন ডি.নেট আরটিআই ট্র্যাকিং সফটওয়ার এর উপর পাইলটিং সম্পন্ন করেছে। এর প্রাপ্ত ফলাফল এবং অভিজ্ঞতা তথ্য কমিশনের সাথে শেয়ার করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সফটওয়ারটির মেইনষ্ট্রিমিং নিয়ে কাজের প্রত্যাশা আছে। ডিনেট বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য তথ্য অধিকার আইনের উপর একটি মোবাইল অ্যাপস্ (এন্ড্রোয়েড, উইন্ডোজ এবং আইওএস ভার্সন) তৈরি করেছে। ২০১৫ সালে ৫টি মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর এবং বিভাগকে তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রস্তুতকরণে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা এমআরডিআই সহযোগিতা করে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে একাধিক মন্ত্রণালয়কে একই বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন কার্টার সেন্টার,

	ইউএসএ এর সাথে উইমেন এন্ড অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন শীর্ষক একটি গবেষণামূলক কাজ হাতে নিয়েছিল। ২০১৬ এর মাঝামাঝিতে সেই গবেষণার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় নারী এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে ঢাকাসহ তিনটি জেলায় একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। তথ্যে নারীর প্রবেশাধিকারকে এগিয়ে নেয়াই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। অনেকগুলো কাজের পরিসমাপ্তি এ বছরই সংঘটিত হয়। এমজেএফ এর সহযোগী সংগঠন এমআরডিআই এ বছর আরটিআই ক্যাম্পের উপর একটি ডকুমেন্টারী তৈরি করেছে যা প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের সাথে শেয়ার করা হয়েছে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন সহযোগী সংগঠনগুলো নিয়ে তথ্য কমিশনের সাথে যুগপৎভাবে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০১৬ উদযাপন করেছে।
ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট (দিশা)	১. শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলনে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও তথ্য প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ২. এলাকা ব্যবস্থাপক সম্মেলনে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও তথ্য প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ৩. বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও তথ্য প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ৪. নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত স্টাফদের ফাউন্ডেশন কোর্সে নিয়মিত বিষয় হিসাবে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও তথ্য প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করা। ৫. তথ্য কমিশনের বিভিন্ন সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করা হয়। ৬. আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস-২০১৬ তে ব্যান্ড পার্টি যোগান দিয়ে দিবস পালনে সহায়তা করা হয়। ৭. তথ্য অধিকার দিবস-২০১৬ উদযাপনে র‍্যালিতে এবং সম্মেলনে প্রায় ৫০ জন প্রতিনিধি নিয়ে উপস্থিত থাকা।
জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ	১. তথ্য প্রদান কারী ও বিকল্প তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দুইজন সহকারী কমিশনারকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ২. জেলা ওয়েব পোর্টাল নিয়মিত আপডেট করা হয়।
জেলা পরিষদ মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ জেলা পরিষদে ০১ জন তথ্য প্রদাণকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টার ও হেল্প ডেস্ক স্থাপন করে তথ্য অনুসন্ধান কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং জেলা পরিষদের তথ্যাদি জেলা পরিষদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে www.zpmunshiganj.gov.bd ও www.zpmunshiganj.org তে নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিস, মুন্সীগঞ্জ সদর	বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের তালিকা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য উপজেলা পরিষদের অফিস চত্বরে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ। বিভিন্ন স্কীমের অগ্রগতির প্রতিবেদন সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সার্বক্ষণিক দপ্তরে সংরক্ষণ করা।
মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য আবেদন পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সাংবাদিক ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চাহিত তথ্যাদি নিয়মিত সরবরাহ করা হয়।
জেলা তথ্য অফিস, মুন্সীগঞ্জ	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ৬০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কালীগঞ্জ, গাজীপুর	১. মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা করা হয়। ২. জাতীয় তথ্য মেলা উৎযাপন করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালনের মাধ্যমে জনগনকে সচেতন করা হয়।
পুলিশ সুপারের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশের নিকট হতে তথ্য নিতে আসা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তি ও মিডিয়া কর্মীদের অফিসিয়াল বিধি বিধান পালন করে যথাসময়ে তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	১. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম, পদবী, কর্মস্থল, অনলাইনে ও নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ। ২. দপ্তর কর্তৃক সময়ে সময়ে তথ্য প্রকাশ/হালনাগাদকরণ/ প্রচার অব্যাহত আছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিস, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	"আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস" পালনের মাধ্যমে জনগনকে সচেতন করা হয়।
জেলা নির্বাচন অফিস, নারায়ণগঞ্জ	১. জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্য যাচাই সংশোধন, ডুপ্লিকেট ইস্যু ২. ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম-২০১৬ এর লিফলেট ও পোষ্টারের মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করা ৩. স্থানীয় নির্বাচন সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা।
পরিবেশ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ	১. নারায়ণগঞ্জস্থ ইটভাটা সমূহের হালনাগাদ তথ্যাদি ২. নারায়ণগঞ্জস্থ বোম্বে ডাইং ফ্যাক্টরী নামক কারখানাটির বিরুদ্ধে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট শাখা

	কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের তথ্যাদি ৩. ০১ জুলাই, ২০১০ হতে ৩১ জুন, ২০১১ পর্যন্ত বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, নারায়ণগঞ্জ	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সিটিজেন চার্টার অফিস আঙ্গিনায় টাঙ্গানো হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে জেলা উপদেষ্টা কমিটির ১২টি মাসিক সভা এবং সমন্বয় সভায় জেলার সকল কর্মকর্তাগণের সাথে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, তথ্য মেলার আয়োজন এবং তথ্য মেলায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য সেবা প্রদর্শন করা হয়েছে।
আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ময়মনসিংহ	জনগণের তথ্য জানার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবসে দর্শনার্থীদের চাহিত তথ্যাদি প্রদান এবং তথ্য সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়
ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার, ময়মনসিংহ	অত্র দপ্তরের সম্মুখভাগে সিটিজেন চার্টার রয়েছে। কারা ফটকের বহির্ভাগে অনুসন্ধান কেন্দ্র রয়েছে। উক্ত অনুসন্ধান কেন্দ্রে নানাবিধ তথ্য প্রত্যাশা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়ে থাকে।
জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরো, ময়মনসিংহ	তথ্য কর্মকর্তা নির্দিষ্টকরণ, তথ্য প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ, সিটিজেন চার্টার নোটিশ বোর্ড ও লিফলেটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্তকরণ।
তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ জোন	তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনগণকে অধিকতর সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ।
বিআরটিএ, ময়মনসিংহ সার্কেল	মোটরযানের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ডিজিটাল নম্বর প্লেট, স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়। অনলাইনে বিআরটির সকল ধরণের তথ্য পাওয়া যায়।
উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিস, ফুলপুর, ময়মনসিংহ	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান হয়েছে।
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জেলা মার্কেটিং অফিস, ময়মনসিংহ	ব্যবসায়ী, কৃষক ও ভোক্তাদের নিয়মিত বাজার দর ও অন্যান্য তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এ বিয়য়ে আরোও প্রচার প্রচারণা চালানো প্রয়োজন।
সহকারী কমিশনার (ভূমি), হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	উপজেলায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় এবং উপজেলা পরিষদ মাসিক সাধারণ সভায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।
শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহ শালা, ময়মনসিংহ	শিল্পচার্য, তাঁর চিত্রকর্ম ও নিদর্শন এবং সংগ্রহশালা সম্পর্কে তথ্য প্রদান। সংগ্রহশালার নতুন ভবন নির্মাণ, কটেজ, রাস্তাঘাট মেরামত ও সংস্কার, মূল ভবন, কটেজ ও ভাউন্ডারি ওয়াল রংকরণ এবং সংগ্রহশালাকে সি.সি.টিভি ক্যামেরায় আওতাভুক্ত করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জামালপুর	আইন-শৃংখলা সভা, সমন্বয় সভা ও বিভিন্ন সভায় আলোচনা করা হয়।
জেলা পরিষদ, জামালপুর	তথ্য অধিকার আইন-২০০৯, বাস্তবায়নে জেলা পরিষদ হতে প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
ইসলামপুর পৌরসভা, জামালপুর	অনলাইনে জম্ম-মৃত্য নিবন্ধন, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, চিকিৎসা সুবিধা সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
সরিষাবাড়ী পৌরসভা, জামালপুর	জনসাধারণ যে সমস্ত তথ্য চায় তাহা যথা সময়ে তাদেরকে প্রদান করা হয়। লিখিত ভাবে কোন ব্যক্তি অত্র প্রতিষ্ঠানের নিকট তথ্য চেয়ে কোন আবেদন করেন নাই।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুর	বিভিন্ন সভা সেমিনারে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগত করানো, ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বিভিন্ন ভেন্যুতে এই আইন বিষয়ে অবহিত করা হয়।
রাজশাহী ওয়াসা, রাজশাহী	ফেস্টুন, লিফলেট, পোষ্টার, মাইকিং করে গ্রাহকগণকে পানি বিল পরিশোধ করার জন্য সচেতন করা হয়। ২২টি ব্যাংকের মাধ্যমে পানি বিল গ্রহণ এবং ২৪ কর্মঘন্টার মধ্যে পানি সংযোগ প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ	১. তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন জোরদার করণের লক্ষ্যে জেলা উপদেষ্টা কমিটির (প্রতি মাসে) সভা করা হয়েছে। ২. তথ্য অধিকার আইনে সকল বিভাগকে তথ্য প্রদানে আরো যত্নবান হওয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ৩. জনগণের তথ্য প্রাপ্তির সহজীকরণে সকল দপ্তরকে নিয়মিত তাঁদের তথ্য হালনাগাদ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ৪. এ জেলার ০৯টি উপজেলায় সচেতনামূলক সভা করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাট	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সভায় এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয় এবং বাইরের সভা, সেমিনারে এ বিষয়ে আলোকপাতের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানদের পরামর্শ প্রদান করা হয়
জেলা তথ্য অফিস, জয়পুরহাট	১. আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস পালন।

	২. তথ্য অধিকার বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা। ৩. বিনামূল্যে আবেদন ফরম বিতরণ ও পরামর্শ।
বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, জয়পুরহাট	পুস্তক প্রদর্শনী, বিভিন্ন দিবস উদযাপন, শিশুদের মৌসুমী ও জেলা পর্যায়ে জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা
ইন্সটিটিউট অব মাইনিং, মিনারেলজি এন্ড মেটালার্জি, বিসিএসআইআর, জয়পুরহাট	অফিসের নোটিশ বোর্ডে এ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও প্রচার এবং অফিসে আগত দর্শনার্থী ও অন্যান্যদের এ বিষয়ে অবহিতকরণ
জেলা সঞ্চয় অফিস, জয়পুরহাট	আর্থিক সচ্ছতা, আত্মনির্ভরশীলতা ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ এবং সঞ্চয় স্কীমের অন্তর্ভুক্ত সঞ্চয়পত্রসমূহ বিক্রয়, বিক্রিত সঞ্চয়পত্রের মুনাফা প্রদান এবং এই সম্পর্কিত তথ্যসমূহ সরবরাহ করা
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর	এ কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন তথ্য ওয়েব সাইটে এবং এ অফিসের সামনে দৃশ্যমান স্থানে (সিটিজেন চার্টার) টানানো রয়েছে। ১. তথ্য মেলা ২. উন্নয়ন মেলা ৩. ডিজিটাল মেলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের নিকট সরাসরি তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা	১. গত ২৮ সেপ্টেম্বর,২০১৬ তারিখের তথ্য কমিশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপনে র‍্যালী, আলোচনা সভা ও এ বিষয়ে জনসচেতণতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যকরী ভূমিকা পালনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এনজিও প্রতিনিধিগণকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ২. তথ্য অধিকার আইন /২০০৯ মোতাবেক তথ্যপ্রাপ্তিতে জনসাধারনকে সহযোগীতা প্রদান ও এ বিষয়ে জেলা/উপজেলা সমুহের জনউদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
জেলা প্রশাসক, নওগাঁ	২৮ শে সেপ্টেম্বর /১৬ খ্রিঃ তারিখে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস যথাযথ ভাবে পালন করা হয়েছে । এ উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক প্রস্তুতিমূলক সভা করে পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ,আলোচনা সভা এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার বিষয়ক জেলা উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে প্রতিমাসে এ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার,বদলগাছীসহ উপজেলার সকল অফিস	তথ্য অধিকার আইনটি জনগণের নিকট বহুল প্রচারের লক্ষ্যে উপজেলা এনজিও কমিটির সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌঃ অধিঃ, নওগাঁ	১. তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। ২. আপীল ও তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং অভিযোগ দায়ের ফরম বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
পুলিশ সুপার, কুমিল্লা	প্রত্যেক থানার অফিসার ইনচার্জগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হইয়াছে।
জেলা তথ্য অফিস, কুমিল্লা	এইচটিটিআই, কোট বাড়ী কুমিল্লায় কলেজ শিক্ষকদের এবং সমবায় একাডেমীতে সমবায় অফিসারদের প্রশিক্ষণে সিনিয়র তথ্য অফিসার, কুমিল্লা কর্তৃক এ সংক্রান্ত ১২টি সেশন পরিচালনা করা হয়। এছাড়া ১৫৭টি চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও বক্তব্য প্রদান করা হয়। মোট=১৬৯ টি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা	বিভিন্ন সভা সমাবেশে/মাঠ দিবসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।
জেলা সেটেলমেন্ট অফিস, কুমিল্লা	১. বিভিন্ন সময়ে আবেদন ছাড়াও আগত ভূমির মালিকদের জরিপ বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়। ২. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে প্রতি মাসিক সভায় আলোচনা করা হয় এবং যথাযথভাবে তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
সিভিল সার্জন, কুমিল্লা	আবেদনকারীর চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, কুমিল্লা	তথ্য সরবরাহের ফরম সকল উপজেলায় বিতরণ
উপজেলা নির্বাহী অফিস, মেঘনা, কুমিল্লা	তথ্য অধিকার আইনের বিধানবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় উপজেলা পর্যায়ের সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিগণকে “তথ্য অধিকার আইন , ২০০৯” সম্পর্কে অবহিতকরণ করা হয় এবং এই আইনের বিধানবলী বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়েছে ও কৃষি বিষয়ক তথ্য প্রদান
উপজেলা নির্বাহী অফিস, চান্দিনা, কুমিল্লা	উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন মিটিং এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়
উপজেলা নির্বাহী অফিস, লাকসাম, কুমিল্লা	তথ্যের জন্য আবেদনপত্র প্রস্তুত করণে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণ করা হয়েছে

উপজেলা নির্বাহী অফিস, তিতাস, কুমিল্লা	তথ্য অধিকার আইনের বিধানবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ের সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা ও জন প্রতিনিধিগণকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে অবহিতকরণ করা হয় এবং এ আইনের বিধানবলী বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা জন প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি মতবিনিময় সভা করা হয়েছে
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খাগড়াছাড়ি	১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাসিক সভা করা হয়। ২. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে জনাব আবদুল কাদের জিলানী, মানিকছড়িকে নামজারী মামলার তথ্য প্রদান করা হয়েছে। ৩. জনাব সুকৃতি জীবন চাকমা, পিতা মৃত চিক্কারাম চাকমা, সাং দক্ষিণ খবং পড়িয়া, খাগড়াছড়ি সদরকে আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোনের জমির দাগ, সূচী এবং মৌজার তথ্যাদি প্রদান করা হয়েছে। ৪. বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্যাদি সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে জনগণের অবগতির জন্য জেলা কার্যালয়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে
পুলিশ সুপারের কার্যালয়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	তথ্য অধিকার আইনে সেবা কার্যক্রম চলছে
খাগড়াছড়ি পৌরসভা	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সেবা প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, খাগড়াছড়ি	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্যাদি সিটিজেন চার্টারের মাধ্যমে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে এবং সেবা গ্রহণের সুবিধার্থে জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম	জেলা পর্যায়ের নিয়মিত মাসিক সভায় এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা হয়ে থাকে।
উপজেলা নির্বাহী অফিস ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সভায় আলোচনা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চন্দনাইশ, চট্রগ্রাম	উপজেলা পর্যায়ের কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় কর্মসূচী এ কার্যালয় হতে গ্রহণ করা হয় ।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রাউজান, চট্টগ্রাম	বিভিন্ন সভায় এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
জেলা পরিসংখ্যান অফিস, বান্দরবান।	জনগণের চাহিদা মোতাবেক সঠিক ও যথাযথ তথ্য উপাত্ত দিতে সক্ষমতা সৃষ্টি।
মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, বান্দরবান।	কৃষক ও অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ সভায় এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।
বাংলাদেশ বেতার, রাঙ্গামাটি।	দপ্তরের প্রদর্শনযোগ্য স্থানে সিটিজেন চার্টার প্রকাশ ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত সচেতনতা মূলক বেতার অনুষ্ঠান প্রচার।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কক্সবাজার	বিভিন্ন সভা ও জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে নিয়মিত প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁদপুর	১. ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তথ্য অধিকার দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ২. নাগরিক সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সেবা গ্রহিতাদেরকে সেবা প্রদানের সময় তথ্য অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ৩. ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৬ এ অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে এ কার্যালয়ের নাগরিক সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। ৪. তথ্য অধিকার সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। ৫. জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিভিন্ন ফোরামের অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ৬ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ সকল প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। ৭. প্রতি মাসে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ে জেলা পর্যায়ের উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষক্ষপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ৮. জনগণের দোরগোড়ায় তথ্যকে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিভিন্ন দপ্তর থেকে সরবরাহ যোগ্য সকল সেবাকে পর্যায়ক্রমে অনলাইন সেবার আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৯. বিভিন্ন বিভাগের তথ্যাবলী নিয়মিত ওয়েব পোর্টালে আপলোড করার বিষয়ে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য একাধিকবার প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ১০. জনসাধারণের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে জেলা প্রশাসনের ফেসবুক পেইজ নিয়মিত হালনাগাদ ও মনিটরিং করা হচ্ছে।

সিভিল সার্জন, চাঁদপুর	অত্র কার্যালয় হতে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সাংবাদিকদের অনুরোধে হাসপাতাল, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার সহ উন্নয়নমূলক/সেবা কার্যক্রমের তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এ বাবদ কোনো অর্থ আদান-প্রদান হয় নাই।
জেলা তথ্য অফিস, চাঁদপুর	১. তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়োজিত তথ্য মেলায় তথ্যচিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়। ২. হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৩. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডার তৈরির কাজ অব্যাহত আছে।
বিভাগীয় তথ্য অফিস বরিশাল	সাধারণ জনগণের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিএফপি নির্মিত চলচ্চিত্র জেলার বিভিন্ন জনবহুল স্থানে প্রদর্শন করা হয় ।
জেলা প্রশাসন, ভোলা	১. নিয়মিত তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত জেলা কমিটির সভা করা হয়। ২. তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে র‌্যালী, আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। ৩. উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে নির্ধারিত দিনে র‌্যালী আলোচনা সভা ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
জেলা প্রাণী সম্পদ দপ্তর, ভোলা	জনসাধারণের দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ভোলা	সিটিজেন চার্টার তৈরী, একনজরে ইফা:র কার্যক্রম , প্রোফর্মা অনুযায়ী মউশিক, যাকাত, ইমাম, মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের আবেদন তৈরী ও সংরক্ষণ
টেলিযোগাযোগ উপবিভাগ, ভোলা	তথ্য সরবরাহের জন্য আবেদন পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঝালকাঠি	২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষে জেলা শহরে র‌্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য জানার অধিকার সম্পর্কিত ধারণা পত্র বিতরণ করা হয় ।!
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পিরোজপুর	১. জেলা পর্যায়ে তথ্য মেলা ও ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলায় তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে প্রচারণা চালানো হয়েছে। ২. জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৩. জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন সবা, সেমিনারে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রচারণা চালানো হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর	১. আইন সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে। ২. তথ্য অধিকার কর্মকর্তা নিয়োর্গদেয়া হয়েছে। ৩. বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগকৃত তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে নিয়ে সভা করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, লালমনিরহাট	১. আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে র‌্যালী ও আলোচনা সভা। ২. জেলা তথ্য উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলার সকল স্তরের মানুষের জন্য তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার কাজ অব্যাহত রয়েছে।
জেলা তথ্য অফিস, লালমনিরহাট	চলচিত্র প্রদর্শনী, উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা, মহিলা সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদারকরণের লক্ষ্যে গঠিত জেলা উপদেষ্ঠা কমিটির সভা প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন মেলা ও সেমিনারে আইনটি ব্যাপক প্রচার করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও	মাসিক উন্নয়ন ও সমন্বয় সভায় এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিস, ঠাকুরগাঁও	মাসিক উন্নয়ন ও সমন্বয় সভায় এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পঞ্চগড়	সভা/ সেমিনারে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে উদ্ধুদ্ধ করা হয়।
পঞ্চগড় পৌরসভা	সভা/ সেমিনারে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে উদ্ধুদ্ধ করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিস, সদর, পঞ্চগড়	উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা/ সেমিনারে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিস, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়	উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা/ সেমিনারে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিস, আটোয়ারী, পঞ্চগড়	উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা/ সেমিনারে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিস, বোদা, পঞ্চগড়	উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা/ সেমিনারে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিস, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়	উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সভা/ সেমিনারে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, গাইবান্ধা	তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন, র‌্যালি, আলোচনা সভা ও তথ্য মেলা করা হয়।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের নিমিত্ত জেলা উপদেষ্টা কমিটির মাসিক সভা নিয়মিত করা হয় এবং সমন্বয় সভায়ও তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিস, বালাগঞ্জ, সিলেট	উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সভাসহ বিভিন্ন সভায় সচেতনতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক আলোচনা করা হয়ে থাকে।
উপজেলা নির্বাহী অফিস, জৈন্তাপুর, সিলেট	উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সভাসহ বিভিন্ন সভায় সচেতনতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক আলোচনা করা হয়ে থাকে।
উপজেলা নির্বাহী অফিস, সদর, সিলেট	উপজেলা পরিষদ সভায় এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়ে থাকে।
বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, সিলেট	উপ-পরিচালকের অংশগ্রহণে প্রতি সপ্তাহে একবার করে মোট ৫২টি গণশুণানী নিয়েছেন।
জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ	জেলা প্রশাসনের ওয়েব সাইটে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর, ই- মেইল নম্বর ইত্যাদি প্রকাশ করা আছে । এছাড়া জেলা সদর, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের বিষয়টি ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালানো হচ্ছে। সিটিজেন চার্টারেও এ সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত আছে।
নির্বাহী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, ঝিনাইদহ	জেলা তথ্য বাতায়নে তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগযোগের নম্বর দেয়া আছে এবং পল্লী ও পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য অফিস প্রাঙ্গনে সিটিজেন চার্টার দেয়া আছে। অধিকন্তু মৌখিকভাবে তথ্য প্রদান করা হয়। নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তাগণকে তথ্য অধিকার আইনের উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান কর প্রয়োজন।
জেলা প্রশাসক, নড়াইল	তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্যাদি পাওয়ার জন্য এ কার্যালয়ে প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়াও জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার বিষয়টি আলোচনা করা হচ্ছে। জেলার বিভিন্ন জনসমাগম মূলক স্থানে প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
জেলা শিক্ষা অফিসার, মাগুরা	প্রতি মাসে প্রথম ও শেষ বৃহস্পতিবার ১১ টা থেকে ১ টা পর্যন্ত গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া যে কোন সেবা গ্রহিতা অফিস চলাকালীন সময়ে সাক্ষাত করতে পারবেন।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শালিখা, মাগুরা	১. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। ২. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন সভায় সংশ্লিষ্টগণকে অবহিতকরণ এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ধারণা প্রদান করা হয়। ৩. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতনতা করার জন্য প্রচারণা করা হচ্ছে।
বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা	অফিসে আগত সেবা গ্রহীতাদের সেবা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। এছাড়া এ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় উন্নয়ন সভায় সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রদানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়ে থাকে।
জেলা প্রশাসন, বাগেরহাট	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাগেরহাট জেলায় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে প্রতিমাসে এ কমিটির সভা করা হচ্ছে।
নড়াইল টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নড়াইল	প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একজন কর্মকর্তাকে তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি তথ্য সরবরাহ তথ্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়গুলির সমন্বয় করেন।
জেলা প্রশাসক, যশোর	অবহিতকরণ সভা আয়োজন, সিটিজেন চার্টার স্থাপন, লিফলেট বিতরণ, ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন তথ্য উম্মুক্তকরণ।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, যশোর	সিটিজেণ চার্টার স্থাপন, ওয়েব পোর্টালে বিভিন্ন কার্যক্রম আপলোড, অভিযোগ বাক্স স্থাপন।
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, যশোর	১. আবেদনকারীর আবেদন অনযায়ী মৎস্য চাষ বিষয়ের তথ্য ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২. আপীল আবেদনটির তথ্য অত্র দপ্তরে না থাকায় মূল অফিস উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে তথ্য দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা পরিষদ, যশোর	১. গত ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ দুই দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে মেলায় স্টল দেয়া হয়, ২. মেলা উপলক্ষে ৫টি ডিজিটাল ব্যানার তৈরি ও জেলা পরিষদ তথ্য সম্বলিত ১০০০ পিচ লিফলেট বিতরণ করা হয়।

পরিশিষ্ট ‘ঙ’

শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণঃ

চাহিত তথ্যের বিষয় (শুনানীর জন্য গৃহীত অভিযোগ)	সংখ্যা
পানির বিল পরিশোধ সংক্রান্ত	১
অফিস আদেশের কপি সংক্রান্ত	১
পরীক্ষার পদ্ধতি	১
চালান ফরম	৩
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী	১
চাকুরী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়	৩৪
ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়	১৫
চিকিৎসা	১
নিরাপত্তা প্রহরী	১
ঝুকিপূর্ণ ভবন অপসারণ	১
ভবন নির্মাণ	৭
তদন্ত প্রতিবেদনের কপি	৭
মোবাইল কল আসা ও যাওয়া	১
পরীক্ষার ফলাফল	১
স্কুল পরিচালনা কমিটি	৩
নিয়োগ পরীক্ষা	১৫
প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয়/বরাদ্দ	৩
প্রকল্প বাস্তবায়ন	৪
মানবাধিকার কমিশন বিষয়ক অভিযোগ	১
দরপত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়	১৭
কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তথ্য না দেয়া	২৩
কর্মচারীদের হাজিরা খাতার কপি	২
ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনকূলে বিতরণকৃত টাকা	১
বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান	৭
ত্রাণ বিতরণ	৪
বিধি বিধান	১
বিদ্যুৎ এর ট্রান্সফরমারের মেয়াদ	১
ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল	১
পরিবহন ও এর যাত্রী ভাড়া	২
প্রকল্পের অনুমোদন ,বরাদ্দ ও ব্যয়	১০
মামলার ফটোকপি	১
অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ	১
থানার অভিযোগ সংখ্যা	১
অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ	৪
দুর্ঘটনা জনিত জাহাজ ভাঙ্গার বিস্তারিত নিয়মকানুন	১
মাধ্যমিক স্তরের বই বিতরণ	১
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দূরত্বের বিধান	১
ওয়াকফ্ ভূমি নিবন্ধন	২
ব্যাংকের ঋণ সুবিধার সার্কুলার	১
ঋণ পত্রের তালিকার সত্যায়িত কপি	১
চেক নম্বরের প্রমাণপত্র	১
পিটিআই শিক্ষকদের তালিকা ও সনদ	১
বিভিন্ন গ্রাহক সেবার নীতিমালা/তালিকা	২
বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা	১

প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের রেজুলেশনের কপি	১
সভার কার্যবিবরণী	২
শিশু নির্যাতনের অভিযোগ সংক্রান্ত	১
বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শুমারীর ছক	১
বিদ্যালয় পরিদর্শন	২
সদস্য ফি জমা এবং উত্তোলনের নিয়মাবলী	৭
সিদ্ধান্তের কপি	১
অবৈধ স্থাপনা/জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ	৬
ব্যাংক থেকে বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান/এল সি খোলা	৩
প্রকল্পের বরাদ্দ ও দরপত্র	৪
ভুল, অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান	৬
লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকদ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রের তালিকা	১
বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট/প্রিজাইডিং অফিসারের ঠিকানা	১
প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা/বিভিন্ন বিষয়	১৪
অবৈধ পানির লাইন উচ্ছেদ	১
সিসি ক্যামেরায় ধারণকৃত ভিডিও এর কপি	৩
তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অপ্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদান	১
জামানতের প্রমাণপত্রের কপি	১
ভিজিএফ/ভিজিডি,বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতার কার্ড	২
হোল্ডিং/ভিটা ও পজিশন বরাদ্দ	১
এলজিএসপি এর টাকায় পরিচালিত প্রকল্প	৬
রাস্তা সংস্কারের কাজে গাছ কাটার নীতিমালার কপি	১
শিক্ষার্থীর বাড়ি পরিদর্শনের সংখ্যা	১০
উপজেলার খাদ্য মজুদ	১
ইমারতের নকশা অনুমোদন	১
মেরামত /সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়	১
সাময়িক সনদ পাওয়ার পদ্ধতি	২
সমবায় সমিতির অডিট রিপোর্ট	১
জমির খাজনা ও নামজারির নিয়ম	১
পৌরসভায় ইমারত নির্মাণ বিধিমালা	১
উপ-বৃত্তির টাকা বিতরণ	১
খাস জমি বরাদ্দের নীতিমালা	১
দরিদ্র পরিবারের জন্য সরকারি কর্মসূচি	১
জন্ম নিবন্ধন ফি	১
তল্লাশি ফরম বিষয়ে অগ্রগতি	১
আবেদনের প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থাদির তথ্যাদি	১
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা	৩
সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন	২
উপজেলায় রেজিস্ট্রেশনকৃত সমিতির সংখ্যা	১
প্রশিক্ষণ প্রদান পদ্ধতি	৩
তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের বিস্তারিত বর্ণনা	৩
মাতৃত্বকালীন ভাতা ভোগ	২
ইটভাটার পরিবেশগত ছাড়পত্রের নীতিমালা	১
কর্মী ব্যবস্থাপনা নীতিমালা	১
মেয়াদ উর্ত্তীণ ও প্রাপ্ত ঔষুধ	২
প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মাঝে বিস্কুট বিতরণ না করার সিদ্ধান্তের কপি	৩
প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মাঝে খেজুর বিতরণ না করার সিদ্ধান্তের কপি	১
নির্বাচন সংক্রান্ত	১

সমবায় সমিতির নিবন্ধন ও বিধিমালা	২
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ব্যয়	১
অর্পিত , পরিত্যাক্ত ও খাস সম্পত্তির তালিকা	১
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয়	১
সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সময় নির্ধারণ	১
ড্যাশ বোর্ড অনিয়ম শনাক্ত না করতে পারার ব্যাখ্যা	১
বর্জ্য সুতা থেকে দ্রব্য রপ্তানি	১
খাল পুন:খনন ও সংস্কার	১
খতিয়ানের সহিমুরী নকলের জন্য	১
সেচ প্রকল্প স্থাপনের তালিকা	১
মাদক সংক্রান্ত মামলায় আটকের সংখ্যা	১
এনআইডি সংশোধন	১
সনদ সংশোধন বিধি	১
লাইট পোস্টে ব্যবহৃত বাতির ক্রয় ও ব্যবহার	১
ইউনিয়ন পরিশোধের খাতওয়ারী বাজেট	১
শিল্পীদের সম্মানি তালিকার ফটোকপি	১
বিদেশী ডিগ্রী অনুমোদন	১
কয়লা উত্তোলনের অনুমতি	১
আরএস রেকর্ডের ভুল সংশোধন	১
আদেশের কপি	৩
সিভিল সার্জন অফিসের বরাদ্দ	২
আর্থিক সাহায্যের আবেদনের কপি	১
মুক্তিযোদ্ধা সনদ	১
ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা অনুদান	২
জমির জমা খারিজ	২
অর্পিত সম্পত্তিতে ভবন নির্মাণ	১
মিটার রিডিং এর রিপোর্ট	১
শিক্ষার্থী বিস্তারিত বিবরণ	২
লিখিত অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত	১
কাজী নিয়োগ	১
এলসি খোলার নিয়ম	১
খাদ্য গুদামে ধান সংগ্রহের পরিমাণ	২
পরীক্ষার কাজে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার	১
ড্যাপ প্রকল্পের মেয়াদ	১
ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্রের আবেদন	১
বিদ্যুৎ বিল বাংলায় করা সংক্রান্ত	৩
স্মৃতিসৌধের বরাদ্দকৃত অর্থ	১
তদন্তের কপি ও গৃহীত ব্যবস্থা	৪
সমবায় সমিতির নিয়মাবলী	১
খতিয়ান জালিয়াতি	১
অফিসের কার্যক্রম সংক্রান্ত	১
সেলাই মেশিন বিতরণের তালিকা	১
দখলকৃত জমির ক্ষতিপূরণ	২
দশ টাকা কেজি মূল্যের চালের উপকারভোগীদের সংখ্যা	২
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষক সংখ্যা	১
অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন	১
পরীক্ষার উত্তরপত্রের ফটোকপি	১
সর্বমোট	৩৬৪

পরিশিষ্ট ‘চ’

শুনানীর জন্য গৃহীত নয় অভিযোগসমূহে যাচিত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

ভূমি সংক্রান্ত	২১
চাকুরী সংক্রান্ত	২১
মুক্তিযোদ্ধার তালিকা/ভাতা সংক্রান্ত	০২
গভীর নলকূপ স্থাপন সংক্রান্ত	০১
থানায় এজহার গ্রহণ না করা সংক্রান্ত	০১
তদন্ত প্রতিবেদনের কপি সংক্রান্ত	০৩
অর্থ বছরের ব্যয় সংক্রান্ত	০২
পূর্বের আবেদনের অগ্রগতি সংক্রান্ত	০৩
সভার সিদ্ধান্তের কপি সংক্রান্ত	০২
চুক্তিবদ্ধ মিলের সংখ্যা সংক্রান্ত	০১
ব্যাংকের আর্থিক বিষয়ে মামলা সংক্রান্ত	০১
রেলওয়ের জায়গার অবৈধ দখল সংক্রান্ত	০১
উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত	০২
ঘুষ ও দুর্নীতি সংক্রান্ত	০১
অবৈধ মাদক ব্যবসায় আটকের সংখ্যা সংক্রান্ত	০১
ভুয়া সনদপত্র সংক্রান্ত	০১
নিরাপত্তা ও আর্থিক হয়রানি সংক্রান্ত	০১
পুলিশ ভেরিফিকেশন সংক্রান্ত	০১
নাগরিকত্ব সনদ সংক্রান্ত	০১
লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত	০১
মোটর সাইকেল রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত	০১
ভবন নির্মাণ কাজ সংক্রান্ত	০৫
প্রকল্পের বরাদ্দ সংক্রান্ত	০১
তথ্যের মূল্য প্রদানের পর ও তথ্য প্রদান না করা সংক্রান্ত	০২
গম ও ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা সংক্রান্ত	০১
রেজুলেশনের কপি সংক্রান্ত	০১
ম্যানিজিং কমিটির নির্বাচন সংক্রান্ত	০১
আবেদন গ্রহণ না করা সংক্রান্ত	০১
ব্যাংক চেক জালিয়াতি সংক্রান্ত	০১
প্রতিষ্ঠানের আদেশের প্রতিকার সংক্রান্ত	০৩
মানি লন্ডারিং মামলা সংক্রান্ত	০১
একাডেমিক পরীক্ষা সংক্রান্ত	০১
হালনাগাদ জরিপ স্থগিতের কারণ সংক্রান্ত	০১
অবৈধ উচ্ছেদ সংক্রান্ত	০১
রেজিস্ট্রেশন বাতিল সংক্রান্ত	০১
আংশিক তথ্য প্রদান সংক্রান্ত	০১
মামলার রায় বা ডিক্রি সংক্রান্ত	০১
চড়া মূল্যে শুল্ক সংক্রান্ত	০১

ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য সংক্রান্ত	০১
জন্ম সনদের তথ্য সংক্রান্ত	০১
মামলা সংক্রান্ত	০৩
ভূমি উন্নয়ন কর আদায়কারী সংখ্যা সংক্রান্ত	০১
মানব পাচার সংক্রান্ত	০১
রোগীদের ফি নেয়ার বিধান সংক্রান্ত	০২
উপ-বৃত্তির টাকা বিতরণ/নীতিমালা সংক্রান্ত	০৭
সরকারি অনুদান সংক্রান্ত	০৫
ম্যানিজিং কমিটি সংক্রান্ত	০৬
ডিশ ব্যবসায়ীর তালিকা সংক্রান্ত	০১
রাস্ত সংস্কারে গাছ কাটার নীতিমালা সংক্রান্ত	০১
প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	০১
পরীক্ষার ফলাফল	০১
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের নাম ঠিকানা	০২
জমির নামজারির নিয়ম	০১
ঋণ প্রদান	০২
প্রকল্প বাস্তবায়ন	০১
কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তথ্য না দেয়া	০২
তথ্য কমিশনের শুনানীর দিন ধার্য্য	০১
অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান	০৩
ভিজিএফ/ভিজিডি,বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতার কার্ড	০১
রাজস্ব খাতের টাকা ব্যয়ের হিসাব	০১
গাড়ী চলাচল ও পার্কিং ফি আদায়	০১
ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন করে ভূমি রেজিস্টেশন	০১
সনদ সংশোধন বিধি নিয়ম	০১
কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির হার	০৮
প্রতিদিনের ডাক রেজিস্ট্রির সংখ্যা	০৫
ইউনিয়ন পরিশোধের খাতওয়ারী বাজেট	০১
পেশকৃত সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি	০১
মিটার রিডিং এর রিপোর্ট	০১
রেল স্টেশনের জায়গার অবৈধ বরাদ্দ	০১
সমবায় সমিতির নিয়মাবলী	০১
ঋণ গ্রহণকারীর আবেদনের কপি	০১
নথিতে প্রমাণপত্র সংযুক্তি	০১
দলিলের সহিমুহুরী নকল	০২
অন্যান্য	১২
সর্বমোট	১৭৫

তথ্য অধিকার বিষয়ক ফরমসমূহ

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

....

.... (নাম ও পদবী)

ও

.... (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম ঃ
পিতার নাম ঃ
মাতার নাম ঃ
বর্তমান ঠিকানা ঃ
স্থায়ী ঠিকানা ঃ
ই-মেইল ঃ

২। কি ধরনের তথ্য ঃ

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/ লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) ঃ

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ ....

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ ....

আবেদনের তারিখঃ ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

* তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য।

ফরম ‘খ’

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ বিধি ৫ দ্রষ্টব্য]

তথ্য সরবরাহের অপারগতার নোটিশ

আবেদন পত্রে সূত্র নম্বরঃ তারিখঃ..................................

প্রতি

আবেদনকারীর নাম ঃ ....

ঠিকানা ঃ ....

বিষয়ঃ তথ্য সরবরাহে অপারগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার.......................................তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হইল না, যথাঃ

১।...

....।

২। ....

....।

৩। ....

....।

(.......................................)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামঃ

পদবীঃ

দাপ্তরিক সীলঃ

ফরম ‘গ’

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য)]

বরাবর

--------------------------------------,

-------------------------------------- (নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ,

-------------------------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ ....

২। আপীলের তারিখ ঃ ....

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে) ঃ ....

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ ....

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ....

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)ঃ ....

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ ....

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ ....

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন ঃ ....

আবেদনের তারিখ ঃ ....

আবেদনকারীর স্বক্ষর

ফরম ‘ক’

অভিযোগ দায়ের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার ৩(১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং ....

১. আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) :..

২. অভিযোগ দাখিলের তারিখ :..

৩. যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তাঁর নাম ও ঠিকানা :....................................

৪. অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সংযোজন করা যাবে) :..

৫. সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোনো আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সে ক্ষেত্রে তার কপি সংযুক্ত করতে হবে) :...

৬. প্রার্থিত প্রতিকার ও তার যৌক্তিকতা :..

৭. অভিযোগে উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করতে হবে) :...

সত্য পাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

ফরম-‘গ’

[প্রবিধান-৬ দ্রষ্টব্য]

জবাব

তথ্য কমিশনের অভিযোগ নং... ।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ ....

২। অভিযুক্তের নাম ঠিকানা ঃ ....

৩। অভিযোগের মূল বিষয়বস্তু (সংক্ষিপ্ত আকারে) ঃ ....

৪। জবাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ ....

৫। জবাবের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ ....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই জবাবে বর্ণিত জবাবসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় তথ্য প্রদানকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য নির্ধারিত ছক

১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম	ঃ	....
	পদবী		....
	অফিসের ঠিকানা (আইডি নং/কোড নম্বর যদি থাকে)		....
	ফোন		....
	মোবাইল ফোন		....
	ফ্যাক্স		....
	ই-মেইল		....
	ওয়েব সাইট (ক্ষেত্রমতে)		....
২.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আপীল কতৃপক্ষ (অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান)-এর নাম৷	ঃ	....
	পদবী		....
	অফিসের ঠিকানা		....
	ফোন		....
	মোবাইল ফোন		....
	ফ্যাক্স		....
	ই-মেইল		....
	ওয়েব সাইট (যদি থাকে)		....
৩.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	ঃ	....
৪.	প্রশাসনিক বিভাগ (ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর)	ঃ	....
৫.	আঞ্চলিক দপ্তরের নাম ও পরিচয় (যদি থাকে)	ঃ	....
			....
			....

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ঃ ....

(অফিসিয়াল সীল মোহরসহ তারিখ) ঃ ....

স্থানীয়/আপীল কতৃপক্ষের প্রত্যয়ন ও স্বাক্ষর ঃ ....

(অফিসিয়াল সীল মোহরসহ তারিখ) ঃ ....

[বিঃ দ্রঃ- এই ছকের বাইরে অন্য কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করার থাকলে তা ক্রমিক নং ৫ এর পর বর্ণনা করা যাবে। এই ছকে বর্ণিত তথ্যের এক কপি সরাসরি তথ্য কমিশনে পাঠাতে হবে।

তথ্য কমিশন

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৮১৮১২২২, ৮১৮১২১৫, ৮১৮১২১০, ৮১৮১২১৩, ৮১৮১২১৮, ফ্যাক্স: ৯১১০৬৩৮
ই-মেইল: cic@infocom.gov.bd, ওয়েব সাইট: www.infocom.gov.bd